ছোটদের রমেশচন্দ্র—

# মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত

পুষ্পময়ী বসু

ডি, এম, লাইব্রেরী

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

দাম—এক টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

# নিবেদন

অমর সাহিত্যিক রমেশচন্দ্রের যে অনবদ্য দান বাংলার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তাহার জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে বাংলার বালসমাজে তাহার পরিচয় দানই এ গ্রন্থ সম্পাদনার উদ্দেশ্য।

বালোপভোগ্য করিবার জন্য এবং বর্ত্তমান সাহিত্য-ধারার সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে মূল ভাষার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন হইয়াছে।

শিশুসাহিত্যের রাজা পূজনীয় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ও তাঁহার মন্তব্য দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার স্নেহের দানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা অমর্য্যাদা করিব না।

২০শে বৈশাখ, ১৩৪৮। গ্রন্থকর্ত্রী

# মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত

## প্রথম

প্রায় পৌনে তিনশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আর্যাবর্ত্তের আকাশে তখন উড়িতেছে মোগল পতাকা। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চোখে সারা ভারতে একচ্ছত্র মোগল সাম্রাজ্যের স্বপ্ন। দাক্ষিণাত্যে এখনও কয়েকটি স্বাধীন পাঠান রাজ্য আছে—সম্রাটের বুকে ইহা কাঁটার মত বিঁধিতেছে। এদিকে আবার অতি ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্র রাজ্য পরম স্পর্ধায় মাথা তুলিয়াছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ক্ষুদ্রের স্পর্ধা সহ্য করে না।

তাই যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল।

এমনি দিনের একটি বসন্ত সন্ধ্যায় কঙ্কন প্রদেশের পাহাড়ী রাস্তা বাহিয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে এক তরুণ রাজপুত যোদ্ধা। ডান হাতে তার বর্শা—বাঁ হাতে অশ্বের বল্গা ও ঢাল, কোষে অসি। যোদ্ধার বয়স ১৮।১৯ এর বেশী হইবে না —কিন্তু তার উন্নত গৌর দেহে বীর্যের জ্যোতিঃ লেখা, দৃঢ়বদ্ধ পেশীতে অদম্য শক্তির পরিচয়; দুইটি দীপ্ত আয়ত আঁখিতে অতল সাগরের গভীরতা। শ্বেত পদ্মের মত মুখখানা বেড়িয়া এক রাশ নিবিড়-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ দোলে।

সূর্য তখনও অস্ত যায় নাই। আকাশে দুর্যোগের ঘন

ঘটা নামিয়া আসিয়াছে। পর্বতের ধূসরতায় বনের শ্যামলে আর মেঘের ছায়ায় মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। শুধু পাহাড়ী নদীগুলি এই কালোর পটভূমিকায় রজত-রেখার মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। চলার যে সরু পথগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়া গিয়াছে, সেগুলি আর দেখা যায় না। চারদিক নীরব থমথমে—এখনি প্রচণ্ড ঝড় আসিবে বলিয়া ভয়ে যেন জগতের গতি থামিয়া গেছে।

এ দুর্যোগেও তরুণকে পথে বাহির করিয়াছে কর্তব্যের ডাক। যুবক মহারাষ্ট্র-বীর শিবজীর একজন হাবিলদার—নাম রঘুনাথজী। প্রভুর কাছ হইতে যুদ্ধের অতি গোপনীয় সংবাদ লইয়া সিংহগড় দুর্গ হইতে সে চলিয়াছে সুদূর তোরণ দুর্গে। অশ্বের কালো-শরীর হইতে কুন্দ-কুসুম-স্তবকের মত শুভ্র ফেনের রাশি ঝরিতেছে; রঘুনাথের বেশ ধূলি-ধূসর, তার কমনীয় মুখখানায় গভীর অবসাদের ছায়া।

রঘুনাথ ক্লান্ত অশ্বকে বিশ্রাম দিবার জন্য একটু থামিল। আকাশের দিকে তাকাইয়া তাহার ভাবনা হইল! ঝড় তো আসিল বলিয়া—কোথাও অপেক্ষা করা উচিত—কিন্তু দেরী করিলে কর্তব্যের হানি ঘটিবে। রঘুনাথ আর অপেক্ষা করিল না—আবার তীর বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। অশ্ব-খুরের ধ্বনি নীরবতার বুকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রবল ঝড় আসিল। আকাশকে

চৌচির করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ হানিয়া গেল। গাছপালা ভাঙ্গিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল; শীর্ণকায়া পাহাড়ী নদীগুলি ফুলিয়া ফাঁপিয়া গর্জিয়া উঠিল; বজ্র ও বায়ুর গর্জনে চারদিক মথিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর বুকে বুঝি আজ প্রলয় দেবতা নটরাজের চরণ পড়িয়াছে।

কিছুক্ষণ পরেই মুষলধারে বৃষ্টি আসিল। রঘুনাথ সাবধানে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল। বিপদ-সঙ্কুল পথ—তায় ঝড়ের বেগ। পদস্খলন হইলে কোন্ অতলে গড়াইয়া পড়িয়া দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। বৃক্ষ শাখার আঘাতে রঘুনাথের উষ্ণীষ ছিঁড়িয়া গেল—তাহার কপাল কাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু এসব লক্ষ্য করিবার সময় আজ রঘুনাথের নাই—কর্তব্য সম্মুখে।

কয়েক ঘণ্টা বর্ষণের পর আকাশ পরিষ্কার হইল। মেঘের আড়াল হইতে অস্তগামী সূর্যের সোণালী রশ্মি উঁকি মারিল। রঘুনাথ দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া সিক্ত চুলের রাশি কপাল হইতে সরাইয়া নীচের দিকে তাকাইল। দৃষ্টির শেষ সীমা-রেখা পর্যন্ত দিগন্ত-বিসারী পর্বতশ্রেণী। সোনালী আলোয় নবস্নাত পর্বত-শিখর হাসিতেছে, বৃষ্টিধৌত কিশলয় পল্লব ঝল্‌মল করিতেছে; ঝরণাগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া নাচিয়া সোনালী আলোর টুক্‌রোগুলি লইয়া লোফালুফি খেলিতেছে। আকাশ নীল রামধনুর রাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। রঘুনাথ মুগ্ধ হইয়া খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল।

তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া তুর্গতোরণে আপনার পরিচয় দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্তে ঝন্ ঝন্ শব্দে তুর্গদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রহরী কহিল, "আর একটু দেরী হ'লেই প্রাচীর টপকে আপনাকে ঢুকতে হ'ত রঘুনাথজী।"

ভগবানের কৃপায় রঘুনাথের সে দেরীটুকু হয় নাই। প্রভুর কাছে সে যে-সত্য দান করিয়াছে ভবানীর প্রসাদে আজ তাহা রাখিতে পারিবে, কিল্লাদারের কাছে প্রভুর সংবাদ আজই সে নিবেদন করিতে পারিবে। সে তৎক্ষণাৎ কিল্লাদারের প্রাসাদের দিকে চলিল।

কিল্লাদার মাউলী জাতীয়, শিবজীর নিতান্ত অনুগত বিশ্বস্ত যোদ্ধা। শিবজীর পত্রের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়াছিলেন। রঘুনাথ কিল্লাদারের কাছে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক কোমর-বন্ধ হইতে কয়েকখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। কিল্লাদার রঘুনাথের দিকে না চাহিয়া পত্র পাঠে মন দিলেন। পত্রপাঠ শেষ হইলে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল রঘু-নাথের দিকে। তরুণ যোদ্ধার কমনীয় মুখের দৃপ্ত ভঙ্গিমা, তার দীপ্ত উদার চোখ তুটি, নিবিড় কালো কেশের রাশি কিল্লাদারের হৃদয় ছুঁইয়া গেল।

সিংহগড় ও পুনার অবস্থা, মহারাষ্ট্রী ও মোগল সৈন্যের অবস্থা—তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত সংবাদ কিল্লাদার রঘুনাথের কাছ হইতে লইলেন। নানা আলাপে পরীক্ষা করিলেন—শিবজী অযোগ্য পাত্রে এ কঠিন কর্তব্যের ভার অর্পণ করেন

নাই। অতি গোপন সংবাদ শিবজীকে পাঠাইতে হইবে—যাহা লিপিতে লেখা চলে না। লিপি শত্রু হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। রঘুনাথকে এ সংবাদ মৌখিক বহন করিবার গুরুভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিল্লাদার বুঝিলেন—বালক দুর্বলতা লোভ, ক্ষুদ্রতার বহু উর্ধ্বে। ঐ তরুণ বুকখানার আড়ালে বীর্য ও বিশ্বাসের যে অমূল্য মণি সঞ্চিত আছে, তারই জ্যোতিঃ বালকের নয়নে। বুঝিলেন শত্রুর হাতে রঘুনাথের প্রাণ যাইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস সে ভাঙ্গিবে না। সুতরাং তিনি বলিলেন, "যাও হাবিলদার, কাল প্রাতে আমার নিকট এ'স, সমস্ত প্রস্তুত থাকবে। আর প্রভু শিবজীকে আমার হয়ে জানিও, যে তরুণ হাবিলদারকে তিনি এ বিষম কার্যের গৌরব দিয়েছেন, সে সেই গৌরবের অনুপযুক্ত নয়।"

প্রশংসা শুনিয়া বালক মস্তক অবনত করিল। তার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল কৃতজ্ঞতার স্নিগ্ধ আলো।

## দ্বিতীয়

তোরণ-দুর্গ জয়ের অল্প পরেই শিবজী এখানে ভবানীর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া অম্বর দেশীয় একজন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণকে দেব সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে এই দেবীর পূজা না দিয়া তিনি কোন কাজে হাত দিতেন না।

রঘুনাথ কিল্লাদারের কাছ হইতে বিদায় লইয়া এই মন্দিরের দিকে চলিল। মন্দিরের দ্বারে যখন আসিয়া পৌঁছাইল তখন ক্লান্ত সন্ধ্যা ধরণীর বুকে প্রায় নামিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা রবির শেষ আভায় শুভ্র মন্দির-প্রাচীরে সোনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুরোহিত জনার্দন দেব গৃহে নাই। রঘুনাথ মন্দিরের উদ্যানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। জনার্দন দেব ফিরিয়া আসিলে রঘুনাথ সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তাহার পর যুদ্ধের সংবাদ ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে কয়েকটি স্বুবর্ণ-মুদ্রা রাখিয়া নিবেদন করিল, "মোগলের সাথে যুদ্ধ বেঁধেছে, প্রভুর ইচ্ছা তাঁর জয়ের জন্য দেবীর পায়ে পূজা দেন। আর এই ভয়ানক যুদ্ধের ফলাফল তিনি পূর্বেই জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।"

জনার্দন কয়েক মুহূর্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "রাতে দেবীর পায়ে শিবজীর ইচ্ছা নিবেদন করব, তুমি কাল প্রাতে উত্তর জানতে পারবে।"

ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া রঘুনাথ ফিরিয়া চলিল। এ দুর্গে সে নূতন, রাত কাটাইবার মত কোন পরিচিত গৃহ এখানে নাই। কোন বৃক্ষের তলায় প্রস্তর উপাধানে ভূমিশয্যায় রাতটা সে কাটাইয়া দিবে; রাত্রির আকাশ অজস্র তারার আঁখি মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে। কিন্তু জনার্দন দেব কি ভাবিয়া রঘুনাথকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসায় জানিলেন দুর্গে পরিচিত তাহার কেহ নাই। সুতরাং পূজারীর অনুরোধে রঘুনাথকে রাত্রির মত তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইল।

পরদিন প্রভাতে জনার্দন দেবের নিকট হইতে রঘুনাথ জানিল ভবানীর আদেশ—বিধর্মীর সাথে যুদ্ধে জয়, স্বধর্মীর সাথে যুদ্ধে পরাজয়। ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় লইয়া সে সিংহগড়ে ফিরিয়া গেল।

---

## তৃতীয়

শিবজীর পিতা শাহজী বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। কোনও কারণে শাহজীর সাথে মতের অমিল হওয়ায় মাতা জীজীবাই বালক শিবজীকে লইয়া পুনায় আসেন। দাদাজী কানাইদেব শাহজীর একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী। ইঁহাদের দেখাশুনার ভার আসিয়া পড়িল বৃদ্ধ দাদাজীর উপর; তিনি ইঁহাদের বাসের জন্য পুনাতে গৃহ নির্মাণ করিয়া দিলেন।

কানাই দেবের কাছেই শিবজীর শিক্ষা। শিবজী নাম লিখিতেও শিখিলেন না কিন্তু বাল্যকাল হইতেই অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন। বালক শিবজীর অশ্বারোহণ কৌশলের কাছে পর্বতের দুর্গমতা হার মানিল। নিয়মিত ব্যায়ামে দেহ হইয়া উঠিল লোহার মত শক্ত। অবসর সময়ে দাদাজীর চরণতলে বসিয়া রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শিবজী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের ছোট্ট বুকখানা হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর ভালোবাসায় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল, বীরের তেজ তাহার রক্তে জাগাইল দোলা। ষোল বৎসরের কিশোর শিবজী পণ করিয়া বসিল অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মহারাষ্ট্রকে স্বাধীন করিবে, ভারতের আকাশে উড়াইবে হিন্দুধর্মের বিজয় পতাকা।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া শিবজী উৎসাহী তরুণের দলকে জুটাইলেন। কঙ্কন প্রদেশের পর্বতে পর্বতে শিবজী তরুণের দলকে

লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—কেমন করিয়া পর্বতের দুর্গমতাকে হাতের মুঠোয় আনা যায়, কোথায় আছে পথ, কোথায় আছে কোন্ দুর্গ—তারি সন্ধানে। দুর্গ জয়ের মন্ত্রণা, দুর্গ জয়ের পরিকল্পনা বালকের সমস্ত চিন্তা ভরিয়া রহিল।

দাদাজী ভয় পাইলেন—বিদ্রোহী বালকের ঔদ্ধত্য সুলতানের বরদাস্ত হইবে না: তাঁর কোপে জায়গীর শূন্য হইয়া শিবজীকে বুঝি বা পথে বসিতে হয়। তিনি তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে পথ শিবজীকে ডাক দিয়াছিল সে পথ হইতে সে আর ফিরিতে পারিল না। বিশ্বাসী মাউলীরাও বীর বালকের ডাকে সাড়া দিল। শিবজীর মহাব্রতকে আপন ব্রত বলিয়া মানিয়া ব্রতের বেদীমূলে প্রাণ সঁপিয়া দিতে ছুটিয়া আসিল। ইহাদের মধ্যে শিবজী পাইলেন বিশ্বস্ত অনুচর, দরদী বন্ধু, অক্লান্ত কর্মী। মাউলী বাজী ফাস্‌লকার, তন্নজীমালশ্রী, যশজীকঙ্ক সেই অবধি ছায়ার মত শিবজীর সাথে সাথে ফিরিতে লাগিল।

ইহাদের লইয়া দুর্গজয় আরম্ভ হইল। ১৯ বৎসরের বালক শিবজী দুর্গম তোরণ দুর্গ জয় করিলেন। ইহার পর যেন যাদুর পরশে একের পর এক দুর্গ তাহার হাতে আসিতে লাগিল। সম্রাট দেখিলেন বালকের স্পর্ধা সীমা ছাড়াইয়া চলিয়াছে। অতএব শিবজী-দমনের আদেশ বহন করিয়া সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিলেন। আসিয়া তিনি পুনা, চাকণ প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ অধিকার

করেন, কিন্তু পার্বত্য বীরকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। এক বৎসর পরে মারোয়ার অধিপতি যশোবন্ত সিংহ সম্রাটের আদেশে বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া সায়েস্তাখাঁকে সাহায্য করিতে আসিলেন। রাজপুত ও মোগল সেনা পুনা নগরের নিকট শিবির স্থাপন করিল। দাদাজী কানাইদেবের গৃহ—যে গৃহের প্রতি ধুলিকণার সাথে মহারাষ্ট্রবীরের বাল্যের স্মৃতি আজও জড়াইয়া আছে, সেই গৃহে আজ সায়েস্তাখাঁর বাসস্থান।

শিবজীর চারদিকে বিপদ ঘনায়িত। মহারাষ্ট্রীয় সেনা তখনও রণনীতিতে কুশল লইয়া ওঠে নাই—সম্মুখ যুদ্ধ সম্ভব নয়। তিনি দেখিলেন কৌশল ভিন্ন উপায় নাই। তিনি তাঁর সৈন্য লইয়া সিংহগড় দুর্গে রহিলেন। শিবজীর চাতুরীর সাথে সায়েস্তাখাঁর পরিচয় হইয়াছিল। তিনি অনুমতি পত্র বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয়ের পুনা প্রবেশ নিষেধ করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দাদাজী কানাইদেবের গৃহে মন্ত্রণা সভা বসিয়াছে। ক্ষুদ্র 'পার্বত্য মুষিক' শিবজীকে কি করিয়া আঁটিয়া উঠা যায় তারই মন্ত্রণা চলিতেছে। সভায় প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁও আছেন।

আনওয়ারী নামে সায়েস্তাখাঁর একজন মোসাহেব বলিল—"বাদশাহী সেনার সামনে মহারাষ্ট্রীয়-সেনা ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে যাবে। নয়ত গর্তে গিয়ে সেঁধুবে জনাব!"

মহারাষ্ট্রীয় সেনা যে ঠিক শুক্‌ন পাতা নয় এ খবর চাঁদখার ভাল করিয়াই জানা ছিল। তিনি উত্তর দিলেন, "তা বলতে কি, ওরা বোধ হয় ও দুটাই পারে।

সায়েস্তা খাঁ—"কেন?"

চাঁদখাঁ—"গত বছর ক'টিমাত্র মহারাষ্ট্রীয় চাকন দুর্গে প্রবেশ করে। আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস ধরে যুদ্ধ করে তবে তাদের তাড়িয়ে দুর্গজয় করতে পেরেছিল, তা বোধ হয় জনাবের স্মরণ আছে। আবার এ বছরও আমাদের সৈন্য তো চারদিকেই ছিল। কিন্তু শিবজীর অশ্বারোহী সেনার সেনাপতি নিতাইজী কোথা দিয়ে উড়ে এসে আরাঙ্গাবাদ ছারখার করে দিয়ে গেল তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

সায়েস্তা—"চাঁদখাঁ বৃদ্ধ হয়েছেন তাই তাঁর পাহাড়ী ইঁদুরকেও ভয়। কিন্তু পূর্বে অমন ভয় তো ছিল না।"

চাঁদখাঁর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

আনওয়ারী—"ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা! ও বেটারা সত্যি ইঁদুর। দিব্যি গর্তে সেঁধিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারে।"

চাঁদখাঁ—"পাহাড়ী ইঁদুর পুনার ভেতর গর্ত খুঁড়ে না বেরুলেই রক্ষে।"

সায়েস্তা—"ভয় নেই খাঁ সাহেব, এখানেও দিল্লীর অনেক বেড়াল আছে, তাদের নখের ধারও কিছু কম নেই।"

বাহবা রবে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল।

সায়েস্তা—"এই প্রদেশে দুর্গ অসংখ্য। যদি একে একে সব দুর্গ জয় করতে হয়, তবে কতদিনে যে সম্রাটের কার্য সিদ্ধি হ'বে, কিংবা কখনও সিদ্ধ হবে কিনা তা কে বলতে পারে।"

চাঁদ—"দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দের বল। ওরা সম্মুখ রণ করবে না। রণে পরাস্ত হ'লেও ওদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা পাহাড়ীদেশ, ওদের সৈন্য একজায়গা হ'তে পালিয়ে কোন্ দিক দিয়ে আরেক জায়গায় উপস্থিত হবে তার কোন খেই আমরা পাব না। কিন্তু দুর্গগুলি হস্তগত হলে ওদের দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করা ছাড়া কোন গতি নেই।"

সা—"কেন? ওরা পালালে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করা এমনই কি আর কঠিন কাজ? আমাদেরও তো অশ্বারোহী সেনা আছে।"

চাঁদখাঁ—"সম্মুখ যুদ্ধ হ'লে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পাহাড়ী দেশে কোন মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাদ্ধাবন করে ধরতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নেই। তাছাড়া আমাদের ঘোড়াগুলোও অত্যন্ত বড় আর অশ্বারোহীকেও মেলাই অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা বইতে হয়। সমভূমিতে সম্মুখ রণে এদের ঠেকায় কার সাধ্য। কিন্তু পার্বত্য দেশে এরা পঙ্গু। মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ক্ষুদ্র; এদের অশ্বা-রোহীরা উঁচু গিরিশিখরে ছাগের মত অবলীলায় ওঠে, গহন

উপত্যকার মধ্য দিয়ে হরিণের মত চকিতে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়। আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন, জাঁহাপনা! শিবজী সিংহগড়ে আছে, হঠাৎ যেয়ে সেস্থান অবরোধ করুন। এক মাসে হোক, দুমাসে হোক, দুর্গজয় হবেই, শিবজীও বন্দী হবেন। কিন্তু এভাবে বসে শুধু অপেক্ষা করলে কোন ফল হবে না। নিতাইজী যখন আমাদের গা ঘেঁসে চলে গিয়ে আওরাঙ্গাবাদ ও আহম্মদনগর ছারখার করে দিল, তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয়েছিল, কিন্তু বৃথা।"

সায়েস্তা খাঁ সক্রোধে বলিলেন "যারা পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুকে পথ ছেড়ে দিয়েছিল তার বিচার হবে না মনে করোনা। কিন্তু চাঁদখাঁ! আপনিও সম্মুখ রণে ভীত? দিল্লীশ্বরের সেনাদলে কি সাহসের নিতান্তই অভাব ঘটেছে?"

যুদ্ধে যুদ্ধে চাঁদখাঁর চুল পাকিয়াছে। এই মর্মান্তিক বিদ্রূপ শুনিয়া আবার তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল, চোখে জল ভরিয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "পরামর্শ দিতে পারি এমন ধৃষ্টতা নেই সেনাপতি। হুকুম করুন, তামিল করতে এ দাস পরাম্মুখ হবেনা।"

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল সিংহগড়ের দূত, ব্রাহ্মণ মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী আসিয়াছেন। সায়েস্তাখাঁও দূতের অপেক্ষায় ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া আসিতে

আদেশ দিলেন। সভাস্থ সকলে দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভায় প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণের বয়স এখনও বোধ হয় চল্লিশ হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়দের দেহ দীর্ঘ হয় না, ইহারও দেহ দীর্ঘ নহে। কিন্তু বিশাল বক্ষ, দীর্ঘ বাহুযুগল, তিলকচন্দন-লিপ্ত-প্রশস্ত ললাট, অপূর্ব সুন্দর মুখ। বুদ্ধির প্রখরতায় দীপ্ত দুইটী গভীর নয়ন ব্রাহ্মণকে মহিমা দান করিয়াছে। তুলার কুর্তিতে দেহ আবৃত, বিশাল উষ্ণীষটিও মুখখানাকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

সাদরে দূতকে অভ্যর্থনা করিয়া সায়েস্তাখাঁ শুধাইলেন, সিংহগড়ের সংবাদ কি দূত?"

মহাদেওজী—

"সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু, তথা পঞ্চবটী বনে।
সরযুবিচ্ছেদ শোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ॥

দণ্ডক বনে পঞ্চবটি বনে নদী তো মেলাই আছে। কিন্তু সরযূ নদীর বিচ্ছেদ রামচন্দ্র ভুলতে পারেন না। শিবজীর হাতেও দুর্গ তো অনেকই আছে কিন্তু পুনা দুর্গ তো তাঁর হাতছাড়া, একথা যে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না।"

সায়েস্তা খাঁ সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন "যাও দূত, তাঁকে বলো, আর কেন। এবারে দিল্লীশ্বরের অধীনতাটুকু তিনি স্বীকার করেই ফেলুন, তাতে বরং আশা আছে।"

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া আবার আর একটি শ্লোক আওড়াইয়া বলিলেন "পিপাসার্ত চাতক মুখ ফুটে বুকের ভাষা মেঘকে জানাতে পারেনা। কিন্তু মেঘ আপনা হতেই সে নীরব ভাষা বুঝে জলদান করে। পুনা ও চাকন দুর্গ হারিয়ে লজ্জার বাধাই শিবজীর বড় হয়ে উঠেছে! তাই সন্ধির প্রার্থনা জানাতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করছেন। আপনি মহাজন তাঁর প্রার্থনার অপ্রকাশ ভাষা স্বগুণে বুঝে যা দান করবেন শিবজী মাথা পেতে নেবেন।"

সায়েস্তাখাঁ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "পণ্ডিতজী তোমার পাণ্ডিত্যে বড় সন্তুষ্ট হ'লাম। তোমাদের সংস্কৃত ভাষা বড় মধুর। কিন্তু সত্যই কি শিবজী সন্ধিপ্রার্থী ?" এবারেও পণ্ডিতজী সংস্কৃত শ্লোকেই উত্তর দিলেন।

সায়েস্তা খাঁ আহ্লাদে আটখানা হইয়া শিবজী যে সন্ধির প্রস্তাব করিতে ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়াছেন তাহার নিদর্শন দেখিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ গম্ভীর ভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিলেন। সায়েস্তা খাঁ অনেকক্ষণ ধরিয়া উহা পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ফিরাইয়া দিলেন। তারপর সন্ধির সর্ত সম্বন্ধে আলাপ হইল। দূত জানাইল সর্ত তিনি তাঁর প্রভুর কাছে নিবেদন করিবেন এবং যতদিন সন্ধি প্রস্তাব চলিবে ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক ইহাই তাঁহার প্রভুর ইচ্ছা।

সায়েস্তাখাঁ—"কখনও না, ধূর্ত মহারাষ্ট্রদের আমি বিশ্বাস

করি না। যতদিন সন্ধি পাকা না হয় যুদ্ধ চলবেই। আমরা তোমাদের যত পারি সর্বনাশ করব। পারতো তোমরাও করো।"

'এবমস্তু', বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় হইলেন। তাঁহার দুই চোখ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। প্রতি দ্বার, প্রতি কক্ষ, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন মোগল প্রহরী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর অত করে কি দেখছ ?"

দূত উত্তর করিল, "কি আর দেখব! এখানে প্রভু শিবজী ছোটবেলা খেলা করেছেন তাই দেখছি। এও তোমরা নিলে! সবই নেবে তোমরা। হা ভগবান্!"

প্রহরী হাসিয়া বলিল "দুঃখ করে আর কি হবে ঠাকুর! নিজের কাজে যাও।"

ঠাকুর পূনা নগরীর জনসমুদ্রে মিশিয়া গেল।

---

# চার

ব্রাহ্মণ পথ বাহিয়া চলিলেন। প্রতি স্থান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেন, কিছু কিনিবার ছলে কোন দোকানে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা খবর লইলেন। তারপর বাজার পার হইয়া একটি গলিতে প্রবেশ করিলেন। রজনী গভীর হইয়াছে। গৃহে গৃহে প্রদীপ নিবিয়া গেছে। নগরের কোলাহলের উপর সুপ্তির নীরবতা নামিয়াছে। কেবল অন্ধকার আকাশে তারার আঁখি জাগিয়া আছে।

ব্রাহ্মণ চলিয়াছেন হঠাৎ মনে হইল কাহার পায়ের শব্দ পেছনে। ব্রাহ্মণ থামিলেন—শব্দও থামিল। আবার চলিতে লাগিলেন আবার শব্দ। কেহ বোধ হয় অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের মুখে উদ্বেগের রেখা ফুটিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া তুলার কুর্তির আস্তিন হইতে এক-খানা তীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া একপাশে গভীর অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেহ নাই—কেবল অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণের মনের সন্দেহ ঘুচিল না। তিনি বাজারে ফিরিয়া গেলেন। কেনাবেচা তখনও চলিতেছে। ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার সেখান হইতে একগলিতে, তারপর আর এক গলিতে; এমনি করিয়া নগর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নিশ্চল

হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোথাও কোন শব্দ নাই। পথ, ঘাট, কুটির, অট্টালিকা সব আঁধারের আঁচল গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা কাঁপাইয়া একটা চীৎকার উঠিল। মহাদেওজীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। আবার সেই শব্দ! এবারে বুঝিলেন নগরীর প্রহরী পাহারা দিতেছে। প্রহরী সেই গলিতেই আসিল। মহাদেওজী দৃঢ় মুষ্টিতে ছোরা লইয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অন্ধকারে মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দেহ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। প্রহরী গলি পার হইয়া চলিয়া গেল।

মহাদেও গলি হইতে বাহির হইয়া একটি দ্বারে আঘাত করিলেন। সায়েস্তাখাঁর একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনা বাহির হইয়া আসিল। দুইজনে চুপি চুপি নগরের একটি অতি গোপন মনুষ্যের অগম্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব প্রস্তুত? অনুমতি পত্র পেয়েছ?"

সেনা—'পেয়েছি, সব প্রস্তুত।'

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ। মহাদেওজী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ছোরা হস্তে অগ্রসর হইলেন। অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কোথাও কিছু নাই। ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিলেন আবার তাহাদের কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

মহাদেও—"বিবাহ কবে?"

সেনা—"কাল।"

মহাদেও—"কতজন লোকের অনুমতি পেয়েছ ?

সেনা—"বাদ্যকর দশজন ও অস্ত্রধারী ত্রিশজন, এর বেশী অনুমতি পাওয়া গেল না।"

মহাদেও—"এই যথেষ্ট। কাল কোন সময়ে বিবাহ ?"

সেনা—"রাত্রি একপ্রহরে।"

মহাদেও—"এদিক হ'তে বরযাত্রা আরম্ভ হবে। বাদ্যকরেরা খুব জোরে জোরে যেন বাদ্য বাজায়, আর যত পারবে আত্মীয়স্বজন জড় করবে।"

সেনা—"সবই স্মরণ আছে।"

মহাদেওজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মনে আছে তো আমি সেই শুভ কার্যের পুরোহিত। এ বিবাহের ঘটা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে।"

হঠাৎ একটি তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বুকে লাগিল। কিন্তু তাঁহার কুর্তির নীচের লৌহবর্মে লাগিয়া তীর পড়িয়া গেল। তার পরেই একটি বর্শা। বর্শার আঘাতে মহাদেও মাটিতে পড়িয়া গেলেন, কিন্তু দুর্ভেদ্য বর্ম এবারও তাহাকে রক্ষা করিল। মহাদেও উঠিলেন। দেখিলেন নিষ্কোষিত অসি হস্তে সম্মুখে চাদখাঁ। চাঁদখাঁর অসিও ব্রাহ্মণের বর্মে প্রতিহত হইল। মহাদেওজী হাসিয়া বলিলেন "কুক্ষণে আমার অনুসরণ করেছিলে।" তারপর হাতের ছোরাখানা আমূল তাহার বুকে বসাইয়া দিলেন। অপমানিত বৃদ্ধ চাঁদ খাঁর দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

আজ সভায় চাঁদখাঁকে শুনিতে হইয়াছিল সে ভীরু। এ মর্মান্তিক বেদনা কাহাকেও জানাবার নয়। অন্তরের গভীরে সে ক্ষত চাপিয়া চাঁদখাঁ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কার্য দ্বারা এ অপযশ স্খালন করিবেন নয়ত এ জীবনের অবসান এখানেই ঘটুক। সভায় মহাদেওজীর উপরে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। শিবজীর কোন পরিচয়ই তাঁহার অজানা ছিল না। শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন, স্বাধীনতা রক্ষার পণ, এসব চাঁদখাঁর জানা ছিল। মোগলদের সহিত যুদ্ধের আরম্ভেই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বসিবেন, এ অসম্ভব। কিন্তু ব্রাহ্মণ তো শিবজীর নিদর্শনপত্রও দেখাইল। তবে কে এ? মহারাষ্ট্রীয়দের নিন্দা শুনিয়া ব্রাহ্মণের চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহাও চাঁদখাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল।

কিন্তু কোন সন্দেহের কথাই সায়েস্তাখাঁর নিকট তিনি প্রকাশ করিলেন না। সত্য কথা বলিয়া আবার কেন তিরস্কারের পথ পরিস্কার করা? কিন্তু সেই হইতে ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন, এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করিলেন না, সৈনিকের সহিত ব্রাহ্মণের যে আলাপ হয় তাহা শুনিলেন। মনে মনে ভাবিলেন দূতকে হত্যা করিয়া, সেনাকে বন্দী করিবেন, এবং ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া আপন নষ্ট যশ উদ্ধার করিবেন। কিন্তু আশা মায়াবিনী!

মহাদেওজী অধরে দাঁত চাপিয়া বলিলেন "সায়েস্তাখাঁ!

মহারাষ্ট্রীয়ের নিন্দার এই প্রথম ফল। দ্বিতীয় ফল ফলবে কাল।"

সেনা গভীর বিস্ময়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে চাঁদখাঁর মৃতদেহ নিকটস্থ কূপে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিয়া ও আগামী কালের কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সায়েস্তা খাঁর অনুমতি পত্র বলে কোন বিপদ তাহাকে বাধা দিল না।

---

# পাঁচ

রাত্রি দ্বিপ্রহর। শিবিরে মারোয়ারপতি যশোবন্ত সিংহ মহারাষ্ট্রদূতের জন্য একাকী অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। সম্মুখে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। দৌবারিক আসিয়া সংবাদ দিল, মহারাষ্ট্র দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী আসিয়াছেন। যশোবন্ত সিংহের আদেশে দৌবারিক তৎক্ষণাৎ দূতকে লইয়া আসিল।

রাজা ব্রাহ্মণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যশোবন্তসিংহ বলিলেন "আপনার প্রভুর পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রের বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথা আছে?"

মহাদেওজী উত্তর করিলেন, "প্রভু কোন প্রস্তাব করতে আমায় পাঠান নি, পাঠিয়েছেন তাঁর খেদ আপনাকে জানাতে।"

যশোবন্ত—"কেবলমাত্র পুনা ও চাকন দুর্গ হারিয়েই খেদ?"

মহাদেও—"দুর্গনাশে ক্ষুন্ন তিনি নন, রাজন্! দুর্গ তাঁর আরো আছে।"

যশোবন্ত—"মোগলের সাথে যুদ্ধে কি তবে তিনি বিপন্ন?"

মহাদেও—"বিপদে পড়ে খেদ করা তাঁর অভ্যাস নয়।"

যশোবন্ত—"তবে কিসের দুঃখ দূত ?"

মহাদেও—"মহারাজ, যিনি হিন্দু রাজতিলক, ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ যিনি, হিন্দু-ধর্মের প্রধান স্তম্ভ যিনি, তিনি আজ ম্লেচ্ছের দাস, প্রভুর এ বেদনা রাখবার স্থান নাই।"

যশোবন্ত সিংহের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। মহাদেওজী বলিয়া চলিলেন—"উদয়পুরের রাণার বংশ যাঁর শ্বশুরকুল, মারোয়ারের রাজচ্ছত্র যাঁর মাথার উপর, সিপ্রাতীরে যাঁর বিক্রম ঔরংজেবকে ভীত বিস্মিত করেছিল, দেশে দেশে, গ্রামে, নগরে, প্রতি মন্দিরে দেবতার দুয়ারে যাঁর জয়ের জন্য প্রতি হিন্দু মিনতি জানায়, তিনি আজ মুসলমানের হ'য়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। এ বেদনা শিবাজীর বুক ভেঙ্গে দিয়েছে। মহারাজ! আমি সামান্য দূত, কি বলতে কি বলেছি, মার্জনা করবেন। কিন্তু কেন এ রণ-সজ্জা ? এ বিজয় পতাকা জয় বিঘোষিত করছে কার ? ভেবে দেখুন একবার।"

যশোবন্ত অধোবদন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন, "আপনি রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত পুত্র। পিতা পুত্রে যুদ্ধ ? স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করেছেন। আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা শিরে বহন করব। রাজপুতের গৌরব ভারতের মাথার মণি। রাজপুতের মহান্ আদর্শ আজও ভারতকে মহাজীবনের ইঙ্গিত দেয়। ক্ষত্র-কুল তিলক! রাজপুত-শোনিতে আমাদের খড়্গ রঞ্জিত হবার পূর্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম ধরণী হ'তে মুছে যায়।"

*যশোবন্ত সিংহ দৃষ্টি উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সমস্ত সত্য। কিন্তু আমি দিল্লীশ্বরের অধীন। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে* অস্ত্র-ধারণ করব বলেই এসেছি। সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবনা, দূত!"

মহাদেওজী "কিন্তু ও অস্ত্রের আঘাতে যে শত শত হিন্দুর ছিন্ন মস্তক ধূলায় লোটাবে। ক্ষত্রিয়ের শোনিত-ধারায় ক্ষত্রিয়ের শোনিত মিশবে। সেই মিলিত শোনিতের জয়-টীকা মোগল সম্রাটের কপালেই শোভা পাবে।"

যশোবন্তের অন্তর নড়িল। কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া পরুষ কণ্ঠে বলিলেন, "কেবল সম্রাটের জয়ের জন্যই যুদ্ধ নয়। শিবজী বিদ্রোহী, চাতুরী তার স্বভাব, আজের অঙ্গীকারের মূল্য কাল সে রাখেনা। তার সাথে মিত্রতা সম্ভব নয়।"

এবার ব্রাহ্মণের দুই নয়নে বহ্নি শিখা জ্বলিয়া উঠিল। আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভিত্তিহীন অপবাদ আপনার মুখে শোভা পায়না মহারাজ! শিবজী হিন্দুর কাছে কৃত অঙ্গীকার কবে লঙ্ঘন করেছে? শত শত গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে, অনুসন্ধান করুন, হিন্দুর কাছে সত্যদান করে শিবাজী তা ভেঙ্গেছে কিনা। হিন্দুর রক্ষায়, হিন্দুর সেবায় শিবজী পরাঙ্মুখ নয়। তবে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ! আমাদের অমূল্য রত্ন—দেশের স্বাধীনতা আজ দেড়শ বৎসর হ'ল তারা হরণ করেছে। আমাদের বল, মান, দেশ,

গৌরব, ধর্ম আজ তাদের অত্যাচারে জর্জরিত। তাদের সাথে সখ্য? আর আমাদের সেই হারানো মণি ফিরে পাবার যে উপায়, সে উপায় কেবলই চাতুরী মহারাজ? মুসলমানের চোখে আমাদের সাধনার সেই সিদ্ধিপথ চাতুরী হয় হোক্, কিন্তু মহারাজ আপনি একবার ভাল করে দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখুন।”

মহাদেওজীর জ্বলন্ত নয়ন ব্যথায় ম্লান হইয়া অসিল।

যশোবন্তের অন্তরে বড় বাজিল। তিনি বলিলেন, “দূত-প্রবর, আপনাকে বেদনা দিয়ে থাকলে মার্জনা করুন। আমি শুধু এই বলতে চেয়েছিলাম যে স্বাধীনতার সংগ্রামে রাজপুত-গণ সম্মুখ-রণ ছাড়া অন্য উপায় জানেনা; মহারাষ্ট্রের পক্ষে কি তা সম্ভব নয়?”

মহাদেওজী—“মহারাজ, রাজপুতানার বহু যুগের স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, বহু শতাব্দীর রণ শিক্ষা আছে। দুর্গম পর্বত, দুস্তর মরু, রাজস্থান আগ্‌লে আছে। মহারাষ্ট্রের কি আছে? মহারাষ্ট্র দীন, চিরপরাধীন। এই প্রথম তাদের রণশিক্ষা। দিল্লীশ্বরের বিপুল বাহিনী, অপূর্ব রণসম্ভার, কামান-বন্দুকের সাথে সম্মুখ রণে মহারাষ্ট্র সেনা এক ফুৎকারে উড়ে যাবে। আজ পর্বত যুদ্ধ ভিন্ন তাদের উপায় কি বলুন? কিন্তু মহারাষ্ট্র জাতি বেঁচে থাকলে, রাজ-পুতের মহা আদর্শ অনুসরণ করবার মত দিন তাদের আসবে।”

যশোবন্ত সিংহ করতলে মস্তক রাখিয়া চিন্তা করিতে

লাগিলেন। মহাদেব দেখিলেন তাঁর বাক্য বৃথা হয় নাই। তিনি আবার বলিলেন "হিন্দু শ্রেষ্ঠ! হিন্দুর পুনঃ প্রতিষ্ঠা ছাড়া শিবজীর আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। এ কাজে আপনার সহায়তা পাওয়ার সৌভাগ্য যদি তাঁর নাই ঘটে, তবে সে কাজ আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করুন। আপনি এদেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, আপনার অধীনে সেনাপতি হয়ে থাকাকে তিনি গৌরবের মনে করবেন।"

উচ্চাভিলাষী যশোবন্ত দেখিলেন প্রস্তাব মন্দ নয়। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলেন মারওয়ার মহারাষ্ট্রে ব্যবধান অনেক, এক রাজার শাসনে এ দুই রাজ্য থাকা সম্ভব নয়। ঔরংজেবের সাথে যুদ্ধ করিয়া এদেশ রাখিতে পারে এমন আত্মীয় বা সেনাপতিও তাঁহার নাই। তবে?

মহাদেওজী—"তবে, যিনি এ মহৎ কার্য সাধনের ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁর সহায় হ'ন। আপনার আশীর্বাদে শিবজীর সাধনা সিদ্ধ হবে।"

যশোবন্ত—"কিন্তু দিল্লীশ্বর বিশ্বাস করে আমাকে এ যুদ্ধে পাঠিয়েছেন সে বিশ্বাস ভাঙ্গা কি উচিত হবে?"

মহাদেওজী—"দিল্লীশ্বর যেদিন কাফের বলে হিন্দুর মাথায় জিজিয়া করের গুরুভার চাপিয়েছেন, সেদিন কি তা উচিত হয়েছিল, দেশে দেশে হিন্দু মন্দির ভাঙ্গা সে কি উচিত মহারাজ? কাশীর পবিত্র মন্দির চূর্ণ করে, সেই পাথর দিয়ে গড়লেন মসজীদ। এই কি উচিত?"

যশোবন্ত সিংহ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কম্পিত স্বরে বলিলেন, "আর বলবেননা, যথেষ্ঠ হয়েছে। আজ হ'তে শিবজী আমার মিত্র, শিবজীর পণ আর আমার পণ আজ হ'তে এক। আজ কোথায় সেই মহাপ্রাণ! কাছে থাকলে, তাঁকে আলিঙ্গন করে বুকের জ্বালা দূর করতাম।"

দূতের ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল। যশোবন্ত সিংহ দেখিলেন—সামনে স্বয়ং মহারাষ্ট্র বীর শিবজী। নতমস্তকে শিবজী বলিলেন "ছদ্মবেশের অপরাধ মার্জনা করুন। শিবজী আপনার পদতলে।"

রাজা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া সজল নয়নে পরম শত্রুকে মিত্রতার আলিঙ্গনে বাঁধিলেন।

সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া শিবজী বিদায় লইলেন। বিদায়ের সময় বলিলেন, "মহারাজ, কাল কোন ছলে পুনার বাইরে থাকলে ভাল হয়। একটি বিবাহোৎসব আছে, মহারাজ থাকলে তার বাধা ঘটবে।

যশোবন্ত—"বিবাহের মন্ত্র ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মরণ আছে তো?"

শিবজী—"আছে বৈকি! আমার শাস্ত্রবিদ্যা দেখে আজ মোগল সেনাপতি মুগ্ধ হয়েছেন, আবার কাল আর এক রকম বিদ্যা দেখবেন।

---

## ছয়

উষা পূব আকাশের গায়ে ফাগের আলপনা আঁকিয়াছে। এমন সময় শিবজী সিংহগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। উষ্ণীষও তুলার কুর্তি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন; বর্ম, খড়্গ লাল আলোয় ঝল্‌মল করিয়া উঠিল।

পেশোয়া মূরেশ্বর ত্রিমূল শিবজীর পিতার সময় হইতে কাজ করিয়া আসিতেছেন। শিবজী একদিকে তাঁর প্রভু, আর একদিকে পুত্ররূপে তাঁর স্নেহসিক্ত বুকখানা ভরিরা রাখিয়াছেন। সমস্ত রাত্রি শিবজীর জন্য বৃদ্ধের বড়ই উদ্বেগে কাটিয়াছে, এখনও তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন। শিবজীকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে ছুটিয়া আসিলেন। শিবজী রাত্রির ঘটনা সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া মুরেশ্বর বলিলেন, "ভবানীর জয় হোক্। এক রাতে আপনি যে কাজ করে এলেন, তা সহস্রের অসাধ্য। কিন্তু, প্রভু অমন অসমসাহসের কাজে আর প্রবৃত্ত হবেন না। আপনার অমঙ্গলে মহারাষ্ট্রের অমঙ্গল।

শিবজী—"পেশোয়াজী! বিপদে ভয় করলে আজও জায়গীরদারই থাক্‌তে হ'ত আমায়। বিপদের সাথে মিতালী পাতিয়েছি, সেই বাল্যকাল হ'তে। চিরজীবন বিপদ আমায় ঘিরে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন, মহারাষ্ট্র যেন স্বাধীন হয়।"

মুরেশ্বর—“বীর, আপনার জয় অনিবার্য, স্বয়ং ভবানী আপনার সহায় হবেন। কিন্তু তাই ব'লে গভীর রাতে শত্রু শিবিরে একা ছদ্ম বেশে!

শিবজী—“এতে শিবজী অভ্যস্ত। কিন্তু আজ সত্যি মহা-বিপদে পড়েছিলাম। নিজের নাম লিখতে পারে না এমন মূর্খকে শিখিয়েছিলেন আপনি সংস্কৃত শ্লোক!

মুরেশ্বর—“কেন হয়েছিল কি?”

শিবজী—“আর হয়েছিল কি! সায়েস্তা খাঁর সভায় যেয়ে মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী প্রায় সব শ্লোক ভুলে গেল। যা হোক্ দু'একটা যা মনে ছিল তাতেই কাজ হয়েছে।”

---

## সাত

আজ সেই বিবাহ যার ঘটা সারা ভারতে ছড়াইবে বলিয়া শিবজী ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা সিংহগড় দুর্গে নিঃশব্দে সৈন্যগণ সাজিতেছে। এত নিঃশব্দে যে দুর্গের বাহিরের কেহ ঘুণাক্ষরে কিছু জানিতে পারিল না।

দুর্গের চূড়ায় কয়েকজন যোদ্ধা দাঁড়াইয়া দূরের পানে দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া আছে। পূবে মীরা নদী রূপার রেখার মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; উপত্যকাগুলি নতুন পাতায় ফুলে, কচি দুর্বাদলের শ্যামলিমায় বসন্তের সজ্জা পরিয়াছে। উত্তরে দিগন্ত-বিসারী হরিৎক্ষেত্র। এদিকে পর্বতের পর পর্বত—দৃষ্টির শেষ সীমারেখা পর্যন্ত তরঙ্গায়িত পর্বতের সারি। শিখরে শিখরে শেষ রবির রাঙ্গা আলোয় হোলির উৎসব। বহু দূরে পুনানগরীর অপূর্ব শোভা! সেই দিকে তাকাইয়া তাহারা ভাবিতেছে আজ রাতের ভীষণ বিবাহ-উৎসবের কথা। কাহারো মুখে কথা নাই, নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাইতেছে; তাহাদের সেই নীরব দৃষ্টিতে ঘনায়িত হইয়া উঠিতেছে গভীর উদ্বেগ।

আজ সায়েস্তা খাঁ ও মোগল সেনা বিধ্বস্ত হইবে, নয় মহারাষ্ট্র-রবি চির অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। শিবজী আজ

কেবল ২০।২৫ জন সেনা লইয়া শত্রু-সাগরে ঝাঁপ দিবেন। এর ফল কি কে জানে।

শিবজীকে যারা ভালোবাসেন, সকলেই আজ এখানে একত্র হইয়াছেন। পেশোয়া মুরেশ্বর, যুদ্ধ-পটু ব্রাহ্মণ আবাজী, অন্নজী দত্ত আসিয়াছেন, শিবজীর বাল্যবন্ধু তন্নজী মালশ্রী, যশজী কঙ্ক আসিয়াছেন। কেবল আসেন নাই বাজী ফাস্‌ল-কার আর অশ্বারোহী সরনৌবৎ নিতাইজী। বাজী ফাস্‌লকার আজ পরলোকে আর নিতাইজী কোন কাজে অন্যত্র গিয়াছেন।

পৃথিবীর বুকের উপর স্তরে স্তরে আঁধার নামিতে লাগিল। শিবজী বিদায় লইতে আসিলেন। তাঁর গম্ভীর মুখের প্রতি রেখায় কঠিন পণ আর নির্ভীকতার দৃঢ় লেখা, উজ্জ্বল দুই চোখে অচঞ্চল স্থির দৃষ্টি। বস্ত্রের নীচে বর্ম ধারণ করিয়া রাত্রির দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন তিনি। শিবজী মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এবার বিদায় বন্ধুগণ।"

পেশোয়া মুরেশ্বর মিনতির স্বরে কহিলেন, "আজ রাতের এই ভীষণ বিপদে তোমার সাথী হবার গৌরব থেকে আমায় বঞ্চিত করলে, কিন্তু বিপদের দিনে কবে তোমায় ছেড়েছি?"

শিবজী—"পেশোয়াজী! আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের গভীর জ্ঞান আমার অজানা নাই। কিন্তু আজ আমায় ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে এ কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছি। হয় আজ এ ব্রত উদ্‌যাপিত হবে নয় এ জীবন

যাবে। আশীর্বাদ করুন, বিজয়শ্রী ঘরে নিয়ে আসব। কিন্তু যদি আর ফিরে না আসি আপনারা তিনজন থাকলে মহারাষ্ট্রের সব শূন্যতা পূর্ণ থাকবে; আপনাদের জ্ঞানের দীপ, বুদ্ধির শিখা মহারষ্ট্রকে পথ দেখাবে। যাত্রার সময় আর অনুরোধ করবেন না, পেশোয়াজী !”

পেশোয়া বুঝিলেন আর অনুরোধ বৃথা, সুতরাং নীরবে বীরকে আশীর্বাদ করিলেন। আবাজী, অন্নজীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া এবার শিবজী বাল্য সুহৃদদিগের নিকট বিদায় চাহিলেন।

শিবজীর আবাল্য-সহচর যশজী, তন্নজী, যত দুঃসাহসিক অভিযানের সাথী। যে দিনগুলি পিছনে পড়িয়া আছে সেদিকে তাকাইলে শিবজীর মনে পড়িবে শীকারের সাথী হইয়া শৈল-শিখরে, পর্বতের গুহায়, নদীতীরে, বনে ইহারা ছায়ার মত সাথে সাথে ফিরিয়াছে। যশজী, তন্নজীর কত বিনিদ্র রাত শিবজীর পাশে শুইয়া ভবিষ্যতের পরিকল্পনায়, দুর্গজয়ের পরামর্শে কাটিয়াছে। আজ শিবজী এই চির বিশ্বাসী সহচরদের পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবেন? বাজী ফাস্‌লকার প্রভুর কাজে প্রাণ দিয়া ধন্য হইয়াছে। এ দুই জনের বুকেরও সবখানা জুড়িয়া ঐ একই স্বপ্ন। শিবজী দেখিলেন তন্নজীর চোখে জল। তাঁর প্রাণ গলিয়া গেল। দুই সুহৃদ্‌কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “বন্ধু তোমাদের অদেয় আমার কিছু নাই। যাও রণসজ্জা কর।”

তারপর শিবজী গেলেন যেখানে দুঃখিনী মা জীজী নির্জনে বসিয়া পুত্রের জন্য দেবতার পায়ে মিনতি জানাইতেছেন। জীজী শিবজীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁর দুই চোখে সাত সাগরের জল উথলাইয়া উঠিল। কণ্ঠে স্নেহ ভরিয়া বলিলেন, "বৎস দীর্ঘজীবী হও। ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন।" শিবজীর দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল; কম্পিত স্বরে বলিলেন, "মা, অন্য ঈশানী জানিনে, তুমিই আমার ঈশানী। আজীবন তোমার পায়েই ভক্তির ডালি নিবেদন করে এসেছি। তোমার আশীর্বাদ বর্ম হয়ে সকল বিপদে আমায় ঘিরে থাকবে।"

জীজীবাই রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তাই হোক বাছা। হিন্দু-ধর্মকে বাঁচাও, স্বয়ং শম্ভু তোমার সহায় হবেন। এমন দিন আসবে যেদিন মহারাষ্ট্র তোমায় রাজার আসন দেবে।"

শিবজী ফিরিয়া গেলেন যেখানে সজ্জিত সেনা তাঁহার অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে। নিঃশব্দে তিনি অশ্বারোহণ করিলেন, তাঁহার ইঙ্গিতে নিঃশব্দে সেনা দুর্গ হইতে বাহির হইল। এমন সময় এক তরুণ যোদ্ধা ছুটিয়া আসিয়া শিবজীর সম্মুখে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। শিবজী দেখিলেন—রঘুনাথজী হাবিলদার। জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুনাথ কি তোমার প্রার্থনা?"

রঘুনাথ উত্তর করিল "প্রভু, যে দিন তোরণ দুর্গ হ'তে পত্র এনেছিলাম, সেদিন পুরস্কার অঙ্গীকার করেছিলেন।"

শিবজী—"আজ যখন মরণের মুখে পা বাড়িয়েছি তখন এসেছ পুরস্কারের যাচ্ঞা নিয়ে।"

রঘু—"এই সঙ্কটের দিনে আপনার অনুসরণ করবার অনুমতি আমায় দিন। সেই হবে আমার সবার বাড়া পুরস্কার।"

শিবজী—"বালক, কেন ধ্রুব মরণের মুখে তোমার তরুণ প্রাণটুকু এগিয়ে দিচ্ছ?"

রঘু—"আপনার সাথে থাকলে প্রাণের ভয় করি না। আর মরণ যদি আসেই, আমার জন্য এক বিন্দু অশ্রু ফেলবার কেউ নেই।"

রঘুনাথের কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ তাহার চোখদুটির উপর পড়িয়াছে। সরল উদার কচি মুখখানায় যোদ্ধার স্থির প্রতিজ্ঞা। শিবজী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সিংহগড় হইতে পুনার সমস্ত পথে পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সৈন্য সন্নিবেশ করিতে করিতে চলিলেন। কেহ দেখিতে পাইল না। ক্রমে রাত্রি হইল, পৃথিবী কালোর পারাবারে ডুবিয়া গেল। শিবজী, তন্নজী ও যশজী এবং ২৫ জন মাত্র সৈন্য লইয়া পুনার নিকটে একটি প্রকাণ্ড আম্র-কাননে লুকাইয়া রহিলেন।

ধীরে ধীরে পুনার কোলাহল থামিয়া গেল, দীপ নিভিল। নিস্তব্ধ নগরীতে কেবল শৃগালের চীৎকার ও প্রহরীদের

পাহারার শব্দ জাগিয়া রহিল। হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া শব্দ হইল। শিবজী চমকাইয়া তাকাইয়া দেখিলেন দীপ ও বাদ্য-ভাণ্ড লইয়া একটি শোভাযাত্রা আসিতেছে। বুঝিলেন এই সেই বিবাহের বরযাত্রা।

তাহারা নিকটে আসিল। নানা রকম বাজনার উচ্চ রোলে চারদিক মথিত। পথ জনাকীর্ণ। শিবজী নিঃশব্দে তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। হয়ত এই শেষ বিদায়, তাহাদের চোখের নীরব ভাষায় এই কথাই ফুটিয়া উঠিল। তারপর সকলের অলক্ষ্যে সদলে মহারাষ্ট্র-বীর ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

বরযাত্রা সায়েস্তা খাঁর বাড়ীর নিকট দিয়া চলিল। বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া জানালায় দাঁড়াইল। শোভাযাত্রা চলিয়া গেলে তাহারা শুইতে গেল। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় ত্রিশজন খাঁ সাহেবের বাড়ীর প্রাচীরের পাশে গা ঢাকা দিয়া রহিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

সায়েস্তা খাঁর রন্ধন-শালার উপর একটি জানালা ছিল। গভীর রাত্রিতে সেখানে অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল। সে শব্দ কাহারও কাণে গেল না। ইটের পর ইট পড়িতে লাগিল। ঝর্ ঝর্ করিয়া বালু পড়িতে লাগিল। এইবারে শব্দ কয়েকজন মহিলার কাণে গেল। তাঁহারা উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন—ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন একজন করিয়া অসংখ্য

যোদ্ধা প্রবেশ করিতেছে। চীৎকার করিয়া তাঁহারা সায়েস্তা খাঁকে সংবাদ দিতে ছুটিলেন।

সায়েস্তা খাঁ তখন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন। জাগিয়া উঠিয়া শুনিলেন তিনি তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন, সন্ধি প্রার্থনার পালা বোধহয় এবার সায়েস্তা খাঁর।

খাঁ সাহেব দেখিলেন মহারাষ্ট্র সৈন্যরা একেবারে ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব যুদ্ধ করিয়া লাভ নাই, তাহা অপেক্ষা পলায়ন করিয়া দামী প্রাণটা বাঁচানোই ভাল। তিনি পালানোই স্থির করিলেন। এক দরজায় আসিলেন—সেখানে বর্মধারী মহারাষ্ট্র যোদ্ধা সাক্ষাৎ যমদূতের মত দাঁড়াইয়া; অন্য দরজায় গেলেন, সেখানেও তাই। ভয়ে সমস্ত দরজা বন্ধ করিলেন। জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে গেলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন পাশের ঘরে—'হর হর মহাদেও'। মোগল প্রহরীগণ কেহ পালাইল, কেহ হত হইল, কেহ ভীষণ আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। শিবজী বর্শার আঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া সায়েস্তাখাঁর শয়নগৃহে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির বিপদ দেখিয়া কয়েকজন মোগল রক্ষী সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। শিবজী দেখিলেন সম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর পুত্র শমসের খাঁ। পিতা যাঁর দ্বারা অপমানিত হইয়া প্রাণ দিল, তাহারই জন্য বুক পাতিয়া দিয়াছে পুত্র। শিবজী

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর খড়্গ কোষবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"যুবক, তোমার পিতার রক্তে এখনও আমার হাত রাঙ্গা। তোমার উপর অস্ত্রধারণ করব না আমি।"

শমসের খাঁ কোন কথা বলিল না, কেবল তাহার দুই চোখে ধক্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শিবজী সাবধান হইবার পূর্বেই শমসেরের খড়্গ তাঁর মাথার উপর আসিয়া পড়িল। শিবজী প্রাণের আশা ছাড়িয়া ভবানীর নাম স্মরণ করিলেন। হঠাৎ দেখিলেন একটি বর্শা কোথা হইতে আসিয়া শমসেরের বুকে লাগিল। তাহার দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। শিবজী পিছন ফিরিয়া দেখিলেন রঘুনাথজী হাবিল-দার, বলিলেন—"রঘুনাথ, আমার প্রাণ দিলে তুমি। এ আমার স্মরণ থাকবে।"

শিবজী অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সায়েস্তাখাঁ কোনো মতে দড়ির মই বাহিয়া জানালা দিয়া পলায়ন করিলেন। কয়েক জন মহারাষ্ট্রীয় সেনা সেই দিকে ছুটিল। তাহাদের একজনের খড়্গের আঘাতে সায়েস্তাখাঁর হাতের একটি আঙ্গুল ছিন্ন হইল। প্রাসাদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। সায়েস্তাখাঁর পুত্র আব্দুল ফতেখাঁ ও সমস্ত প্রহরী প্রাণ দিল। রক্তের স্রোত বহিল; কয়েক মুহূর্ত আগে যে প্রাসাদ রূপে, সজ্জায় স্বপ্নের মায়াপুরীর মত ছিল—সেখানে জাগিয়া উঠিল শ্মশানের বীভৎসতা। কোথাও মৃতদেহ, কোথাও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও

ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মশালের অস্পষ্ট আলোকে এ দৃশ্য আরো ভীষণ হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোক ও আর্তের চীৎকারে বাতাস ভারী হইয়া উঠিল।

দুর্গ জয় হইল। আবার রাত্রির অন্ধকারে ফিরিয়া যাওয়া। পুনার বাহিরে আসিয়া শিবজী মশাল জ্বালাইবার আদেশ দিলেন। সায়েস্তাখাঁ পুনা হইতে দেখিলেন শিবজী সসৈন্যে সিংহগড়ে উঠিলেন। পরদিন মোগল সৈন্য সিংহগড় আক্রমণ করিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলার সম্মুখে তাঁহারা দাঁড়াইতে পারিল না।

---

# আট

শিবজীর হাতে মোগল সৈন্যের দুর্দশার কথা সম্রাট আওরঙ্গজেব শুনিলেন। তিনি সায়েস্তাখাঁ ও রাজা যশোবন্ত সিংহকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শাহজাদা মোয়া-জেমকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। কিন্তু ইনিও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এদিকে শাহজী এপারের হিসাব চুকাইয়া চলিয়া গেলেন। শিবজী রায়গড়ে গিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। সম্রাটের অসহ্য হইয়া উঠিল এ স্পর্ধা। অথচ কেহই এই ক্ষুদ্র পার্বত্য মুষিককে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্রায় একটা বৎসর বিনা যুদ্ধে কাটিয়া গেল। এবারে সম্রাট শাহজাদাকে অন্যত্র পাঠাইয়া অম্বররাজ জয়সিংহ ও সেনাপতি দিলওয়ার খাঁকে দক্ষিণে পাঠাইলেন। জয়সিংহ পুনা আসিয়াই দিলওয়ার খাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন এবং নিজে বিরাট বাহিনী লইয়া রায়গড়ের দিকে চলিলেন।

শিবজী হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না, ভবানীর আদেশ। বিশেষ করিয়া রাজা জয়সিংহের নাম ও প্রতাপের কথা তাঁহার জানা ছিল। তিনি দেখিলেন বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। বার বার তিনি জয়সিংহের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ এ সব বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থ

ন্যায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, শিবজীর এ সন্ধি প্রস্তাবে কোন ছলনা নাই। ব্রাহ্মণের সত্য কথা রাজা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি আশ্বাস দিলেন সম্রাট শিবজীকে ক্ষমা করিবেন, কেবল তাই নয়, তাঁহার যোগ্য মর্যাদা দিতেও সম্রাট কুণ্ঠিত হইবেন না। দূতকে বলিলেন "আপনার প্রভুকে বলবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন হয় না। মহারাষ্ট্রবীরের মিত্রতা সম্রাটের গৌরবের বস্তু হবে।"

এর কয়েকদিন পরে রাজা জয়সিংহ শিবিরে সভাসদ্‌গণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, রাজা শিবজী শিবিরদ্বারে উপস্থিত; তিনি মহারাজের দর্শনপ্রার্থী। রাজা জয়সিংহ নিজে গিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে রাজগদীতে নিজের পাশে বসাইয়া বলিলেন "রাজন্! আপনার আগমনে আমার শিবির ধন্য হ'ল। এ শিবির আপনারই গৃহ মনে করবেন।"

শিবজী—"মহারাজ শিবজী আপনার দাস।"

অনেকক্ষণ আলাপ হইল। রাজা শিবজীকেও জানাইলেন, রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন হয় না—সম্রাট তাহাকে ক্ষমা করিবেন এবং যোগ্য সম্মানে ভূষিত করিবেন।

সভা ভঙ্গ হইল। একে একে সভাসদ্‌বর্গ চলিয়া গেলেন শিবিরে কেবল জয়সিংহ ও শিবজী। শিবজী করতলে মুখ

রাখিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। এতক্ষণ মুখে কপট আনন্দের যে আবরণ ছিল তাহা কোথায় মিলাইয়া গেছে। জয়সিংহ দেখিলেন মহারাষ্ট্রবীরের ছুই চক্ষে গভীর বেদনার ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

তিনি বলিলেন, "রাজন্, আত্মসমর্পণ কি আপনাকে বেদনা দিল? তাই যদি হয়, আমার অশ্বশালা হ'তে অশ্ব বেছে নিয়ে আজ রাতেই ফিরে যান। আপনি নিরাপদে এসেছেন, ফিরে যাবার পথও আপনার তেমনই নিরাপদ থাকবে। আমার আদেশে কোনো রাজপুত আপনার কেশও স্পর্শ করবেনা। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করি ভাল, নাও যদি করি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বিস্মৃত হব না।"

শিবজী—"আপনার মত মহাপ্রাণের কাছে পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ—সে তো ছুঃখের নয়। তবে আমার বুকের ঘা কোথায় শুনবেন মহারাজ! বাল্য হ'তেই হিন্দুধর্ম্মের জন্য, হিন্দুর গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ করে-ছিলাম। আজ সে সবের সমাধি ঘটল। আমার এ বেদনার পার নেই। কিন্তু সে বিষয়েও আজ বুক বেঁধেই আপনার কাছে এসেছিলাম।

জয়সিংহ—"তবে আপনার বেদনার কারণ কি রাজা?"

শিবজী—"বাল্য হ'তে রাজপুতের গৌরব গাঁথা গাইতে ভালবেসেছি। আজ দেখলাম সে গাঁথা মিথ্যে নয়। জগতে কোথাও যদি সত্য ধর্ম থাকে তবে সে রাজপুত জাতির মধ্যে

মূর্তি নিয়েছে। কিন্তু আমার আবাল্যের সেই ধ্যানের দেবতা রাজপুত আজ যবনের দাসত্ব শৃঙ্খল পায়ে জড়িয়ে থাকবে? রাজপুত-শিরোমণি মহারাজ জয়সিংহ আজ যবন সেনাপতি— এ বেদনা রাখবার আমার ঠাঁই নেই।

জয়সিংহ—"ক্ষত্রিয়রাজ! জানি এ বেদনার কারণ সত্য। কিন্তু রাজপুত জাতি তো সহজে দাসত্বের শৃঙ্খল শায়ে পরেনি। যতদিন সাধ্য দিল্লীর সাথে যুঝেছে। তারপর বিধির নির্বন্ধে আজ সে স্বাধীনতা হারিয়েছে। বীর প্রতাপের অসাধ্য সাধনের ইতিহাস মেবারের প্রতি ধূলিকণায় লেখা, কিন্তু দুর্দৈবে তাঁর বংশধরও আজ মোগলের করদ সামন্ত মাত্র।"

শিবজী—"জানি। তাই কৌতূহল চিরজীবনের সেই শত্রুর কার্যে মহারাজ এত যত্নশীল কেন?"

জয়সিংহ—"দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব যেদিন গ্রহণ করেছি, সেদিনই তাঁর কার্য সাধনের জন্য সত্যদান করেছি। সে সত্য পালন করব।"

শিবজী—"সব সত্য কি সব সময় পালন করতেই হবে? দেশের শত্রু, ধর্মের শত্রু যাঁরা তাঁদের সাথে সত্যের সম্বন্ধ কোথায়, মহারাজ?"

জয়সিংহ—"রাজপুতের শাস্ত্র অন্যরকম। পাঠ করুন তাদের ইতিহাস। তারা বহু শত বৎসর ধরে মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করেছে কিন্তু সত্য ভঙ্গ করেনি কখনও। জয়ে, পরাজয়ে, সম্পদে, বিপদে সর্বদা সত্যপালন করেছে।

আমাদের চিরগৌরবের স্বাধীনতা হারিয়েছি সত্য, কিন্তু সত্য পালনের গৌরব কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।"

শিবজী—"মহারাজ যশোবন্ত সিংহ হিন্দুধর্মের একজন প্রধান প্রহরী। তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে অসম্মত হয়েছিলেন।"

জয়সিংহ—"যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, হিন্দুশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। তাঁর মারওয়ার সেনার মত কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যশোবন্ত যদি সেই সেনা নিয়ে হিন্দু স্বাধীনতা রক্ষার ব্রত গ্রহণ করতেন, আমি তাঁর প্রশংসা করতাম। যদি জয়ী হয়ে দিল্লীর আকাশে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করতেন আমি তাঁকে সম্রাট বলে সম্মান করতাম। যদি পরাস্ত হয়ে স্বদেশ ও স্বধর্মের বেদীতে প্রাণবলি দিতেন তাঁকে দেবতা বলে পূজা করতাম। কিন্তু যেদিন তিনি দিল্লীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছেন, সেদিন থেকে তিনি সম্রাটের কার্য-সাধনে সত্যবদ্ধ। সে সত্যের অবমাননায় ক্ষত্রিয় ধর্মের মর্যাদা রক্ষা হয়নি। সিপ্রাতীরে ঔরঙ্গজেবের কাছে পরাজয় তাঁকে তাঁর প্রতি বিদ্বেষী করে তুলেছে, তাই যশোবন্তের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হয়েছে।"

চতুর শিবজী দেখিলেন জয়সিংহ যশোবন্ত সিংহ নহেন। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বলিলেন—"মহারাজ, হিন্দুকে ভাই বলে ডেকে তার বিপদের দিনে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া তাহলে অপরাধের।"

জয়সিংহ—"আমি তাতো বলি নাই। যশোবন্ত সিংহ কেন ঔরঙ্গজেবের কার্য ত্যাগ করে জগতের সাক্ষাতে, ভগবানের সাক্ষাতে আপনার সঙ্গে যোগ দিলেন না; সম্রাটের কাজে থেকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষত্রিয়োচিত নয়।"

শিবজী—"তিনি প্রকাশ্যে যোগ দিলে সম্রাট অন্য সেনাপতি পাঠাতেন, সম্ভবতঃ আমরা তুজনেই পরাস্ত হতাম।"

জয়সিংহ—"যুদ্ধে মরণ ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য।"

শিবজীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"মহারাষ্ট্রীয়েরাও মৃত্যুকে ভয় করেনা, রাজন্। এ ক্ষুদ্র প্রাণের বিনিময়ে হিন্দুর স্বাধীনতা, হিন্দুর গৌরব যদি আবার ফিরে আসে, তবে এই মুহূর্তে হাসতে হাসতে ভবানীর পায়ে এ প্রাণ বলি দিতে পারি। নয়ত, মহারাজ আপনিই বর্শা ধারণ করুন, হাসতে হাসতে বুক পেতে দেব। কিন্তু আবাল্য হিন্দুগৌরব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুকে বাসা বেঁধে আছে। আমার সে স্বপ্নের সাধনায় শত যুদ্ধে যুঝেছি শত শত্রুকে পরাজিত করেছি, এই বিশ বৎসর পর্বতে, অরণ্যে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রুব্যূহে, শয়নে, জাগরণে একই ধ্যান করেছি। আজ আমার সেই সাধনার ধন অন্তর থেকে উপড়ে ফেলতে বড় বাজে।"

শিবজীর চক্ষুতে আবার রাজ্যের বেদনা ঘনাইয়া উঠিল। জয়সিংহ দেখিলেন। কিন্তু স্থির ভাবে উত্তর দিলেন—"সত্য

পালনে যদি সনাতন ধর্মের রক্ষা না হয় তবে সত্য লংঘনে কি তা হবে? বীরের রক্তে যদি স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত না হয় তবে বীরের চাতুরীতে হবে না।"

শিবজী পরাজয় মানিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাল্যে যখন কঙ্কন প্রদেশের পাহাড়ে পাহাড়ে ফিরেছি, মনে হ'ত সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতার জন্য, ধর্মের জন্য অস্ত্রগ্রহণ করতে আদেশ করছেন। সেই স্বপ্নের মায়ায় ভুলে সদর্পে খড়্গ ধরলাম। মহারাষ্ট্রবীরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে দুর্গ জয় করতে লাগলাম। যৌবনেও সেই স্বপ্নই দেখছি—হিন্দু-স্বাধীনতা সংস্থাপনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আমার বাহুতে দিয়েছে বল, প্রাণে দিয়েছে তেজ। ক্ষত্রিয়রাজ! আপনি আমার পিতৃতুল্য! উপদেশ দিন পুত্রকে, বলুন আমি কি কেবল মিথ্যার জাল বুনেছি!"

রাজা জয়সিংহের মুখ দিয়া কথা সরিল না। কিছুক্ষণ পরে ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না শিবজী, যে ব্রত আপনি গ্রহণ করেছেন, এর চাইতে মহত্তর ব্রত আমি জানিনা। পুত্র রামসিং-হের সামনে আপনারই আদর্শ তুলে ধরেছি আমি। আপনার স্বপ্নও মিথ্যা নয়। যত দেখি, যত ভাবি, মনে হয় মোগল সাম্রাজ্যের অবসানের দিন বুঝি ঘনিয়ে এ'ল। মোগল রাজ্য কলঙ্কে পূর্ণ হয়েছে; বিলাস-প্রিয়তা এদের ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছে। আজ হোক কাল হোক এ বিশাল রাজ্য

ধূলোর সাথে মিশে যাবে -একদিন। তারপর আবার হিন্দু-প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হচ্ছে। সে জীবনের তেজে সারা ভারত প্লাবিত হবে।"

উৎসাহে আনন্দে শিবজীর দেহে রোমাঞ্চ জাগিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, তবে এ ঘুনে-ধরা মোগল-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ কেন হয়ে রয়েছেন আজও!"

জয়সিংহ—"সত্যপালন করতেই হবে।"

শিবজী—"কপটাচারী ঔরঙ্গজেবের কাছেও সত্যপালন! কিন্তু আমি তো ঔরঙ্গজেবের কাছে কোন সত্য করিনি। যদি বুদ্ধিবলে তাকে পরাস্ত করে দেশের গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারি, তবে কি তা অন্যায়?"

জয়সিংহ—"যোদ্ধার কাছে চাতুরী সর্বকালে নিন্দনীয়। বিশেষ করে চাতুরী দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হয়না। মহা-রাষ্ট্রীয়দের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য; হয়ত তাদের বীর্যে ভারত তাদের পদানত হবে একদিন। কিন্তু আজ আপনি তাদের যে শিক্ষা দেবেন সে শিক্ষা তারা কখনও ভুলবে না। আজ নগর লুণ্ঠন করতে শিখালে কাল তারা ভারত লুণ্ঠন করবে। আজ চাতুরী দ্বারা জয়লাভ করতে শিখলে সম্মুখ যুদ্ধ তারা কখনই শিখবে না। অদূর ভবিষ্যতে যে জাতি ভারতের অধীশ্বর হবে, সে জাতির বাল্যগুরু আপনি। বৃদ্ধ রাজপুতের বাক্য গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রকে সম্মুখ রণ শিক্ষা দিন। চতুরতা

তারা ভুলে যাক! মহারাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কাজের ফল দেশে দেশে যুগে যুগে ব্যপ্ত থাকবে।”

শিবজী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া উত্তর দিলেন—“পিতঃ, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু বলুন আজ তো ঔরঙ্গজেবের অধীনতা স্বীকার করলাম মহারাষ্ট্রকে শিক্ষা দেব কবে?”

জয়সিংহ—“জয় পরাজয়ের কথা বলতে কে পারে? চাকা ঘুরে যেতে পারে। আজ আপনি অধীন, কাল স্বাধীন হতে পারেন।”

শিবজী—“জগদীশ্বর তাই করুন। কিন্তু আপনি সেনাপতি থাকতে স্বাধীনতার আশা বৃথা। হিন্দুর সাথে রণ স্বয়ং ভবানীর নিষেধ।”

জয়সিংহ হাসিয়া উত্তর করিলেন—“এ বৃদ্ধেরও সময় ফুরিয়ে এসেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাষ্ট্রের গৌরব, হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য। সে দিনের আর দেরী নেই।”

শিবজী ছলছল চোখে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“তাই যেন হয়। আপনার সাথে রণের অবসান হ'ল। কিন্তু যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি, আর একবার আপনার চরণতলে বসে উপদেশ গ্রহণ করব।”

---

## নয়

যুদ্ধ থামিয়াছে। মোগলের সাথে মহারাষ্ট্রের সন্ধি হইয়াছে।

জয়সিংহ এখন দৃষ্টি ফিরাইলেন পাঠানরাজ্য বিজয়পুরের দিকে। শিবজীও তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন সম্রাটের কাজে। তিনি এখন জয়সিংহের দক্ষিণ হাত। শিবজী অল্পদিনের মধ্যেই বিজয়পুরের অধীন বহু দুর্গ জয় করিলেন। আজ রুদ্রমণ্ডল দুর্গের পালা।

কোন্‌দিন শিবজী কোন্ দুর্গজয়ের অভিযানে বাহির হইবেন, এক মুহূর্ত পূর্বেও সে সংবাদ তাঁহার কোন অনুচর জানিতে পারিত না। আজও এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্র সেনা সন্ধ্যার সময় কেবল প্রস্তুত থাকিবার আদেশ পাইল। ইহাতে তাহারা অভ্যস্ত, কাজেই কেহ বিস্মিত হইল না।

এক প্রহর রাত্রির অন্ধকারে শিবজী তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন "বন্ধুগণ, অগ্রসর হও। আজ রুদ্রমণ্ডল দুর্গকে তোমাদের বিক্রমের পরিচয় দিতে হবে।"

নিঃশব্দে এক সহস্র সেনা তিমিরের বুক চিরিয়া পথ বাহিয়া চলিল, তিমিরের আবরণে তাহারা দুর্গতলে আসিয়া পৌঁছিল।

চারিদিক সমতল। মাঝখানে একটি উঁচু পাহাড়ের

ওপরে রুদ্রমণ্ডল দুর্গ। পাহাড়ে উঠিবার একটি মাত্র পথ; যুদ্ধের সময় সেই পথও রুদ্ধ। অন্য সবদিক গভীর জঙ্গলে ও শিলারাশিতে দুর্গম। আদেশ হইল এই দুর্গমতাকে জয় করিয়াই দুর্গে আরোহণ করিতে হইবে। মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা পাহাড়ী বিড়ালের মত বৃক্ষের শাখা ধরিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া, এক শিলা হইতে অন্য শিলায় লাফাইয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতে লাগিল।

অর্ধেক পথ উঠিলে শিবজী দেখিতে পাইলেন দুর্গ প্রাচী-রের উপর মশাল জ্বলিয়া উঠিল। তবে কি শত্রুরা তাহার আগমনের সংবাদ জানিতে পারিয়াছে? নইলে হঠাৎ আলো জ্বলিল কেন? মশালের আলো নীচ পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। শিবজী সৈন্যদের আরও সতর্কভাবে গাছ ও পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তাহারা নিঃশব্দে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়া বুকে হাঁটিয়া চলিল। এতটুকু পত্র মর্মরের শব্দও হইল না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যদল একটা পরিষ্কার জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গপ্রাচীরের আলো এখানে স্পষ্ট আসিয়া পড়িয়াছে; এই স্থান দিয়া গেলে দুর্গ হইতে দেখা যাইবে। শিবজী গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। সামনে অনেকটা জায়গা শূন্য, তাহার পরে গাছের সারি। কিন্তু এতটা শূন্য স্থান কি করিয়া পার

হওয়া যায়? পাশে তাকাইলেন—পথ নাই। এদিকে অনেকটা পথ উঠিয়া আসিয়াছেন, আবার নীচে নামিয়া অন্য পথ ধরিয়া ওপরে আসিতে হইলে দুর্গে পৌঁছিবার পূর্বেই ভোরের আলোয় রাত্রির আবরণ সরিয়া যাইবে।

শিবজী অনেকক্ষণ ভাবিলেন। তাহার পর বাল্যবন্ধু তন্নজী মালশ্রীকে ডাকিয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিলেন। তন্নজী কোথায় চলিয়া গেলেন, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ প্রস্তর মূর্তির মত নিঃশব্দে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া রহিল উন্মুখ প্রতীক্ষায়। অল্প পরেই তন্নজী ফিরিয়া আসিয়া শিবজীকে কিছু বলিলেন। শিবজী মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাই হোক, অন্য উপায় নেই।"

পাহাড়ের গায়ে একটি জায়গা বৃষ্টি ধারায় কাটিয়া কাটিয়া গভীর প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার দুই দিকে উঁচু পাড়ের আড়াল। এই প্রণালীর ভিতর দিয়া বুকে হাঁটিয়া গেলে শত্রুর দৃষ্টি সেই আড়ালে বাধা পাইবে। সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই প্রণালীর মধ্য দিয়া চলিল। এমনি করিয়া সকলে ওপরের বৃক্ষশ্রেণীর অন্ধকারে আসিয়া পৌঁছিল।

হঠাৎ শিবজীর পাশের একজন সেনা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তিনি তাকাইয়া দেখিলেন সেনার বুকে তীর বিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য তীর ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

শত্রুগণ তাহা হইলে জাগিয়া আছে এবং সমস্ত জানিতে পারিয়াছে। শিবজীর সেনাবাহিনী গাছের আড়ালে আসিয়া পড়িল। তীর বর্ষণও থামিল।

শিবজী তখন দুর্গ হইতে অল্প দূরে। দুর্গের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন সেখানে আরো অনেক আলো জ্বলিয়াছে, প্রাচীরের ওপরে প্রহরীদের নড়াচড়াও চোখে পড়িতেছে। বুঝিলেন দুর্গের সৈন্যগণ প্রস্তুত; বিনা যুদ্ধে দুর্গ হস্তগত হইবে না। তন্নজী সবই দেখিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "রাজা এখনও নেমে যাবার সময় আছে। দুর্গজয় আজ না হয় কাল হবেই। কিন্তু আজের চেষ্টা মিছেই মরণ ডেকে আনবে।"

শিবজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "জয়সিংহের কাছে পণ করেছি। সে পণ রক্ষা করব। হয় আজ রুদ্রমণ্ডল জয় হবে, নয় এ যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ছাড়া শিবজীর অন্য পথ নেই বন্ধু।"

সৈন্যবাহিনী আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। শিবজী শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের অন্যদিকে যাইয়া গোলমাল করিতে বলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই দিক হইতে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। সেই দিক হইতে দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছে ভাবিয়া প্রহরীগণ সেইদিকেই ছুটিয়া গিয়াছে। এদিকে প্রাচীরের ওপরকার মশাল নিবিয়া গেল। তখন শিবজী সৈন্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, শতযুদ্ধে

তোমরা আপন শৌর্যের পরিচয় দিয়েছ; শিবজীর নাম রেখেছ। আজ আর একবার সে পরিচয় দাও। তন্নজী, বাল্য বন্ধুত্বের পরীক্ষা আজ তোমার সামনে।"

সকলের বুক সাহসে, উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। অন্ধকারের মধ্য দিয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সৈন্যগণ দুর্গ প্রাচীরের নীচে আসিয়া পড়িল। রাত্রি দ্বিপ্রহর—আকাশে আলোর রেশ নাই; কোথাও কোন শব্দ নাই। কেবল রাতের বাতাস পাতায় পাতায় কাঁপন জাগাইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীর হইতে প্রায় ২০ হাত দূরে আছেন এমন সময় শিবজী দেখিলেন প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী। একজন মাউলীর তীরে প্রহরীর মৃতদেহ প্রাচীরের বাহিরে লুটাইয়া পড়িল। সেই শব্দে বহু সেনা প্রাচীরের ওপরে ও নীচে ছুটিয়া আসিল। শিবজী দেখিলেন আর লুকাইয়া থাকিবার উপায় নাই। তাঁহার আদেশে মহারাষ্ট্রীয় সেনার একদল প্রাচীর লঙ্ঘন করিবার জন্য ছুটিল। আর একদল গাছের আড়ালে থাকিয়া বাণ সন্ধান করিতে লাগিল। তাহাদের 'হর হর মহাদেও' ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল। মুসলমানগণ 'আল্লা হো আকবর' গর্জনে শত্রুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রাচীরের তলে ও বৃক্ষছায়ার অন্ধকারে ঘোর রণ বাধিয়া উঠিল। রাশি রাশি মৃতদেহে মাটির বুক ঢাকিয়া গেল।

সেই মৃতদেহের উপর দাঁড়াইয়াই সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। রক্তের স্রোতে পাহাড়ের গেরুয়া লাল হইয়া গেল। আড়াল হইতে মহারাষ্ট্রীয়দের অব্যর্থ তীর-সন্ধানে মুসলমানদের সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

হঠাৎ রণকোলাহল ডুবাইয়া প্রাচীরের ওপরে বজ্রনাদে ধ্বনিত হইল, 'শিবজী কি জয়!'

সকলে তাকাইয়া দেখিল শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া রক্তাক্ত বর্শার ওপর ভর দিয়া একজন রাজপুত যোদ্ধা এক লাফে প্রাচীরের ওপর উঠিল। তারপর পাঠান পতাকা ভূলুণ্ঠিত হইল ও পতাকাধারী প্রহরীর শির তাহার খড়্গের আঘাতে ছিন্ন হইল।

হিন্দু ও মুসলমান সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টি তারার আলোয় সেই দীর্ঘ মূর্তি দর্শন করিল। যোদ্ধার লৌহ শিরস্ত্রাণ সেই ম্লান আলোতেও জাগিয়া রহিয়াছে। দেহে এখনও কয়েকটি তীর বিদ্ধ, রক্তে রাঙ্গা দীর্ঘ হস্তে রক্তাক্ত দীর্ঘ বর্শা, নিবিড় কালো কেশের আড়ালে দীপ্ত দুটি চোখ। শত্রুরা ভয়ে সম্ভ্রমে যোদ্ধার আশপাশ হইতে সরিয়া গেল। মুহূর্তে মনে হইল রণদেব বুঝি আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবিলদার।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র সকলে নিস্তব্ধ। পরক্ষণেই আফগান-গণ রঘুনাথকে ঘিরিয়া ফেলিল। রঘুনাথের বিক্রম মাউলী-গণের রক্তে আগুন জ্বালিয়া দিল। উল্কার মত তাহারা ছুটিল, লাফ দিয়া প্রাচীর পার হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল শত্রুর ওপর। তাহাদের ভীম অস্ত্রের আঘাতে পাঠানদের সারি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। মহানাদে দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সহস্র মহারাষ্ট্র সেনার গতিরোধ করা কয়েক শত মাত্র পাঠান সৈন্যের পক্ষে সম্ভব হইল না।

পথ পরিষ্কার হইল। মহারাষ্ট্র সেনা এবারে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিবজীর আদেশে সৈন্যগণ প্রহরীদিগকে মারিয়া কিল্লাদারের প্রাসাদ বেষ্টন করিল। শিবজী বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন, "দ্বার খোল, নইলে অগ্নিশিখা তোমার এ দ্বার খুলবে।"

নির্ভীক কিল্লাদার উত্তর দিল "অগ্নির দাহ বরং সইব, কিন্তু কাফেরের সামনে দ্বার খুলব না।"

আগুন জ্বলিল। উপর হইতে কিল্লাদার তীর ছুড়িতে লাগিলেন। অনেক মশালধারী মহারাষ্ট্রীয় সেনা সেই তীরে প্রাণ হারাইল।

আগুন চারিদিকে ছড়াইতে লাগিল। প্রথমে দরজা, জানালা, পরে কড়িকাঠ, ক্রমে সমস্ত প্রাসাদ। আগুনের লেলিহান শিখা ভীষণ শব্দে তিমির সাগর তোলপাড় করিয়া আকাশের দিকে উঠিল। বহু দূর হইতে সে দীপ্তি দেখা গেল,

সে শব্দ শোনা গেল। সকলে জানিল শিবজীর দুর্ধর্ষ সেনা মুসলমান দুর্গ জয় করিয়াছে।

বীর পাঠান কিল্লাদার রহমৎখাঁ বীরের মত যুদ্ধ করিলেন, এখন বাকী বীরের মত মরণ। ক্রমে আগুন তাঁহার ঘরখানাও গ্রাস করিলে রহমৎ খাঁ সঙ্গীসহ ছাদ হইতে লাফ দিয়া নীচে পড়িলেন। তাহাদের হাতে খড়্গ বায়ুবেগে ঘুরিতে লাগিল। সেই খড়্গের আঘাতে বহু মহারাষ্ট্রীয় সেনা প্রাণ দিল।

চারিদিকে মহারাষ্ট্র সেনার দুর্ভেদ্য ব্যূহ—মুষ্টিমেয় পাঠান। এক এক করিয়া তাহাদের বীর শোণিত মাটির বুককে রাঙ্গা করিয়া তুলিল। রহমৎ খাঁর আহত দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—তখনও তিনি সিংহ বিক্রমে লড়িতেছেন। বহু সংখ্যক মহারাষ্ট্র খড়্গ তাহার মাথার ওপর উঠিল, আর জীবনের আশা নাই। এমন সময় শিবজীর গম্ভীর আদেশ শোনা গেল "বীরের প্রাণ সংহার করোনা, কিল্লাদারকে বন্দী কর।"

কিল্লাদার বন্দী হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয় সেনা প্রাসাদের আগুন নিবাইতেছে এমন সময় দেখা গেল, দুর্গের অপর দিকে কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় পাঁচশত আফগান সেনা পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতেছে। দুর্গ আক্রমণ আরম্ভ হইলে যে মহারাষ্ট্র সেনাদলকে দুর্গের অপরদিকে পাঠান হয়, সেই দিকেই দুর্গের অধিকাংশ সেনা ছুটিয়া যায়।

মহারাষ্ট্রীয় সেনা কৌশলে আড়াল হইতে যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে তাহাদেরই পাশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে এই সেনাদল বহুদূর চলিয়া যায়। এদিকে দুর্গের এই দুর্ভাগ্যের কথা তাহারা জানিতে পরে নাই।

প্রজ্জ্বলিত প্রাসাদের আগুন এখন তাহাদের সে খবর দিল। তাহারা পণ করিল শত্রুকে প্রাণ লইয়া ফিরিতে দিবে না। শিবজী কয়েকজন মাত্র সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ জয় করিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন এই বিশাল বাহিনী দেখিয়া তাঁহার মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া নামিয়া আসিল।

দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদ সর্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। চারিদিকে দৃঢ় পাষাণ প্রাচীর; আগুনেও সে প্রাচীরের কিছু হয় নাই। শিবাজী দেখিলেন এই বিরাট বাহিনীর সাথে নিজের মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া লড়িবার উপযুক্ত স্থান এই। এক নিমেষে তাঁহার সব পরিকল্পনা স্থির হইয়া গেল। তিনি এই খানেই সৈন্য সমাবেশ করিলেন।

প্রাচীরের পাশে, দ্বার ও গবাক্ষে তীরন্দাজ এবং ছাদের ওপর বর্শাধারী সেনা সন্নিবেশিত হইল। কোন স্থানের ভগ্ন স্তূপ পরিষ্কার করা হইল, কোথাও আরও প্রস্তর স্তূপীকৃত হইল। এক মুহূর্তে যেন যাদুবলে সমস্ত প্রস্তুত হইয়া গেল।

পাঠান সৈন্য পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতেছে। আক্রমণের এই সময়। তন্নজীকে ভগ্ন প্রাসাদটী রক্ষার ভার দিয়া

শিবজী শত্রুকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। কিন্তু তন্নজী বাধা দিয়া বলিলেন,

"তন্নজীর এ স্থান নয়, প্রভু। এ স্থান রক্ষার ভার গ্রহণ কর স্বয়ং তুমি। এই একমুঠো শত্রুকে তাড়াতে তোমার ভৃত্যেরাই সক্ষম।"

শিবাজী মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তাই হোক, তন্নজী! সম্মুখে শত্রু দেখে লোভ সামলাতে পারিনি।" তারপর সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমার হাবিলদারের মধ্যে কে আছে যে মাত্র দুইশত সৈন্য নিয়ে এই পাঠানদের সম্মুখীন হবার সাহস রাখে?"

অনেক হাবিলদার একসঙ্গে দাঁড়াইয়া গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ একপাশে নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। শিবজী ধীরে ধীরে সকলের মুখ দেখিলেন। তারপর রঘুনাথকে বলিলেন, "রঘুনাথ, বয়সে তুমি কনিষ্ঠ, কিন্তু তোমার ঐ বাহুতে অসুর বীর্য। তোমার বিক্রম আমাকে মুগ্ধ করেছে। আজের এ দুর্গজয় আরম্ভ করেছ তুমি, সমাপ্তও তুমিই কর।"

রঘুনাথ আ-ভূমি শির নত করিয়া অভিবাদন জানাইয়া সৈন্য লইয়া বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া গেল। শিবজী খানিকক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অদ্ভুত এই রাজপুত বালক। এর আকৃতি ব্যবহার এর উচ্চ বংশের পরিচয় দেয়। কিন্তু আপন পরিচয় সম্বন্ধে সে নীরব। নীরবে কর্তব্য করিয়া

চলিয়াছে কেবল। কি অদ্ভুত বীরত্বে আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া শিবজীর প্রাণ রক্ষা করিল আজ। আজের দুর্গজয়ের গৌরব ও তারই প্রাপ্য। কোন পুরস্কার সে কোন দিন যাচ্ঞা করে নাই। কাল রাজ-সভায় রাজা জয় সিংহের সম্মুখে রঘুনাথের উপযুক্ত পুরস্কার দিতে হইবে।

পাঠানগণ রঘুনাথের অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিল। দুর্গজয় সম্পূর্ণ হইল।

ঊষার আলো যখন পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিল, রাত্রির অন্ধকারের প্রলয় তাণ্ডবের উপর তখন গভীর শান্ত নীরবতা নামিয়া আসিয়াছে।

---

## দশ

পরদিন অপরাহ্ন। বিজিত দুর্গেই সভা বসিয়াছে। চারিদিকে অপরূপ শোভা। চারটি রজত স্তম্ভের উপর রক্ত-বর্ণের চন্দ্রাতপ। রক্তবর্ণের রাজগদীর উপর রাজা জয় সিংহ ও রাজা শিবজী আসীন। চারপাশে বন্দুকধারী সৈনিকগণ সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা বায়ুহিল্লোলে নাচিতেছে। দিল্লীশ্বর, জয়সিংহ ও শিবজীর জয়ধ্বনিতে সভা মুখরিত। জয়সিংহ স্মিতহাস্যে বলিলেন, "শিবজী আপনার উপকার দিল্লীশ্বর স্মরণ রাখবেন। এক রাত্রের মধ্যে এ দুর্গ-জয় সম্ভব হবে আশা করিনি।"

শিবজী—"যেখানে জয়সিংহ সেখানে জয়। কিন্তু যতটা সহজে কাজ হাসিল হবে ভেবেছিলাম, ততটা সহজে হয় নাই। দুর্গ ঘুমন্ত পাব ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম সকলেই প্রস্তুত, সজ্জিত। কোন দুর্গ জয় করতে আমার এত সৈন্য ক্ষয় হয়নি।

জয়সিংহ—"শিক্ষা পেয়ে এরা সতর্ক হয়ে উঠেছে। কিন্তু সতর্ক থাকুক আর নাই থাকুক শিবজীর গতিরোধ করে কার সাধ্য।"

সহস্র সেনার মধ্যে দুই তিন শত বিশ্বস্ত চির-অনুগত সৈন্য কাল শিবজী হারাইয়াছেন। এই হারানোর ব্যথায়

শিবজীর বুকখানা বিধুর হইয়া রহিয়াছে। তুর্গজয়ের গৌরব রাজা জয়সিংহের প্রশংসা সে বেদনার ওপর প্রলেপ দিতে পারিল না।

বন্দীদের সভায় আনা হইল। রহমৎখাঁর সহস্র সেনার মধ্যে মাত্র তুইশত বন্দী হইয়াছে; বাকী সেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, কেহ বা পলায়ন করিয়াছে। শিবজীর আদেশে বন্দী-দের বন্ধন মুক্ত হইল। তিনি বলিলেন, "আফগানবীরগণ! বীরের নাম রেখেছ তোমরা। সে বীরত্বের অমর্যাদা শিবজী করবেনা। মুক্ত তোমরা। ইচ্ছা হয় তোমাদের সহযোগিতা দিয়ে দিল্লীশ্বরের সেনাদলকে গৌরব দান কর; ইচ্ছা হয় বিজয়পুরে ফিরে যাও। কেউ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করবেনা।"

তাহার পর বন্দী বীর রহমৎ খাঁকে আনা হইল। তাঁর তুই হাত পশ্চাতে বাঁধা, কপালে খড়্গের আঘাত, বাহুতে তীরের ক্ষত। বীর সদর্প-পদ-ক্ষেপে সভায় আসিলেন। শিবজী স্বয়ং আসন ত্যাগ করিয়া খড়্গ দিয়া বন্দীর বন্ধন মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার এক রজনীর বন্দীত্ব। আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আজ হ'তে আপনি স্বাধীন জয় পরাজয় ভাগ্যের খেলা, কিন্তু আপনার মত বীরের সাথে যুদ্ধ করার গৌরব লাভ করে আমি ধন্য।"

রহমৎ খাঁ জানিতেন বন্দীর বিচার প্রাণদণ্ড। এতক্ষণ

তাঁর চোখের একটি পত্রও কম্পিত হয় নাই। কিন্তু বিজেতার এই উদার হৃদয়ের পরিচয়ে তাঁহার ‍দুই চোখ অশ্রুতে ঝাপ্সা হইয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া ঝরিয়া-পড়া অশ্রু গোপন করিয়া বলিলেন,—“ক্ষত্রিয়-রাজ! কাল আপনার বাহুবলে পরাস্ত হয়েছি। আজ আপনার মহত্ত্বে আমার সব চাইতে বড় হার-মানা।”

জয়সিংহ—“পাঠান-সেনাপতি, আপনার পদের মর্যাদা আপনার হাতে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আপনার মত সেনা পেলে সম্রাট ধন্য হবেন। তাঁকে কি লিখতে পারি বীর শ্রেষ্ঠ রহমৎ খাঁ তাঁর সেনাদল অলংকৃত করতে সম্মত হয়েছেন।”

রহমৎ—“মহারাজ আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মানিত হলাম। কিন্তু আজীবন যাঁর সেবা করেছি তাঁকে জীবনের এই সাঁঝে এসে পরিত্যাগ করবনা। যতদিন এ হস্ত অস্ত্র ধারণ করতে পারবে, ততদিন বিজাপুরের জন্যই ধরবে।”

শিবজী—“তাই হোক সেনাপতি! আজ আপনি বিশ্রাম করুন। কাল আমার অনুচরেরা আপনাকে বিজাপুরে রেখে আসবে।”

এ উদারতার কি প্রতিদান রহমৎ খাঁ দিবেন! আজ তিনি দীন, নিঃস্ব! সৌজন্যের প্রতিদানে একটুখানি সৌজন্য ছাড়া দিবার তাঁর কিছু নাই। দুর্গ আক্রমণের সংবাদ রহমৎ খাঁ পূর্বেই পাইয়াছিলেন। তাই তাঁর সৈন্যগণ প্রস্তুত ছিল। সংবাদ-দাতা শিবজীরই কোন কর্মচারী। মহৎ

শত্রুর প্রতি এ বিশ্বাস-ঘাতকতা—আপনার যত প্রয়োজনেই আসুক—গোপন করিতে আজ পাঠান সেনাপতির বিবেকে বাধিল। তাই তিনি শিবজীকে এ সংবাদটুকু দিলেন। বিশ্বাস-ঘাতকের নাম প্রকাশ করিতে পারিলেন না, সত্য-লঙ্ঘন হইবে।

শিবজী ক্রোধে প্রচণ্ড হইয়া উঠিলেন। দুই চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। সভাস্থ সকলে বুঝিল—প্রমাদ। জয়সিংহ সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এই দুর্গ আক্রমণের সময় তোমরা কখন জেনেছিলে ?"

তাহারা জানাইল, রাত্রি এক প্রহরের সময় তাহারা কেবল এইটুকু জানিয়াছিল যে কোনও একটা দুর্গ-জয়ের অভিযানে তাহাদিগকে বাহির হইতে হইবে। কিন্তু সে যে কোন্ দুর্গ তাহা জানিয়াছিল দুর্গে পৌঁছাইয়া—রাত্রি দেড় প্রহরের সময়।

কিন্তু সেই এক প্রহর হইতে দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যে সৈন্যদের কেহ কি অনুপস্থিত ছিল ? যদি কেহ থাকিয়া থাকে, বিদ্রোহী সেই। সৈন্যগণ তাঁহার সন্ধান দিক। একের অপরাধে বহুর গ্লানি অনুচিত।

চন্দ্ররাও নামে শিবজীর একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া জানাইলেন তাঁর অধীনস্থ হাবিলদারকে যুদ্ধ যাত্রার সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। দুর্গতলে পৌঁছাইবার পর সে আসিয়া যোগ দেয়।

কে এই বিদ্রোহী নাম জানিবার জন্য সভা বিক্ষুব্ধ সাগরের মত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঘন নিশ্বাসে শিবজীর বুক প্রবল ভাবে উঠিতেছে পড়িতেছে। এই নিস্তব্ধতার বুকে চন্দ্ররাওয়ের স্থির গম্ভীর পুরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"সে রঘুনাথজী হাবিলদার!

গভীর বিস্ময় সকলের ভাষা হরণ করিল। শিবজী পাথরের প্রতিমার মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একি স্বপ্ন? 'রঘুনাথ, রঘুনাথ! তোমা হ'তে এ সম্ভব হ'ল? দুর্দমনীয় তেজে যে রঘুনাথ একা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গ প্রাকারে বিজয়-কেতন উড়াইল, দুইশত মাত্র সেনা লইয়া অবহেলায় পাঁচশত সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিল, সেই রঘুনাথ বিশ্বাস-ঘাতক!

রঘুনাথ ধীর কোমলকণ্ঠে উত্তর দিল, "এ ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী আমি নই।"

দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিশ্চল পর্বতের মত দাঁড়াইয়া আছে। সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার দিকে। সে অবিচলিত স্থির। কেবল থাকিয়া থাকিয়া তাহার প্রশস্ত বুকখানা দীর্ঘ নিশ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

শিবজী গর্জন করিয়া বলিলেন, "তবে কি জন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?"

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু ভাষা সরিল না। রঘুনাথকে নির্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিলেন,—

"এরই জন্য অমন বীরত্ব প্রকাশ করেছিলে ?"

রঘুনাথ স্থির অবিকম্পিত স্বরে কহিল, "রাজা! ছলনা, কপটাচার আমাদের বংশের রীতি নয় তা প্রভু চন্দ্ররাও জানেন।" রঘুনাথের এই স্থির ভাবে শিবজীর ক্রোধ আরও বাড়িল। তিনি গর্জন করিয়া উঠিলেন,—

"পাপিষ্ঠ, ক্ষুধার্ত সিংহের গ্রাস হ'তে বাঁচা সহজ, কিন্তু শিবজীর জ্বলন্ত ক্রোধ হ'তে পরিত্রাণ নাই।"

রঘুনাথ তেমনি ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "মহারাজের কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিনা ; আমার ক্ষমা চাওয়া মানুষের কাছে নয়। ক্ষমা চাই যিনি ওপরে বসে সব দেখছেন তাঁর কাছে।"

উন্মত্ত শিবজীর হাতে উদ্যত বর্শা ঝলমল করিয়া উঠিল,— "বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

রঘুনাথ দেখিল শিবজীর বজ্রমুষ্টিতে উদ্যত তীক্ষ্ণ বর্শা। তখনও তার কণ্ঠ পূর্বের মত ধীর, স্থির, অবিচলিত। তেমনি দৃঢ়ভাবে সে কহিল—

"যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত, কিন্তু বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।"

শিবজীর সহ্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। হাতে বর্শা কাঁপিতে লাগিল—এই মুহূর্তে হয়ত রঘুনাথের বুকে বিদ্ধ

হইবে। এমন সময় জয়সিংহ উঠিয়া তাঁর হাত ধরিলেন। শিবজী ক্রোধে রাজা জয়সিংহের প্রতিও উপযুক্ত সম্মান ভুলিলেন। কর্কশ স্বরে কহিলেন—"হাত ছাড়ুন। রাজপুতদের কি নিয়ম জানিনা। কিন্তু মহারাষ্ট্রের সনাতন নিয়মে—বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

জয়সিংহ ক্ষুদ্ধ না হইয়া বলিলেন, "রাজা, আজ যা করবে, কাল তা পারবে না ফেরাতে। অবিচারে এই তরুণ যোদ্ধার প্রাণদণ্ড-বিধান যদি আজ করো, চিরকাল অনুতাপের অগ্নি তোমায় দহন করবে। যুদ্ধ করে আমার এ কেশ শুক্ল হ'ল। বৃদ্ধের কথা গ্রহণ করো, এ যোদ্ধা বিদ্রোহী নয়। কিন্তু সে বিচারে প্রয়োজন নাই। আমাকে এই তরুণের প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে তোমার বন্ধুত্বের পরিচয় দাও।"

জয়সিংহের এই শান্ত সৌজন্য শিবজীকে লজ্জা দিল। তিনি কহিলেন—

"আমার কঠোর বাক্য মার্জনা করুন, পিতঃ। আপনার আদেশ অবহেলা করব না। কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করবে কখনও মনে ভাবে নাই। রঘুনাথ! রাজা জয়সিংহ তোমার প্রাণরক্ষা করলেন। কিন্তু আমার সম্মুখ হতে দূর হও। শিবজী বিদ্রোহীর মুখ দর্শন করে না।"

রঘুনাথ শিবজীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। শিবজী আবার বলিলেন—

"দাঁড়াও রঘুনাথ! দু বৎসর আগে তোমার ঐ কোষের অসি আমি দিয়েছিলাম। বিদ্রোহীর হাতে আমার অসির অবমাননা আমি দেখব না। প্রহরিগণ, অসি কেড়ে নাও।"

প্রহরিগণ অসি কাড়িয়া লইল। প্রাণদণ্ডের আদেশে রঘুনাথের একটি কেশও কম্পিত হয় নাই। এখন তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল, দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু উত্তেজনা দমন করিয়া শিবজীর দিকে একবার তাকাইল, তারপর নতশিরে অভিবাদন জানাইয়া নীরবে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার ছায়া নামিয়াছে। একলা এক পথিক পাহাড় বাহিয়া নামিয়া আসিল। সন্মুখে সীমাহীন প্রান্তর। প্রান্তর পার হইয়া গ্রাম—গ্রামের ওপারে আবার প্রান্তর। তারপর গভীর অন্ধকারে কোথায় হারাইয়া গেল সে পথিক।

---

## এগার

রঘুনাথ—রাজপুত্র রঘুনাথ—দৈবে বাল্যে রাজপ্রাসাদ হইতে ছিটকাইয়া যেখানে পড়িয়াছিল সেখানে আশ্রয়ের মধ্যে তাহার মিলিয়াছিল উপরে সীমাহীন আকাশ ও নীচে কঠিন মাটি। তাহার শৌর্য আর বাহুবল তাহার কপালে পরাইয়াছিল গৌরবটিকা। কিন্তু আজ আবার সে ফিরিয়া আসিল নিরুদ্দেশ পথের একটি প্রান্তে। চন্দ্ররাও জুমলাদার তার প্রতিহিংসার যজ্ঞে আজ শেষ আহুতি দিল।

চন্দ্ররাওয়ের অসাধারণ বুদ্ধি, অসাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অসীম বীর্য। ক্ষুদ্র ভাস্বর দুই চোখ, দেহখানা যেন লৌহ-নির্মিত। চন্দ্ররাও অল্পভাষী, ক্রোধী। যাহারা তাহাকে জানে তাহারা সহজে তাহার সাথে বিবাদ করে না। তাহার আকাশ-চুম্বী উচ্চাভিলাষের পথে যে আসিয়া পড়িয়াছে, তৃণের মত সে উড়িয়া গিয়াছে।

রঘুনাথও আজ তাহার পথে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাই পথ ছাড়িয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে হইল। চন্দ্ররাওয়ের কোন পরিচয়ই কেহ জানিত না, তেমনি রঘুপতির পরিচয়ও রহস্যের আড়ালেই ছিল।

বাল্যে অনাথ চন্দ্ররাও যশোবন্ত সিংহের প্রধান সেনানী গজপতি সিংহের ভৃত্য ছিল—গজপতির সাথে যুদ্ধে যুদ্ধে

ফিরিত। গজপতির পুত্র রঘুনাথের পাশেই ছিল তার স্থান। চন্দ্ররাওএর যখন ১৫ বৎসর বয়স, তার দুর্দমনীয় তেজ, গভীর চিন্তা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইয়া গজপতি তাহাকে আপন অধীনে সৈনিকের কাজে নিযুক্ত করিলেন। অল্পদিনেই তাহার অসাধারণ তেজস্বিতা চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার পদোন্নতি ও মর্যাদাবৃদ্ধি হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উচ্চাভিলাষ ও বাঁধন ছাড়াইয়া গেল।

এক যুদ্ধে চন্দ্ররাও গজপতিকে বড় বিপদ হইতে উদ্ধার করে। গজপতি সকলের সন্মুখে তাহাকে ডাকিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বসিলেন।

চন্দ্ররাও গজপতি-কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে প্রার্থনা করিয়া বসিল। শুনিয়া গজপতি ক্রোধে থরথর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—অসি অর্ধেক কোষমুক্ত হইল। কিন্তু আপনাকে সংযত করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—

"পুরস্কার দেব অঙ্গীকার করেছি। সে অঙ্গীকার পালন অবশ্যই করব। কিন্তু তোমার জন্ম মহারাষ্ট্রে। রাজপুত দুহিতার বনে থাকার অভ্যাস নেই। লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসের বন্দোবস্ত কর। তা ছাড়া দস্যু নাম ঘুচিয়ে যোদ্ধা নামের অধিকারী হও তারপর রাজপুত দুহিতার পানি প্রার্থনা জানিও আপাততঃ অন্য যাচ্ঞা থাকলে জানাও।

চন্দ্ররাওএর অন্য কোন কামনা নাই। তারপর অনেক-দিন অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গেল। গজপতি ভুলিলেন,

সকলে ভুলিল এদিনের কথা। কিন্তু চন্দ্ররাও ভুলিল না। তাহার হিসাবের খাতায় এ অপমান ঋণের ঘরে জমা হইয়া রহিল।

ঔরঙ্গজেবের সাথে যশোবন্তের যুদ্ধে গজপতি প্রাণ দিলেন। রঘুনাথের বয়স তখন ১২ বৎসর, লক্ষ্মীর ৯ বৎসর। অনাথ বালক বালিকা মারওয়ার হইতে মেবারে চলিয়াছে। সাথে পুরাতন ভৃত্য। পথে হঠাৎ একদল দস্যু ভৃত্যকে নিহত করিয়া তাহাদিগকে মহারাষ্ট্রে লইয়া আসিল। বালক দস্যু শিবির হইতে পলায়ন করিল; বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্বক বিবাহ করিল। এই দস্যুপতি চন্দ্ররাও।

গজপতির সংসার হইতে আনা অর্থবলে চন্দ্ররাও মহারাষ্ট্র দেশে আপন প্রতিষ্ঠা জমাইয়া বসিলেন। তারপর নিজ বাহুবলে শিবজীর অধীনে জুমলাদারের পদও লাভ করিলেন।

* * * *

সেই দস্যু শিবির হইতে পলায়ন করিয়া দিনের পর দিন রঘুনাথের কাটিল বনে, প্রান্তরে, পর্বতগুহায়। সংসারের অকুল সাগরে অনাথ বালক ভাসিয়া চলিল—অবলম্বন কখনও ভিক্ষা, কখনও পরের দুয়ারে দাসত্ব। কিন্তু পূর্ব-গৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব-কাহিনীর স্মৃতি, এই দুঃখের মধ্যেও রঘুনাথকে বাঁচাইয়া রাখিল। অভিমানী বালক নীরবে অন্তরের গোপন মণিকোঠায় আপনার বেদনার দীপ জ্বালাইয়া

রাখিল। আপন দুঃখের ইতিহাস সে কাহাকেও জানিতে দিল না। রাজপুতের মর্যাদা, রাজপুতের গৌরব তাহার ধ্যানের ধন হইয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলা কখনও নির্জন প্রান্তরে কখনও গিরিশৃঙ্গে, কখনও নদীর তটে বসিয়া বালক রঘুনাথ প্রাণ ভরিয়া চারণদের গান গাহিত; কখনও নীরব অশ্রুতে তাহার বুক ভাসিয়া যাইত। এমনি করিয়া ৬ বৎসর চলিয়া গেল।

মহারাষ্ট্রের দীক্ষা-গুরু বীর শিবজী যুবক রঘুনাথের আরাধ্য দেবতা হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথ তাঁহার কাছে সাধারণ সৈনিক পদের প্রার্থনা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

শিবজী লোক চিনিতেন। অল্পদিনের মধ্যে রঘুনাথ অপরিচিত ভগ্নিপতি চন্দ্ররাও এর অধীনে হাবিলদারী পদে উন্নীত হইল। তাহার শৌর্য, তাহার যশ চন্দ্ররাও এর যশকে ম্লান করিয়া দিল। তাই জুমলাদার তাহার পথ করিয়া লইল।

* * * * *

যে দিন লক্ষ্মী স্বামীর নিকট হইতে জানিল রঘুনাথ তাহার অধীনে কার্য করে সেদিন সংসারে একমাত্র আপনার জন এই দাদাটিকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য লক্ষ্মী তাহার কাছে করুণ মিনতি জানাইল। চন্দ্ররাও এর মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী তাহার স্বামীকে জানিত—সে বুঝিল চন্দ্ররাও এর প্রসন্ন-দৃষ্টি লাভ ভাইটির ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহার

মমতা-ভরা বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। সেদিন হইতে রঘুনাথের কথা লক্ষ্মী আর স্বামীর সম্মুখে উচ্চারণ করিল না।

তারপর আজ চন্দ্ররাও বাড়ী আসিয়া লক্ষ্মীকে কহিল "লক্ষ্মী, অনেক দিনের একটি ঋণ আজ পরিশোধ হ'ল।"

কি যেন অজানা আশঙ্কায় লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল।

---

# বারো

জুমলাদার চন্দ্ররাও এর বাড়ী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একটী পাহাড়ের চূড়ায় অতি প্রাচীন ঈশানী মন্দির। প্রস্তর-খোদিত সোপান-শ্রেণী মন্দিরের দ্বার হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া নীচে নামিয়াছে। সেই সোপান-শ্রেণীর পদ ধৌত করিয়া একটি পার্বত্য তরঙ্গিনী কুল কুল গান গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই পুরাকাল হইতে পুণ্যলোভীর ভিড় এই তরঙ্গিনীর পুণ্য জলে স্নান করিয়া এই সোপান-শ্রেণী বাহিয়া মন্দিরের দ্বারে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে। আজও করে। কত রণতাণ্ডব মহারাষ্ট্রের বুকের উপর আপন ইতিহাস আঁকিয়া গেছে—কিন্তু এই শান্ত মন্দিরের বিগ্রহে কোন ক্রূর হস্তের স্পর্শ লাগে নাই। কত যুগের প্রাচীন বৃক্ষরাজি আপন সুদূর-বিসারী ঘন-সন্নিবিষ্ট শাখা-প্রশাখার আড়ালে মায়ের স্নেহে যেন মন্দিরটিকে আগলাইয়া রাখিয়া কালের ঝড়-ঝঞ্ঝা আপন বক্ষে পাতিয়া লইতেছে।

বিটপী-শ্রেণীর সুস্নিগ্ধ ঈষৎ অন্ধকার ছায়ায় পূজারীদের ক্ষুদ্র শান্ত কুটির। অনাবিল শান্তি এই মন্দির-প্রাঙ্গনের প্রতি অণু, প্রতি পরমাণুতে জড়াইয়া রহিয়াছে।

রজনী এক প্রহর। এই শান্ত কাননের মধ্যে এক পথিক চঞ্চল-চরণে পদচারণা করিতেছে। প্রশস্ত ললাটে তার কুঞ্চণ,

চোখে রোষের জ্বালা, অন্তরের কঠোর সংগ্রামের চিহ্ন মুখে আঁকা। রঘুনাথ আজ উন্মত্ত-প্রায়। শরীর অবসন্ন, কিন্তু বুকের আগুন বুঝি সাত সাগরের জলেও নিভিবে না। মন্দির-প্রাঙ্গনে পুরাণ পাঠ হইতেছে। যুগে যুগে পুরাণের এই পুণ্য কথা ভারতকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। গৌরবের দিনে এই গীত আমাদের পূর্ব-পুরুষদের দিয়াছে উৎসাহ, দুর্দিনে এই গান গাহিয়া সমর, সংগ্রাম, প্রতাপ হাসিতে হাসিতে দেশের বেদী-মূলে প্রাণ দিয়াছেন। এই গান গাহিয়া শিবজী আবার প্রাচীন-গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য সর্বস্ব পণ করিলেন। পুণ্য-সঙ্গীতের গম্ভীর শান্ত সুর সেই শান্ত নিশীথে শান্ত কাননে অমৃতের প্রলেপ বুলাইয়া দিল।

রঘুনাথের বুকের জ্বালাও শান্ত হইয়া আসিল। মিলাইয়া গেল আপনার দুঃখ, আপনার সুখ, আপানার ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান। এ বিরাট বিশ্বে কত ক্ষুদ্র রঘুনাথ! কি তার বীরত্বের দাম!

ধীরে ধীরে রঘুনাথ তাহার অবসন্ন দেহ খানি শীতল মাটির কোলে এলাইয়া দিল। নিদ্রা আসিয়া সোনার কাঠি বুলাইয়া দিল তাহার চেতনায়। রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল···। জীবনের সব সুখ-স্বপ্ন তো ভাসিয়া গেল···গৌরবের স্বপ্ন, বীর্যের স্বপ্ন, একে একে সব টুটিয়া গেল। আশার দীপ নিবিয়া গেছে—ভবিষ্যতের আকাশ তারই ধোঁয়া কালিতে আঁধার।······

পিছনে-ফেলিয়া-আসা দিনের এক সুখময় নীড়ের স্মৃতি আজ কালের স্রোত ঠেলিয়া ভাসিয়া আসিল। স্নেহময়ী মায়ের স্নেহমাখা মুখ খানা, পিতার দীর্ঘ, সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহ—তাঁর প্রশস্ত ললাট···সেই সূর্য-মহল—যার ধূলি আজও হয়ত রঘুনাথের শৈশবের হাসি-খেলার স্মৃতিগুলি বুকে জড়াইয়া রাখিয়াছে। আর জাগিয়া উঠিল আদরের বোন লক্ষ্মীর শান্ত-ধীর, শিশির-ধোয়া ফুলকলির মত মুখখানা। কোথায় সে লক্ষ্মী আজ? কোথায় পড়িয়া রহিল সেই সোনার সংসার—সেই সুখের দিন! নিদ্রিত রঘুনাথের চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

একখানা কোমল হাত রঘুনাথের অশ্রু মুছাইয়া নিল। চোখ খুলিয়া রঘুনাথ দেখিল—একি! এযে লক্ষ্মীই তাহার কোলে তাহার মাথাখানা লইয়া মূর্তিমতী স্নেহের মত বসিয়া আছে। রঘুনাথ তাহার হাত দুইখানা বুকে চাপিয়া ধরিল—মুখে কথা সরিল না। তাহার বেদনার সাগর উথলাইয়া উঠিল।

তারপর অনেক কথা···দুইজনের সুদীর্ঘ কালের যত করুণ ইতিহাস। রঘুনাথ শুনিল লক্ষ্মী এক সম্ভ্রান্ত জায়গীরদারের ঘর আলো করিয়াছে—সে সুখে আছে। স্বামীর নাম নারীর ধরিতে নাই তাই লক্ষ্মীর স্বামীর নাম রঘুনাথের অজানা রহিয়া গেল। লক্ষ্মী শুনিল ভাইয়ের পরম দুঃখের কাহিনী ···শুনিল জীবন অপেক্ষা যে সুনাম সৈনিকের প্রিয়, মৃত্যুর

চাইতে যে কলঙ্ক কষ্টদায়ক—রঘুনাথের সে সুনাম হারাইয়াছে, তাহার সৈনিক নামে বিদ্রোহী নামের কালিমা পড়িয়াছে। সুতরাং এ জীবনের বোঝা রঘুনাথ কি করিয়া বহিবে ?

লক্ষ্মী—"সে কলঙ্ক ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করো ভাই। শিবজীর কাছে ফিরে যাও। মহানুভব তিনি, তাঁর ক্রোধ দূর হ'লে সত্য যা তাঁর চোখে পড়বেই"।

রঘুনাথের চোখে আবার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। লক্ষ্মী বুঝিল, পিতার অভিমান, পিতার তেজ লইয়া রঘুনাথ পৃথিবীতে আসিয়াছে—প্রাণ থাকিতে মাথা নত করিয়া ভিক্ষা সে করিবে না। তাই সে আবার কহিল—"থাক ভাই, নাই গেলে ফিরে তোমার দণ্ডদাতার কাছে। পিতা বলতেন, 'সেনার সাহস ও প্রভুভক্তির প্রমাণ কার্যে'। বিদ্রোহী অপবাদ যদি সে নামকে কলঙ্কিত করেই থাকে, তবে অসি হস্তে তা খণ্ডন করো।"

উৎসাহে রঘুনাথের বুক নাচিয়া উঠিল। সে শুধাইল—"কেমন করে এ সম্ভব হবে লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী—"শুনেছি শিবজী দিল্লী যাবেন। সহস্র বিপদের সম্ভাবনা সেখানে। এই তো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্ম-পরিচয় দানের সুযোগ।"

রঘুনাথ অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। তার মুখ নব মহিমায় ঝলমল্ করিয়া উঠিল। তারপর সে কহিল—"তাই হোক,

লক্ষ্মী! রঘুনাথ বিদ্রোহী নয়, ভীরু নয়। ভগবান তার সহায় হবেন—আর তোমার ভালবাসা আমার বর্ম হবে।"

উভয়ে নিস্তব্ধ, কোন কথা নাই। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া কহিল—"আমার আর একটি প্রার্থনা আছে···কিন্তু—"

রঘুনাথ স্নেহ-কোমল স্বরে কহিল—"ভয় কি লক্ষ্মী! তোকে অদেয় আমার কি আছে!"

লক্ষ্মী বড় ভয়ে বড় দ্বিধায় মিনতি করিয়া কহিল—"দাদা! চন্দ্ররাও জুমলাদার বোধ হয় তোমার এ মহা-ক্ষতির মূল··· কিন্তু তবু বলো ভাই তোমার দ্বারা তার কোন অনিষ্ট ঘটবে না।"

রঘুনাথের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু নিজকে সংযত করিয়া লইয়া নির্বাক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। লক্ষ্মী আবার কহিল—

"কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইনি ভাই! যদি আমায় ভালবাসো তবে এ ভিক্ষাটি দিও।"

এ অনুরোধে রঘুনাথের হৃদয় গলিয়া গেল। লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া মমতায় ভরিয়া কহিল—

"সেদিন সন্দেহ হয়নি। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে চন্দ্ররাওই আমার সর্বনাশের মূল। কিন্তু যাই হোক—এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করছি চন্দ্ররাও এর কোন অনিষ্ট করব না। তার অপরাধ আমি মার্জনা করলাম, জগদীশ্বরও তাকে মার্জনা করুন।"

---

## তেরো

রায়গড় দুর্গ। রজনী দ্বিপ্রহর। প্রকাণ্ড রাজসভা বসিয়াছে। মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, কর্মচারী, সকলেই আজ সভায় সমবেত। কিন্তু আজ রাজসভা নীরব। ঘন বিষাদের ছায়ায় চারিদিক ম্লান। মহারাষ্ট্র বীরগণ আজ মহারাষ্ট্র-গৌরব-লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছে।

শিবজী পেশোয়া মুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —"পেশোয়াজী, আপনারও পরামর্শ শিবজী সম্রাটের অধীনে জায়গীরদার মাত্র হ'য়ে থাকবে ?"

মুরেশ্বর—"মানুষের যা সাধ্য, তা আপনি করেছেন। বিধির বিধান কে খণ্ডাবে ?"

শিবজী—"স্বর্ণদেব !"

ব্যথিত কণ্ঠে স্বর্ণজী উত্তর দিলেন—"ভবানীর আদেশে স্বদেশের জন্য অস্ত্র ধারণ করেছিলেন ; তাঁরই আদেশে সে অস্ত্র ত্যাগ করতে হ'ল। স্বয়ং ঈশানী হিন্দু সেনাপতির সাথে যুদ্ধ নিষেধ করেছেন।"

অন্নজী—"এ বিধান মাথা পেতে নিতেই হবে, রাজন্ ! এখন দিল্লী যাওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করুন। সম্রাট্ স্বয়ং তো আপনাকে সাদরে অহ্বান করেছেন।"

শিবজী—"অন্নজী, সে কথা সত্য। কিন্তু সেই বাল্য হ'তে

অন্তরের মনিকোঠায় যে স্বপ্নের জাল বুনে রেখেছি, তাকি এত সহজে ছেঁড়ে? সামনের ঐ যে পর্বত জ্যোৎস্নায় মায়াময় হ'য়ে উঠেছে—বাল্যে তারই শৃঙ্গে বসে কত দুরাশার মালা গেঁথেছি —মহারাষ্ট্র স্বাধীন হবে, ভারতের আকাশে আবার হিন্দুর পতাকা উড়বে। হায় ঈশানী! যদি সে স্বপ্ন মিথ্যা হবে, কেন অমন করে সেদিন বালককে পাগল করেছিলে।"

প্রতি প্রাণে কি যে বেদনার ঝঙ্কার উঠিল, প্রতি আঁখিতে কি যে বিষাদের ঘন ছায়া নামিয়া আসিল! সভা নীরব। সে নীরবতা ভেদ করিয়া সভাগৃহের এক আঁধার কোণ হইতে হঠাৎ মন্দ্র স্বরে ধ্বনিত হইল—

"ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না, রাজন্! মানুষের বুকে সাহস ও বাহুতে যদি বল থাকে তিনি সহায়তা দান করতে কুণ্ঠিত হ'ন না।"

চকিত হইয়া শিবজী তাকাইয়া দেখিলেন সীতাপতি গোস্বামী। কয়েকদিন পূর্বেই কোথা হইতে এই গোস্বামীর আবির্ভাব। বয়সে নবীন, কিন্তু তার সুদীর্ঘ ঋজু দেহে অপূর্ব মহিমা, চোখে মুখে অপূর্ব দ্যুতি। শিবজীর নয়নে উৎসাহের হিল্লোল খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"গোঁসাইজী, অবসন্ন প্রাণে আবার উদ্যম জাগিয়ে দিলে। ধমনীতে যে রক্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল তাকে আবার তুললে নাচিয়ে। দাদাজী কানাইদেব মৃত্যু-শয্যায় বলে গেছেন 'ঈশানী তোমায় যে পথ দেখিয়েছেন সে পথই তোমার পথ। দেশের স্বাধীনতা

ফিরিয়ে আনো, হিন্দুকে রক্ষা করো।' আজ বিশ বছর পরে কি তাঁর সেই বাণী তোমার কণ্ঠে ফিরে এ'ল ? কিন্তু তিনিও বুঝি আমায় প্রবঞ্চনাই করেছিলেন।" আবার গোস্বামীর উদাত্ত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল—

"না রাজন্, তিনি সত্য কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে মাঝপথে থমকে দাঁড়াই, সে তো আমাদেরই ভীরুতা। সন্ন্যাসীর বাচালতা ক্ষমা করুন। আপনার বীর হৃদয়কেই শুধান আমার কথা সত্য কিনা। যিনি জায়গীরদার-এর স্তর হ'তে আজ রাজপদে আসীন; অসি হস্তে যিনি স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করেছেন; পর্বতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে যাঁর বীরত্বের চিহ্ন আঁকা, তিনি কি সে বীরত্ব ভুলে যাবেন ? অর্জিত স্বাধীনতা ধুলায় লুটিয়ে দেবেন ? হিন্দুরাজ্যের সৌভাগ্য-আকাশে অরুণোদয়ের আভা দেখা দিয়েছে। সে আভা অকালে সাঁঝের আঁধারে লীন হ'য়ে যাবে, রাজা ?"

সভাস্থ সকলে নিরুত্তর। শিবজীও নীরব—কেবল তাঁহার নয়ন ছুটি যেন জ্বলিতেছে। অনেক্ষণ পর তিনি গোস্বামীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন,—"গোস্বামী, আপনার সাথে পরিচয় আমার অল্প দিনের, দেবতা না মানুষ আপনি জানি না। কিন্তু দৈব বাণী হ'তেও আপনার বাণী দীপ্ত। আপনার বাণী আমার হৃদয়ে জাগিয়েছে আলোড়ন। কিন্তু একটা কথা বলুন! হিন্দু সেনাপতির প্রবল প্রতাপ, অতুলনীয় রণ-

কৌশল, অগণিত সেনা। তাঁর সাথে যুঝবার যোগ্যতা আমার কোথায়?"

সীতাপতি—"রাজপুতগণ বীর। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরাও দুর্বল হস্তে অসি ধরে না। পরাজয় আশঙ্কা করলেই পরাজয় হয়। বিপদকে তুচ্ছ করে, দৈবকে সহায় করে পথে এগিয়ে চলুন। জয়লক্ষ্মী স্বয়ং আপনাকে বরণ করে নেবেন।"

শিবজী—"কিন্তু হিন্দুর অসির মুখে হিন্দুর রক্ত ঝরবে—এতে কি কল্যাণ হবে, সন্ন্যাসী?"

সীতাপতি—"এ অপরাধ কার? যে স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করে তার? না যিনি মুসলমানের দাস হ'য়ে স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তাঁর?"

শিবজীর মনে কত লক্ষ চিন্তার ঢেউ খেলিয়া গেল—কত ছবি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু না—স্বজাতির সাথে যুদ্ধ কিছুতেই নয়—ভবানীর নিষেধ। মহারাষ্ট্র আবার স্বাধীন হইবে, আবার যুদ্ধ হইবে। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন আসে নাই। আজ জয়সিংহের সাথে যে সন্ধি হইয়াছে তাহার মর্যাদা রাখিতেই হইবে। জয়সিংহ বলিয়াছিলেন 'সত্যপালনে যদি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্ঘনেও হইবে না।' শিবজী তাহা ভোলে নাই। আরংজেব যদি সন্ধি লঙ্ঘন করে তবে সীতাপতি গোস্বামীর উপদেশ শিবজী মাথা মাতিয়া লইবে, তখন সে দুর্বল হস্তে অসি ধরিবে না।

সুতরাং দিল্লী যাওয়াই স্থির হইল। স্বয়ং জয়সিংহ

বাক্যদান করিয়াছেন সেখানে কোন বিপদ ঘটিবে না। অন্নজী কহিলেন, "আরংজেব আপনাকে কোন্ উদ্দেশ্যে আহবান করেছে কে জানে। যদি সেখানে আপনাকে সে বন্দী করে বা হত্যা করে জয়সিংহ তা কি করে রোধ করবেন?"

শিবজী—"অন্নজী, মহারাষ্ট্রে বীরের অভাব নেই। সম্রাট যদি শঠতা করেনই তবে এখানে যে আগুণ জ্বলবে তাতে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।"

শিবজীর স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আর কেহ কিছু বলিল না। রাজকার্যের ভার মুরেশ্বর, অন্নজী ও স্বর্ণদেবের উপর অর্পিত হইল। তখন মালশ্রী আসিয়া কহিল—

"রাজা, তোমার সঙ্গ ছাড়িনি কোন দিন। আজও অনু-মতি কর দিল্লী যাব তোমার সাথে।"

সজল নয়নে শিবজী অনুমতি দিলেন। সীতাপতি গোস্বামী বিদায় লইলেন; ব্রতপালনের জন্য তাঁহাকে বহু তীর্থে যাইতে হইবে।

একটা বিরাট দীর্ঘনিশ্বাস শিবজীর বুক মথিত করিয়া বাহির হইল, গোস্বামীজীর মত আর এক জনকে তিনি দেখিয়াছিলেন।

## চৌদ্দ

পাঁচশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক লইয়া শিবজী দিল্লী নগরের কিছু দূরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার হৃদয় আজ সহস্র চিন্তায় আলোড়িত। সেনাদল বিশ্রাম করিতেছে। অস্থির হৃদয় লইয়া তিনি পদচারণা করিতেছেন আর ভাবিতেছেন দিল্লী আসা কি ভাল হইল? সঙ্গে কেবল ৯ বৎসরের পুত্র শম্ভুজী। পিতার গম্ভীর মুখের লেখা হয়ত সে কিছু কিছু বুঝিতেছে। অধীনতা স্বীকারে বীর পিতার বুকে যে ব্যথা বাজিয়াছে বালক তাহা আপন অন্তরে অনুভব করিতেছে।

দূরে দেখা যায় দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজের দুর্গ-প্রাচীর। ঐ ভগ্ন দুর্গ একদিন ছিল হিন্দুরাজার প্রাসাদ, বহু-জনাকীর্ণ বিশাল নগর। এই দুর্গের আকাশে একদিন উড়িয়াছিল হিন্দুর পতাকা। সুদূর কঙ্কন প্রদেশে বসিয়াও বাল্যে শিবজী চাঁদ কবির গানে শুনিয়াছেন ঐ রাজার কীর্তি-গাঁথা..... ............................

যোদ্ধৃগণ বেষ্টিত হইয়া রাজা সভায় বসিয়া আছেন। পথে ঘাটে, প্রতিগৃহে, নদীতীরে উৎসবের হিল্লোল। প্রসাদের সম্মুখে সজ্জিত সেনা—বাদ্যধ্বনিতে নগর মুখরিত। প্রভাত-সূর্যের সোনালী রশ্মিতেও উৎসবের অজস্রতা। এমন সময় মহম্মদ ঘোরীর দূত আসিয়া রাজসভায় প্রবেশ করিল।

দূত পৃথ্বীরাজকে নিবেদন করিল—“মহারাজ, মহম্মদ ঘোরী আপনার রাজ্যের অর্ধেক মাত্র গ্রহণ করে সন্ধিস্থাপন করতে সম্মত আছেন। আপনি সম্মতি দান করুন।”

পৃথ্বীরাজ উত্তর করিলেন—“যেদিন আকাশে আর একটি সূর্যের স্থান হবে সেদিন পৃথ্বীরাজ স্বীয় রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থান দেবেন, দূত!”

দূত আবার বলিল—“মহারাজ আপনার শ্বশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরীর সাথে সন্ধি স্থাপন করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাঠোর ও মোগল সেনা একত্রই দেখতে পাবেন।”

পৃথীরাজ বলিলেন—“শ্বশুর মহাশয়কে আমার প্রণাম নিবেদন করে জানাবেন, আমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর পদধূলি গ্রহণ করব।”

* * *

তারপর আজিকার ঐ ভগ্ন দুর্গ হইতেই সমুদ্রতরঙ্গের মত অসংখ্য চৌহান সেনা বাহির হইয়া আসিল। পৃথীরাজের শৌর্যের তরঙ্গে কোথায় ভাসিয়া গেল রাঠোর—মুসলমান। মহম্মদ ঘোরী আহত হইয়া পলায়ন করিল।

স্বপ্নের মত সে সব দিন চলিয়া গেছে।

* * *

রাত্রির অন্ধকারের পর সোনালী রাগে আবার আকাশ রাঙ্গা হইয়া উঠে। কিন্তু হিন্দুর গৌরবাকাশে রাতের যে কালো ছাইয়া আছে তাহার কি আর অবসান হইবে না?

না না, আসিবে, প্রভাত আবার আসিবে। এই বিশাল কীর্তি-ক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না। ভারতের গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে।

* * *

জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ ও একজন সৈনিক সম্রাটের আদেশে শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। শম্ভুজীর দুই চোখ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল—

"পিতা, আপনাকে নিয়ে যেতে কেবলমাত্র দুইজন সৈনিক পাঠালেন!" শিবজীও এই অপমানে ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু সে ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া দূতদিগকে সাদরে শিবিরে অভ্যর্থনা করিলেন। রামসিংহ পিতার মতই তেজস্বী, পিতার মতই ধর্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। যুবকের সরল মনখানির ছবি তাহার মুখেই প্রতিফলিত। ঔরঙ্গজেবের কোন অভিসন্ধি আছে কিনা কথাচ্ছলে জানিতে চেষ্টা করিয়া শিবজী দেখিলেন রামসিংহ কিছুই জানেন না। বরং নির্ভীক যুবক তাঁহার প্রশ্নে ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—

"মহারাজ, আপনার অবস্থায় হ'লে অসির ওপর ভর করে চিরকাল পর্বতে বাস করতাম। কিন্তু পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসতে পরামর্শ দিয়েছেন তখন এসে ভালই করেছেন। আপনার কোনো বিপদ হবেনা বলে পিতা বাক্য দান করেছেন। সে সম্বন্ধে তিনি আমাকেও উপদেশ

দিয়েছেন। রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন হয় না। পিতার বাক্য যাতে বিফল না হয় এ দাস সে বিষয়ে যত্নবান থাকবে"।

শিবজীর মন কিছু স্থির হইল। বেলা বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়িতেছে তাই তখনই সকলে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথের দুইদিকে প্রাচীন মুসলমান-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। মুসলমানেরা প্রথম দিল্লী জয় করিয়া পৃথ্বীরাজের দুর্গের পাশেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। সে রাজধানী আজ নাই, আছে প্রথম সম্রাটদের নির্মিত মস্‌জীদ্‌, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। আর তারই বুকে জগদ্বিখ্যাত কুতুবমিনার মেঘলোকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তারপর নূতন নূতন সম্রাটগণ নূতন প্রাসাদ তৈরী করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া ক্রমে নগর উত্তর দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল।

তারপরে লোদীবংশীয় সম্রাটদের প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির। পাঠান রাজত্বের সময়ে দিল্লী এইখানে সরিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক রাজার কবরের উপর এক একটি গম্বুজ। তারপরে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির। ইহার কিছু দূরে 'চৌষট্‌ খাম্বা' অর্থাৎ ৬৪টি খাম্বার উপর নির্মিত বিশাল অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান। পৃথ্বীরাজের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে মনে হইল এই পথেই ভারতের ইতিহাস লেখা।

দিল্লীর প্রাচীরের নিকট আসিলে রামসিংহ সগর্বে একটি মন্দির দেখাইলেন—রাজা জয়সিংহের তৈরী মান-মন্দির। বহু দেশের পণ্ডিতেরা রজনীতে নক্ষত্রগণনার জন্য এখানে সমবেত হন।

দিল্লীর তোরণে প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অশ্ব থামাইলেন। ভাবিয়া দেখিলেন এখনও স্বাধীন আছেন; পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারেন। কিন্তু তখনই মনে পড়িল জয়সিংহের বাক্যদান; তাকাইয়া দেখিলেন রামসিংহের উদার মুখমণ্ডলের দিকে আর কোষস্থ অসি ভবানীর দিকে। তারপরে দ্বারে প্রবেশ করিলেন।

শুধু দেবতা জানিলেন সেই মুহূর্ত হইতে শিবাজী বন্দী হইলেন।

---

# পোনের

দিল্লীতে আজ মহা সমারোহ। আরংজেব নিজে জাঁকজমকপ্রিয় না হইলেও শিবজীকে মোগল-সম্রাটের অর্থবল ও বিরাট শক্তির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলেন। মোগলের কাছে মহারাষ্ট্র কত তুচ্ছ তাহা শিবজী বুঝুন; আর বুঝুন সর্ব-শক্তিমান দিল্লীশ্বরের সাথে তাঁর যুদ্ধ করা কেবল নিরর্থক স্পর্ধা। সে জন্যই আজ দিল্লীতে মহাসমারোহ।

বিপনিতে বিপনিতে আজ মহামূল্য পণ্যের সারি। পথে পথে সুসজ্জিত নাগরিক, হস্তী, অশ্ব, শিবিকা, গজের ভীড়; কাতারে কাতারে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা। দূর হইতে জুম্মা মস্‌জিদের শুভ্র গম্বুজ দেখা গেল। সম্রাট সাজাহান বিপুল অর্থব্যয়ে এই মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। মস্‌জিদের রক্ত-প্রস্তরের প্রাচীর বহুদূর-বিসারী, মিনার দুইটী আকাশের বুক চিরিয়া উঠিয়াছে মেঘলোকে। মস্‌জিদের অনতিদূরে প্রাসাদ।

'দেওয়ান্ ই আম্' এ আজ সভা বসে নাই, বসিয়াছে 'দেওয়ান্ ই খাস্' এ। শ্বেত মর্মরে তৈরী এই সভাগৃহখানি বিচিত্র কারুকার্যের রূপলীলায় মায়াময়। রত্ন-মাণিক্য-খচিত ময়ূরসিংহাসনে সম্রাট ঔরঙ্গজেব আসীন। তাঁহার চারিদিকে

রজত-বেষ্টনী। তাহার বাহিরে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজগণ, মনসবদার, আমীর, ওমরাহ্ ও সেনাপতিগণ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান।

রামসিংহ ও শিবাজী সভায় উপস্থিত হইলেন। রামসিংহ তাঁহার পরিচয় দিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দিল্লীর উৎসব সমারোহ দেখিয়াই শিবজী আরংজেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; এখন তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিলেন। মহারাষ্ট্র-শিরোমণি একজন সামান্য কর্মচারীর ন্যায় নতশিরে রাজসদনে দণ্ডায়মান। শিবজীর শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। কিন্তু তিনি নিরুপায়। সামান্য কর্মচারীর ন্যায় তস্‌লিম করিয়া তাঁহাকে নজর দিতে হইল। নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের সহিত সম্রাট্ নজর গ্রহণ করিলেন। তারপর তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট করিলেন পাঁচহাজারী মনসব্‌দারদের মধ্যে। শিবজীর দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল, ক্রোধে দেহ কাঁপিতে লাগিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন "শিবজী পাঁচহাজারী! সম্রাট মহারাষ্ট্রে গেলে দেখতে পাবেন কত পাঁচহাজারী শিবজীর ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সম্রাট মনে রাখবেন শিবজী দুর্বল হস্তে অসি ধারণ করে না!"

প্রয়োজনীয় কার্যের পর সভা ভঙ্গ হইল। রোষে অপমানে জর্জরিত হইয়া শিবজী সন্ধ্যার সময় তাঁহার নির্দিষ্ট গৃহে ফিরিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সংবাদ আসিল দরবারে

অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য শাস্তি-স্বরূপ শিবজী রাজদর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। রাজসভায় আর তাঁহার স্থান হইবে না।

শিবজী বুঝিলেন বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে। ঔরংজেব তাহাকে বন্দী করিবার জন্য ধীরে ধীরে জাল পাতিতেছেন। আজ মনে পড়িল সীতাপতি গোস্বামীর কথা—যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন তিনি।

সাবধান ঔরংজেব ! তোমার এই চাতুরী দিয়ে মহারাষ্ট্রে যে সমরানল জ্বালিয়ে তুলবে, বিপুল এই মোগল সাম্রাজ্য তাতে ধ্বংশ হয়ে যাবে।

---

## ষোল

কয়েকদিনের মধ্যেই শিবজী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন তিনি চিরকালের মত আরংজেবের বন্দী। আরংজেব তাঁর কারাগারে শিবজীর সাথে সাথে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতাও বন্দী করিবেন এই তাঁর উদ্দেশ্য। শিবজী দেখিলেন ক্রোধে লাভ নাই, এ বন্দিত্ব হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করাই এখন বুদ্ধির কাজ। তিনি বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্থের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনেক যুক্তির পর স্থির হইল প্রথমে সম্রাটের নিকট দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করাই উচিত। প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইলে অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ন্যায় শাস্ত্রী পণ্ডিত—তিনিই শিবজীর দৌত্য গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বয়ং আবেদনপত্র রচনা করিয়া সম্রাটের নিকট লইয়া গেলেন। পত্রে লিখিত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের উত্তর সম্রাট দিলেন কেবল শিবজীর স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে নীরব রহিলেন।

সুতরাং এবার পলায়নের পালা। সে পথ আবিষ্কারের চিন্তাই এখন শিবজীর নিদ্রা জাগরণের সাথী।

কয়েকদিন পরে। শিবজী গবাক্ষের পাশে বসিয়া আছেন। অন্তরে চিন্তার সীমাহীন তরঙ্গ। সূর্য অস্ত গিয়াছে, দিনের

আলো ধীরে ধীরে রাতের কালোয় মিলাইয়া যাইতেছে। রাজপথে জন-সমুদ্র।

ক্রমে রাত্রি হইল। রাজধানীর কোলাহল শান্ত হইয়া আসিল, পথে লোকের আনাগোনা বিরল হইতে লাগিল; দোকান-পাট এক এক করিয়া বন্ধ হইল। আকাশের নীল পটে দু একটি করিয়া তারার চুম্‌কি ফুটিয়া উঠিল। শিবজী পূবের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যমুনা নদী সন্ধ্যার শান্তি অঙ্গে মাখিয়া সাগরের পানে চলিতেছে।

জুম্মা মস্‌জিদ হইতে আজানের মন্দ্র গভীর ধ্বনি ঘরে ঘরে কোন অজানার ডাক পাঠাইয়া ধীরে ধীরে উর্ধ্বলোকে উঠিয়া গেল। শিবজী স্তব্ধ হইয়া সে ধ্বনি শুনিলেন—তাঁহার অন্তরও বুঝি স্পন্দিত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলেন কালো আকাশের পটে মস্‌জিদের শুভ্র গম্বুজের অস্পষ্ট ছায়া-রেখা আঁকা—কিছু দূরে দুর্গের রক্তবর্ণ মেঘচুম্বী প্রাচীর আকাশপ্রান্তে পর্বতশ্রেণীর মত আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে।

রাত্রি আরও গভীর হইল—শিবজী তখনও চিন্তামগ্ন। কত ছবি আজ স্মরণে ভাসিয়া আসিল। মনে পড়িল বাল্যের স্বপ্ন, বাল্যের আশা, ভরসা, সাথিদের কথা; বীর পিতার কথা, পিতৃতুল্য দাদাজী কানাইদেবের কথা যাঁর চরণতলে শিবজীর বাল্যের শিক্ষা, দীক্ষা প্রেরণা; বীর মাতা জীজী যিনি শিশু শিবজীর কাণে স্বাধীনতার মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন—

বালক শিবজীকে বীর ব্রতে দিয়াছিলেন দীক্ষা, বিপদে দিয়াছেন আশ্বাস, আহবে দিয়াছেন উৎসাহ··················তারপর যৌবনের পণ······বিজয় অভিযান। একের পর একে কত দুর্গ বিজয়, কত দেশ জয়। কত সঙ্কটের মেঘ ঘনাইয়াছে, কত বাধা কত বিঘ্ন পথের দুর্গমতাকে কঠিনতর করিয়াছে···············কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী তাহারই কপালে জয়টিকা পরাইয়াছেন বারে বারে।······আজ কি সব ব্যর্থ হইবে !·········

হঠাৎ শিবজীর কাছে কাহার ছায়া পড়িল। বিস্মিত হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চোখ রাখিয়া অসিতে হাত দিলেন। সে সব গ্রাহ্য না করিয়া ছায়া ধীরে ধীরে গবাক্ষ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আগন্তুকের সন্ন্যাসীর বেশ। একি শিবজীকে হত্যার জন্য সম্রাটের চর ? কে এ সন্ন্যাসী ?

সন্ন্যাসী সম্মুখে আসিয়া 'মহারাজের জয় হোক' বলিয়া অভিবাদন করিল।

শিবাজী কণ্ঠস্বরে চিনিলেন—এ সীতাপতি গোস্বামী। বিস্ময়ে আনন্দে তিনি দিশাহারা হইলেন। সীতাপতিকে আলিঙ্গন করিয়া দীপ জ্বালিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"রায়গড়ের সংবাদ কি বন্ধু ! সেখান থেকে এতদূরে, তার ওপর এই গভীর রাতে চোরের মত জানালা ডিঙ্গিয়ে এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কি বলতো ?

সীতাপতি বলিলেন—"রায়গড়ের সবই কুশল; যোগ্য পাত্রেই রাজ্যের ভার অর্পণ করে এসেছেন। তারপর এখানে আসা? ব্রতসাধনের জন্য আমাকে দেশে দেশে ঘুরতে হয় তাতো মহারাজের অজানা নাই। আমার পথই আমায় আজ এখানে নিয়ে এল। তারপর মহারাজের দর্শন যখনই লাভ করি তখনই আমার সৌভাগ্য, রাতই কি আর দিনই কি!"

শিবজী—"কিন্তু বন্ধু, খট্‌কা লাগছে। বিশেষ কারণ না থাকলে—"

সীতাপতি—"মহারাজ, আপনিই আগে বলুন, এখানে এসে কুশলে আছেন তো?"

শিবজী—"শরীরের কুশল আছে বৈকি! কিন্তু শত্রুর ব্যূহের মধ্যে মনের কুশল কোথায় আর মেলে?"

সীতাপতি—"সম্রাটের সঙ্গে তো মহারাজের সন্ধি হয়েছে, তবে শত্রু কোথায় আর?"

শিবজী—"সর্পের সাথে ভেকের সন্ধি কতক্ষণ থাকে? সীতাপতি! তুমি জানো সব আর লজ্জা দিওনা। তখন তোমার কথা শুনলে আজ আর এ দশা হ'তনা।"

সীতাপতি—"সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করে আপনি এখানে এসেছেন। সে বিশ্বাস যিনি ভেঙ্গেছেন অপরাধ তাঁর, আপনার নয়। খলতার জয় নেই প্রভু! ঔরংজেব নিজের পাপের আগুনে পুড়ে মরবে নিজে। আপনি রায়গড়ে যে কথা বলে এসেছেন তার প্রতি অক্ষর প্রতি মহারাষ্ট্র-বাসীর বুকে

জেগে আছে। সম্রাটের বিশ্বাসঘাতকতায় মহারাষ্ট্রে সমরানল জ্বলে উঠবে—মোগল সাম্রাজ্য তাতে বুঝি ভস্ম হয়ে যাবে, মহারাজ!"

চারিদিকে নৈরাশ্যের জমাট-বাঁধা আঁধারের মধ্যে আশার ফুলঝুরি খেলিয়া গেল। শিবজী বলিলেন—

"সে আশা এখনও ছাড়িনি। আরংজেব দেখবে মহারাষ্ট্র বেঁচে আছে এখনও। কিন্তু ভাবছি আমার বীর সেনারা যখন আমার জন্য হাসিমুখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে—আমি কি এমনি করে দিল্লীতে বসে থাকব? অতগুলো দরদ-ভরা প্রাণের বিনিময়ে নিজের আরাম কিনব?"

সীতাপতি—"বাতাসকে যেদিন সম্রাট জালে বাঁধতে পারবেন সেদিনই তাঁর পক্ষে আপনাকে বাঁধা সম্ভব হবে।"

শিবজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তবে বুঝি, বন্ধু, শিবজীর মুক্তি-পথের নির্দেশ নিয়ে এসেছ?"

সীতাপতি—"প্রভুর তীক্ষ্ণদৃষ্টির কাছে কিছু গোপন রাখা সম্ভব নয়। সত্যি কিছু উপায় করে এসেছি। একটু ছদ্মবেশ ধরতে হবে মহারাজ! ছদ্মবেশ পরে এখান থেকে বের হ'তে হবে রাতে। দিল্লীর পূর্বদিকের প্রাচীরের গায়ে এক জায়গায় শলাকা-বিদ্ধ রয়েছে। তার সাহায্যে প্রাচীর লঙ্ঘন করা অসম্ভব হবেনা আপনার পক্ষে। প্রাচীরের বাইরে নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধাই থাকবে। সেই নৌকা নিমেষে আপনাকে মথুরায় নিয়ে যাবে। সেখানে প্রভুর অনেক মিত্রই রয়েছেন

—দেবালয়ের অনেক হিন্দু পুরোহিত আছেন। তাদের সাহায্যে মহারাষ্ট্রে ফিরে যাবেন।”

শিবজী—“প্রাচীর লঙ্ঘনের সময় কেউ যদি আমায় দেখে ফেলে তবে প্রাণটা নিয়ে পালানো যে ঘটে উঠবেনা”।

সীতাপতি—“সে ভয় নাই। কাছেই মহারাজের দশজন তীরন্দাজ গা ঢাকা দিয়ে আছে। কেউ যদি আপনাকে দেখতেই পায় বা বাধা দেয় তবে তারও প্রাণটা নিয়ে ফিরে যাওয়া ঠিক তেমন সুবিধার হবে না। তারপর নৌকার মাল্লারাও আপনারই যোদ্ধা এবং তারাও ছদ্মবেশের তলায় বর্ম-তূণে সজ্জিত হয়েই এসেছে।”

শিবজী—“তা যেন হ'ল! আমার তো পালাবার পথ হ'ল। কিন্তু আমার পুত্র কোথায় থাকবে? তারপর আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী প্রিয় বন্ধু তন্নজী, সৈন্যদল এদের কার হাতে রেখে যাব? সম্রাটের কোপানল হ'তে এরা কি অব্যাহতি পাবে”?

সীতাপতি—“রঘুনাথ পন্থজী, তন্নজী ও শম্ভূজী আজ আপনার সাথেই যেতে পারবেন। আর আপনার সেনারা এখানে থাকলে কোন ক্ষতি হবে না। কেবল তাদের দিয়ে সম্রাটের লাভ হবেনা, দুদিনেই তাদের বিদায় দেবেন।”

শিবজী—“আরংজেবকে জানা নাই তোমার। ভুলে গেছ সিংহাসনের লোভে ভ্রাতৃবধও তার দ্বারা সম্ভব হয়েছিল।”

সীতাপতি—মহারাষ্ট্র বীরগণ তাদের প্রভুর জন্য কঠিনতম পীড়নও হাসিমুখে মাথা পেতে নেবে।”

শিবজী খানিকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া তাহার পর শান্ত-ভাবে বলিলেন—"অনেক কষ্ট করেছ বন্ধু, তারজন্য কৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু শিবজী তার বিশ্বস্ত ও অনুগত সহচরদের বিপদে রেখে আপনার উদ্ধার চায়না। এ ভীরুতা তার দ্বারা কোন-মতে সম্ভব হবে না।"

সীতাপতি—"কিন্তু অন্য কোনো উপায় নাই।"

শিবজী—"তবে সময় দাও, বন্ধু! শিবজীর জীবনে বিপদ এই প্রথম নয়। বিপদ নিজেই শিবজীকে পথের সন্ধান দিয়ে এসেছে বারে বারে! এবারও দেবে।"

সীতাপতি—"আর সময় নাই রাজা। আজ পালান নইলে কাল চারিদিকে বাধার যে প্রাচীর গড়ে উঠবে, তা দুর্লঙ্ঘ্য"।

শিবজী—"জানিনা ভবিষ্যতের কি ইঙ্গিত পেয়েছ। কিন্তু তাও যদি হয়, শিবজীর অন্য উত্তর নাই। আশ্রিতকে বিপদে ফেলে শিবজী কোনমতে আত্মরক্ষার পথ খুঁজবে না। এ ক্ষাত্রধর্ম নয়, গোস্বামী।"

সীতাপতি—"বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেওয়াও ক্ষাত্রধর্ম। প্রভু, ফিরে যান মহারাষ্ট্রে, সেখানে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তুলুন—আরংজেবের পাপরাজ্য ধ্বংশ করুন"।

শিবজী—"যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা, বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি তিনি দেবেন, সীতাপতি। কিন্তু শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করবে না।"

সীতাপতি—"ভেবে দেখুন, রাজা! কাল থেকে আপনি বন্দী।"

শিবজী—"শিবজীর প্রতিজ্ঞা তবু ভঙ্গ হবে না।"

সীতাপতি আর কি বলিবেন। শিবজী তাকাইয়া দেখিলেন তাহার চক্ষে বিশ্বের বেদনা; তখন তাহার হাত ধরিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, "অপরাধ মার্জনা করো, সীতাপতি! তোমার ভালোবাসা, রায়গড়ে তোমার বীরবাণী, আমার প্রাণরক্ষার জন্য তোমার যত্ন, এ আমার হৃদয়ে চিরদিন আঁকা থাকবে। তুমি বরং আমার কাছে থাক। আমার বন্দিত্ব সহজ হয়ে উঠবে। তারপর দেখা যাক সকলের উদ্ধারের কোন পথ হয় কিনা।

সীতাপতি—"জগদীশ্বর জানেন আপনার সঙ্গই আমার বড় তীর্থ। কিন্তু তবুও আমার ব্রতসিদ্ধির জন্যই আমায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হবে।

শিবজী—"কি অসাধারণ ব্রত তোমার জানিনা। কি তোমার ব্রত সীতাপতি?"

সীতাপতি—"সব বলা এখন সম্ভব নয়। তবে ব্রতের একটি বিধানে দিনের আলোয় রাজদর্শন নিষিদ্ধ।"

শিবজী—"কেন এ কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছ?"

সীতাপতি—"বিধির বিধান। বাল্য হতে দেবতা বলে জেনে যাঁর নাম জপেছি তাঁরই প্রসন্নদৃষ্টি হতে বঞ্চিত হয়েছি। এ দুর্ভাগ্য নিরসনের জন্যই এ ব্রত।"

শিবজী—"এ ব্রতের বিধান তোমায় কে দিল ?"

সীতাপতি—"ঈশানী মন্দিরে একজন আমায় এ ব্রতে দীক্ষা দিয়েছেন। আজও সময় হয়নি রাজা। যদি আমার ব্রত পূর্ণ হয় তবে আপনার কাছে সব নিবেদন করব, নয়ত ব্রত-সাধনেই এ প্রাণ বিসর্জন দেব। এ ক্ষুদ্র জীবন দিয়ে যাঁর পূজার নৈবেদ্য সাজিয়েছিলাম তাঁর পূজাতেই যদি না লাগলাম তবে কি হবে এজীবন দিয়ে ?"

শিবজী—"সত্য কথা বলেছ, সীতাপতি। এর বাড়া বেদনা নাই।"

সীতাপতি—"প্রভু কি তাহ'লে এ যাতনা কখনও ভোগ করেছেন ?"

শিবজী—"আমি একজন নির্দোষ বীর পুরুষকে এ যাতনা দিয়েছি। তার কথা আমায় বড় বেদনা দেয়।"

সীতাপতি—"সে হতভাগার নাম কি ?"

শিবজী—"রঘুনাথজী হাবিলদার"।

সহসা দীপ নিভিয়া পেল। শিবজী দীপ জ্বালাইতে গেলে সীতাপতি নিষেধ করিয়া বলিলেন—"প্রয়োজন নাই দীপের, আপনি বলুন।"

শিবজী বলিয়া চলিলেন "তিন বৎসর আগে রঘুনাথ আমার কাছে এসে সৈনিকের কাজে নিযুক্ত হয়। বালক তখন সে, কিন্তু কি ঔদার্য, কি দীপ্তি মাথান ছিল সে মুখ-খানায়। তোমার মত তার উন্নত-ললাট, আয়ত উজ্জ্বল দুই

চোখ। তোমার চেয়ে বয়স তার কম ছিল—কিন্তু ছোট বুকখানায় ছিল দুর্দমনীয় বীরত্ব, অসীম সাহস। সীতাপতি, তুমি যেন তারই ছবি। তোমায় দেখলে তারই কথা আমার মনে পড়ে। প্রথম দর্শনের দিনেই তার সত্যকার রূপ আমার কাছে ধরা দিয়েছিল। আমার নিজের একখানা অসি তাকে দিয়েছিলাম, রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করেনি। ছায়ার মত আমার সাথে সাথে থেকেছে; যুদ্ধের সময় শত্রু-ব্যূহ ভেদ করতে সকলের আগে ছুটে গিয়েছে বীর বিক্রমে। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে এক যুদ্ধে আমার প্রাণ সে রক্ষা করেছিল; তারই শৌর্যে এক দুর্গম গিরি-দুর্গ জয় সম্ভব হয়েছিল। সেই বিশ্বাসী বীর বালককে আমি অপমান করে দূর করে দিলাম। সেদিন বুঝি আমি অন্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আমার অবিচার মাথা পেতে নিয়ে কথাটি না কয়ে সে ধীরে ধীরে চলে গেল।”

শিবজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। দুই গাল বাহিয়া অশ্রুর প্রবাহ নামিয়া আসিল। মুহূর্তের পর মুহূর্ত গড়াইয়া চলিল—দুজনই নীরব। তারপর সীতাপতি বলিলেন—“দোষীর দণ্ডবিধান করে রাজধর্ম পালন করেছেন।”

শিবজী—“রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শ করে না, সীতাপতি। আমিই অন্ধ হয়েছিলাম। রঘুনাথের যুদ্ধ-স্থানে আসতে দেরী হয়েছিল, আমি বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করলাম তাকে। রাজা জয়সিংহ পরে অনুসন্ধান করে জানলেন রঘুপতি তাঁর একজন পুরোহিতের কাছে আশীর্বাদ গ্রহণ

করতে গিয়েছিল। শুনেছি সেই অপমান রঘুনাথ সইতে পারেনি, সে প্রাণ ত্যাগ করেছে। সে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল আর তার প্রতিদানে আমি তাকে হত্যা করলাম।"

অব্যক্ত বেদনায় শিবজীর ভাষা মূক হইয়া গেল। অনেক-ক্ষণ পরে ডাকিলেন—"সীতাপতি!" কোনও উত্তর পাইলেন না। প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলেন—ঘরে কেহ নাই।

---

## সতের

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিলেই শিবজী দেখিলেন তাঁহার গৃহ সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত। কাহারও বাহির হইতে ভিতরে আসা এবং ভিতর হইতে বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ। শিবজী আরংজেবের বন্দী। তাঁহার সীতাপতির কথা স্মরণ হইল।

শিবজী স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রার্থনা করা অবধি আরংজেবের মনে সন্দেহ হইয়াছে। সেই জন্যই তাহার এই বন্দিত্ব; সীতাপতি ইহা বুঝিতে পারিয়াই পলায়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

একটার পর একটা ঘটনা শিবজীর মনে পড়িল। সম্রাট প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর করিয়া দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করেন। তারপর প্রকাশ্য দরবারে অপমান, রাজ-দর্শন নিষেধ, দেশে ফিরিয়া যাওয়ার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান, অবশেষে এই কারাগার। রোষে শিবজী গর্জিয়া উঠিলেন—"আরংজেব, শিবজীকে চেননি। চতুরতায় শিবজীও শিশু নয়। তোমার ঋণ সে পরিশোধ করবে।"

তাহার পর তিনি মন্ত্রী রঘুনাথ পন্থজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে বলিলেন "মন্ত্রীবর, আরংজেবের খেলা আমাদেরও খেলতে হবে। আপনাদের আশীর্বাদে শিবজীর হাত এ খেলায় কাঁচা নয়।"

মন্ত্রীর সাথে আলোচনায় স্থির হইল সম্রাটের কাছে অনুচরদের দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করা হইবে। শিবজী বন্দী, সুতরাং তাঁহার অনুচর সংখ্যা কমিলে সম্রাট অসন্তুষ্ট হইবেন না।

তাহাই হইল। আবেদন মঞ্জুর হইল। সম্রাট অতি সন্তুষ্ট মনে শিবজীর প্রত্যেক অনুচরের নামে এক একখানা অনুমতি পত্র তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শিবজী মনে মনে বলিলেন– "মূর্খ! এখন যদি ছদ্মবেশে একখানি অনুমতি পত্র নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করি, কি করতে পারো। কিন্তু শিবজী তা করবে না, আপনার পথ সে আপনিই করবে।"

নিমন্ত্রিত অতিথির উপর সম্রাটের এই ব্যবহারে জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ্‌গণ সকলেই লজ্জিত হইয়াছেন। কিন্তু সম্রাট বড় সুখী—স্পর্ধিত শত্রু জালে বাঁধা পড়িয়াছে। জ্ঞান-বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, সৌম্য, শান্ত, ধর্ম-প্রাণ দানেশ মন্দ্‌ আসিয়া বৃথাই সম্রাটের দুয়ারে শির হানিয়া গেলেন। বৃদ্ধের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য রাজকর্মে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া সম্রাট তাঁহাকে মর্যাদা দেন বটে কিন্তু সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধের উপদেশ প্রায়ই তাঁহার মনোমত হয় না। সম্রাট শিবজীকে সসম্মানে দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিন এই আবেদন লইয়া দানেশ মন্দ্‌ তাহার নিকটে আসিলেন। আরংজেব তাহাকে বলিলেন যে শিবজী ধূর্ত হউক, বিদ্রোহী হউক, কিন্তু বীর। বীরের উপযুক্ত মর্যাদা তাহাকে দিবার জন্যই দিল্লীতে

তাঁহার নিমন্ত্রণ। কিন্তু মূর্খ শিবজী দরবারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছে। উদার সম্রাট তাহাকে শাস্তি না দিয়া কেবলমাত্র রাজ-সভায় আগমন নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু এখন সে নাকি আবার দিল্লীর বুকে বসিয়াই অনেক সাধু সন্ন্যাসীও বিদ্রোহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছে। কোন অনিষ্ট করিতে না পারে কেবল সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রহরীর বন্দোবস্ত। কয়েকদিন পরেই খেলাৎ দিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়া হইবে।

দানেশ মন্দ্ আরংজেবের কূটবুদ্ধি বুঝিতে পারিলেন। নম্রভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন শিবজীকে বন্দী করিয়া রাখিলে নানা লোকে নানা কথা বলিবে। কিন্তু আরংজেব তাঁহাকে জানাইলেন যে মন্দ লোকের মন্দ কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। শিবজীকে তাঁহার ঔদ্ধত্যের জন্য সাবধান করিয়া দিয়া তিনি রাজকর্তব্য করিয়াছেন, ইহার পর তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সম্রাটের উপযুক্ত দয়ার পরিচয় দিবেন।

দানেশ মন্দ্ বুঝিলেন আরংজেবকে বুঝাইয়া সৎপথে আনা সহজ নহে। তবুও তিনি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন।

বলিলেন—"জাঁহাপনার হৃদয় মহৎ। এমনি উদারতা ও মহত্ত্ব দিয়ে পরলোকগত সম্রাট আকবর শাহ্ তাঁর সাম্রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম যখন তিনি

সিংহাসনে আরোহন করেন সমগ্র সাম্রাজ্য শত্রু-সংকুল ছিল; রাজস্থান, বিহার, দাক্ষিণাত্যে ছিল বিদ্রোহ। কিন্তু বিশ্বাস ও স্নেহের বাঁধনে তিনি পরম শত্রু রাজপুতদেরও বেঁধে ফেলেছিলেন। এই রাজপুতরাই অবশেষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হয়ে কাবুল হ'তে বঙ্গদেশ পর্যন্ত মোগলের বিজয়-পতাকা উড়িয়েছিল। মোগলের বাহুতে শক্তির অভাব নেই, জাঁহাপানা। কিন্তু এ বিজয় কেবল বাহু বলেই সম্ভব হয়নি। আকবর-শাহ্ প্রেম দিয়ে, ন্যায় দিয়ে শত্রু, মিত্র, হিন্দু, মুসলমান সকলেরই হৃদয় জয় করেছিলেন, তবেই না এই বিশাল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে শিবজী অনেক সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে সম্রাট ভালোই করেছেন। আজীবন শিবজী মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ-স্বরূপ থাকবেন।"

আরংজেব—"দানেশ মন্দ্! অপরাধ নেবেন না। রাজ্য-শাসনে আরংজেব পরের সাহায্য চায় না। কাকেও সে বিশ্বাস করে না।"

দানেশ খন্দ—"বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন সহায়তা ভিন্ন সম্ভব নয়, জাঁহাপনা। সর্ব স্থানে, সর্ব সময় আপনি উপস্থিত থাকতে পারেন না, কাজেই প্রতিনিধির প্রয়োজন।"

আরংজেব—"প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে হবে বৈকি। কিন্তু ভৃত্য থাকবে ভৃত্যের মত। ক্ষমতা থাকবে রাজার। আজ

ক্ষমতা দিলে কাল তারা প্রভু হ'তে চাইবে ; সে ক্ষমতা আরংজেব কাউকে দিতে চায় না। আসমুদ্র-হিমাচল সে একা শাসন করতে পারবে, কারো সাহায্য তার প্রয়োজন হবে না। আলম্‌গীর তার নিজের নাম সার্থক করবে।"

আরংজেবের কোন কূটবুদ্ধি, কোন মন্ত্রণা কাহারও কাছে কোনদিন প্রকাশ হয় নাই। আজ কথায় কথায় তাহার মনের দ্বার খুলিয়া গেল। কিন্তু উদার-চরিত্র দানেশ মন্দের কাছে কিছু প্রকাশ হইলে কোন হানি নাই, ইহা আরংজেব জানিতেন। কিন্তু সেদিন যদি বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিতেন তবে মোগল-সাম্রাজ্য বুঝি এত শীঘ্র ধ্বংস হইত না।

রামসিংহ আসিয়া সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়াইল। জয়সিংহ দাক্ষিণাত্যের সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বড় অল্প, সেজন্য নগর এখনও হস্তগত হয় নাই। বিশেষ করিয়া গলখন্দের সুলতান বিজয়পুরের সাহায্যে বহু সৈন্য পাঠাইয়াছেন। জয়সিংহ শত্রুবেষ্টিত। আরও সৈন্য প্রয়োজন। বিজয়পুর অধিকৃত হইলেই দাক্ষিণাত্যে মোগল-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এমন অবস্থায় অন্য কোনো সম্রাট হইলে সৈন্য পাঠাইয়া দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পূর্ণ করিতেন। কিন্তু আরংজেবের রীতি অন্য প্রকার। জয়সিংহ প্রতাপান্বিত সেনাপতি, তাঁর যশের সৌরভ দেশে বিদেশে ছড়াইয়াছে, শক্তি তাঁর অসীম। আরংজেব তাঁর কোন সেনাপতিকে এত শক্তি দিয়া বিশ্বাস

করিতে পারেন না। এ যুদ্ধে জয়সিংহের পরাজয় হইলে তাঁর যশঃ ম্লান হইয়া যাইবে। আর যদি বিজয়পুরের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু ঘটে তবে আরংজেবের পথ হইতে একটি কাঁটা সহজেই সরিয়া যাইবে। তাই রামসিংহের কাতর মিনতিতে সম্রাট শুধু বলিলেন—"আপনার পিতার বিপদের সংবাদ আমায় মর্মাহত করেছে। কিন্তু বর্তমানে দিল্লীতে সৈন্যসংখ্যা বড় কম। তাই এ সময়ে সাহায্য প্রেরণ সম্ভব নয়। আপন বাহুবলে তিনি জয়লাভ করেন সম্রাট এই কামনা করেন।"

রামসিংহের প্রার্থনা ব্যর্থ হইল। তাহার বুকখানা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল—বিপদের এই বেড়াজাল হইতে পিতার উদ্ধার নাই। অনেকক্ষণ নীরবতার পর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, "প্রভু, আমার আর একটি প্রার্থনা আছে।"

আরংজেব—"নিবেদন করুন।"

রামসিংহ—"শিবজী যখন দিল্লী আগমন করেন, পিতা তাঁকে বাক্যদান করেছিলেন, এখানে তাঁর কোন বিপদ হবে না।"

আরংজেব কেবল বলিলেন—"জানি।"

রামসিংহ সকাতরে বলিলেন—"রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন তার মরণের বাড়া। পিতার ও আমার প্রার্থনা শিবজীর কোন অপরাধ হয়ে থাকলে নিজগুণে ক্ষমা করে তাকে বিদায় দিন।"

আরংজেব ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "সম্রাট তাঁর কর্তব্যাকর্তব্য জানেন রামসিংহ।"

দানেশ মন্দ্ ও রামসিংহ উভয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শিবজী ও জয়সিংহ উভয়েই প্রাণ দিয়া সম্রাটের কার্য করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের বিপুল ক্ষমতা সেই অপরাধে সম্রাট তাহাদিগকে বিশ্বাস করিলেন না। ফলে আরংজেব স্বহস্তে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ বপন করিলেন।

---

## আঠার

শিবজীর কঠিন পীড়া। সমস্ত দিল্লী এই সংবাদে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। দিনরাত শিবজীর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ, বৈদ্য আসা যাওয়া করিতেছে। আজ তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক, কাল পর্যন্ত প্রাণের মেয়াদ থাকিবে কি না সন্দেহ। কখনও কখনও সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে শিবজী ইহ-লোকে নাই। হাটে, ঘাটে, রাজপথে সকলের মুখে একই আলোচনা।

আরংজেব ঘন ঘন সংবাদ লইতেছেন, সকলের নিকট শিবজীর জন্য গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে উল্লাস—সুযোগ বুঝি আসিয়াছে, বিনা আয়াসেই বোধহয় মুস্কিল আসান হইবে, মন্দলোকের মন্দ কথার ভাগী হইতে হইবে না।

সন্ধ্যাবেলা একজন বৃদ্ধ সৌম্য-দর্শন মুসলমান হাকিম শিবজীর গৃহদ্বারে শিবিকা হইতে নামিয়া প্রহরীদের জানাই-লেন সম্রাটের আদেশে তিনি শিবজীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। সসম্মানে প্রহরীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যায় শায়িত। ভৃত্য সংবাদ লইয়া আসিল সম্রাট হাকিম পাঠাইয়াছেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন বিষ-প্রয়োগের জন্যই সম্রাটের এ ছল। তিনি,

ভৃত্যকে আদেশ দিলেন—"হাকিম সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বলো হিন্দু কবিরাজ আমার চিকিৎসা করছে। সম্রাটের অনুগ্রহের জন্য আমার অশেষ ধন্যবাদ!"

ভৃত্য আদেশ লইয়া ঘর হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হাকিম সাহেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শিবজী ক্রোধ চাপিয়া ক্ষীণস্বরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া শয্যার পাশে বসাইলেন।

আকৃতি দেখিয়া হাকিমের প্রতি কোনো প্রকার সন্দেহ হয় না। শুভ্র শ্মশ্রুর জালে তাঁহার বক্ষ আবৃত, শিরে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ; হাকিমের স্বর স্থির গম্ভীর। হাকিম বলিলেন—"মহারাজ; ভৃত্যকে যে আদেশ দিয়েছেন শুনেছি। আপনি আমার চিকিৎসা চান না। কিন্তু মানব-জীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম। আমি আমার কর্তব্য করব।"

শিবজী ভিতরে ভিতরে ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন। কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি পীড়া?"

দুর্বল স্বরে শিবজী উত্তর করিলেন, "কি পীড়া জানিনা। বুকে সর্ব শরীরে অসহ্য বেদনা। ভিতর বাহির আগুনের মত সর্বক্ষণ জ্বলছে।"

হাকিম গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"প্রতিহিংসার আগুনেই অন্তর বেশী জ্বলে, আর দুশ্চিন্তার দরুণও বুকে ব্যথা হয়।"

বলে কি! বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী হাকিমের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু কৈ সেখানে তো কোনও ভাবের

পরিবর্তন নাই। শিবজী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। সর্বনাশ! কিন্তু উপায় নাই। মনোযোগের সহিত রোগীকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "গলার স্বর যেমন ক্ষীণ, কৈ আপনার নাড়ী তো তেমন ক্ষীণ নয়। আর পেশীগুলোও তো দেখছি লোহার মত শক্ত। তবে কি আপনার এসব ভান মাত্র?"

শিবজী আরও অবাক হইয়া এই অদ্ভুত হাকিমের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে কোন কপটতার চিহ্ন নাই, পূর্বের মতই মুখ সৌম্য, শান্ত গম্ভীর। ক্রোধে শিবজীর রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে সংযত করিতেই হইল। ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন—"অন্য চিকিৎসকেরাও ঐ কথাই বলেন। বাইরে কোন লক্ষণই নাই, অথচ ভিতরে ভিতরে তিলে তিলে আমি ক্ষয় হয়ে চলেছি।"

হাকিম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আলফ্ লায়লা ও লায়লুম্ নামে আমাদের একটি চিকিৎসা শাস্ত্র আছে। তাতে এক সহস্র পীড়ার বর্ণনা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি বাহ্যলক্ষণ-শূন্য পীড়ারও উল্লেখ আছে। একটির চিকিৎসা 'বকস্‌তনে আসিরী ইশারাৎ ফর্দ্দ'—অর্থাৎ কয়েদীগণ কাজ না করার জন্য অসুখের ছল করে, তার চিকিৎসা শিরশ্ছেদন। আরেকটি রোগ আছে তার নাম 'আয়েবহা বরগেরেকতা জেরেবগল'। অর্থাৎ প্রবঞ্চকগণ নিজের প্রবঞ্চনা গোপনের জন্য পীড়ার ভান করে। আপনাকে এই পীড়ারই চিকিৎসা করব।"

শিবজী শাস্ত্রের কথা অতশত বুঝিলেননা। এইটুকু বুঝিলেন—ধরা পড়িয়াছেন। কোন পথ না পাইয়া অসহায় ভাবে শুধাইলেন—"কি ওষুধ দেবেন?"

হাকিম বলিলেন "ওষুধ একদিকে ধন্বন্তরী, আর এক দিকে বিষ। খোদার নাম নিয়ে ওষুধ দিচ্ছি, যদি আপনার অসুখ সত্য হয়, আরোগ্য নিশ্চিত। আর যদি এর ভেতর কোনো রকম প্রতারণা থাকে তবে বিষে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।"

শিবজীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, কপালে ঘাম দেখা দিল। বড় বিপদ! ওষুধ খাইতে অস্বীকার করিলে প্রতারণা ধরা পড়িবে, আর খাইলে মৃত্যু! এ যে দুই দিকেই মরণ! হাকিম ওষুধ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। "মুসলমানের ছোঁয়া আমি খাবনা" বলে শিবজী ওষুধের পাত্র দূরে ফেলিয়া দিলেন। হাকিম বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বলিলেন "এত জোরে হাত নাড়া তো রোগীর লক্ষণ নয়।"

শিবজী এতক্ষণ অতিকষ্টে আপনাকে দমন করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া "রোগীকে বিদ্রূপ করার এই শাস্তি" বলিয়া হাকিমের গালে বিরাশী সিক্কা ওজনের একটি চড় কসাইয়া দিলেন এবং তাহার শ্মশ্রু ধরিয়া সজোরে টানিলেন। বিস্মিত হইয়া দেখিলেন সব কয়টি শ্মশ্রু তাঁহার মুঠিতে উঠিয়া আসিয়াছে; তন্নজী মালশ্রী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দুর্দমনীয় হাসির বেগ অনেকক্ষণের চেষ্টায় সংবরণ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শিবজীর

কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "প্রভুর কি সর্বদাই তার চিকিৎসকদের জন্য এমনি পুরস্কারের বরাদ্দ নাকি? তাহ'লে যে রোগীর আগে তারাই নির্মূল হবে। উঃ কি বিপুল চড়টাই না মেরেছেন, মাথা এখনও ঘুরছে।"

শিবজী হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "বাঘের সঙ্গে খেলা করতে হ'লে একটু আধটু আঁচড় লাগে বৈকি বন্ধু! যাক্ তোমায় দেখে বড় আনন্দিত হ'লাম। এখন সংবাদ কি বল।"

তন্নজী জানাইলেন শিবজীর আদেশ মত সমস্ত কাজ হইয়াছে। সম্রাটের অনুমতি পত্র লইয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল ও শিবজীর অনুচরবর্গ নিরাপদে দিল্লী হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা এখন সকলে গোস্বামীর বেশে মথুরা ও বৃন্দাবনে আছে। মথুরার পথ তন্নজী ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। শিবজীর কথা মত পথে সৈন্য সন্নিবেশও করা হইয়াছে এবং তাঁহার নির্দেশমত দিল্লী প্রাচীরের বাহিরে সজ্জিত একটী ঘোড়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নির্দিষ্ট দিনে সব প্রস্তুত থাকিবে। তন্নজী রামসিংহের নিকটও গিয়াছিলেন। রামসিংহ স্বয়ং সম্রাটের নিকট শিবজীর হইয়া আবেদন লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। রামসিংহ পিতার প্রদত্ত বাক্য লজ্জিত হইতে দিবেন না, তিনি প্রাণ দিয়াও শিবজীর সহায়তা করিবেন। ইহা ছাড়া দানেশমন্দ্ ও সম্রাটের অনেক সহচরকে—কাহাকেও বা মিষ্ট কথায় কাহাকেও বা অর্থ দিয়া শিবজীর পক্ষে আনা হইয়াছে।

শিবজী বলিলেন—“সবতো দেখছি প্রস্তুত। এবারে তাহ'লে আরোগ্য লাভ করতে পারা যায়।”

তন্নজী হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আমার মত বিজ্ঞ হাকিমের হাতে যখন পড়েছেন তখন রোগ আর কতক্ষণ থাকবে? কিন্তু আপনার জন্য কি সুন্দর সরবৎ তৈরী করে-ছিলাম, সবটা ফেলে দিলেন।”

আর একপাত্র সরবৎ প্রস্তুত হইল। শিবজী পান করিয়া হাসিয়া কহিলেন—“চমৎকার ওষুধ, যেমন স্বাদ তেমনি তার গুণ। আমি একদম আরাম হ'য়ে গেছি।”

শিবজীকে আলিঙ্গন করিয়া হাকিম তাহার পূর্বের বেশ পরিয়া বাহির হইলেন। প্রহরীগণ তাহার নিকট হইতে জানিল শিবজী আরোগ্য-প্রায়; অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন। এত বৈদ্য মিলিয়া শিবজীকে আরাম করিতে পারিল না, হাকিম এতবড় দুঃসাধ্য সাধন করিয়া গেল—প্রহরীগণ গর্বে ফুলিয়া উঠিল। একজন বলিল—“তা হবেনা; খোদ সম্রাটের হাকিম যে!”

## উনিশ

দুই দিন পরে নগরে প্রচারিত হইল যে শিবজী কিছু সুস্থ হইয়াছেন। নগরে ধূম ধাম পড়িয়া গেল। সকলেই এ সংবাদে সন্তুষ্ট হইল।

তাঁহার আরোগ্য লাভ উপলক্ষে শিবজী এইবারে চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং দিল্লীর প্রধান প্রধান নাগরিকদিগের বাড়ীতে মিষ্টান্ন উপহার পাঠাইতে লাগিলেন। এমন কি মস্‌জীদে মস্‌জীদে ফকিরদের সেবার জন্য ভারে ভারে মিষ্টান্ন আসিতে লাগিল। সকলেই খুসী। শিবজী একেবারে দানসাগর হইয়া উঠিয়াছেন। চারিদিকেই দিল্লীকা-লাড্ডুর ছড়াছড়ি। দিল্লীকা লাড্ডু আর কাহারও পস্তাইবার কারণ হউক বা না হউক, সম্রাটকে বড় শীঘ্র পস্তাইতে হইল।

শিবজী মিষ্টি কিনিয়া নিজের বাড়ীতে আনিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নিজের হাতে সাজাইয়া দিতেন। এক একটা ঝুড়ি তিন চার হাত পরিমাণ বড় হইত। আট দশজন লোকও এই ঝুড়ি বহিয়া লইয়া যাইতে হিমসিম খাইয়া যাইত। দিনের পর দিন এই মিষ্টি বিতরণ চলিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার সময় এমনি দুইটি বিরাট ঝুড়ি বাহকেরা মাথায় লইয়া বাহিরে আসিল। প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল—"এবার

কার বাড়ী যাবে হে? আর কতদিন চলবে এ ব্যাপার?"

বাহকেরা উত্তর করিল—"রাজা জয়সিংহের বাড়ী যাচ্ছি। এ হ'লেই হ'য়ে গেল।" তাহারা ঝুড়ি লইয়া চলিয়া গেল। খানিক দূরে একটি গোপন স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহারা ঝুড়ি নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল কেহ নাই কেবল সাঁঝের বাতাস শির্ শির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। তাহাদের ইঙ্গিতে ঝুড়ি হইতে শিবজী ও শম্ভুজী বাহির হইয়া আসিলেন এবং বিলম্ব না করিয়া ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে লোকজনের আনাগোনা কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু দুই একজন পথিক যখন নিকট দিয়া যায় শম্ভুজী কাঁপিয়া উঠেন। শিবজী বিপদে চির অভ্যস্ত কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ও উদ্বেগশূন্য নহে।

কম্পিতপদে তাঁহারা প্রাচীর পার হইয়া আসিলেন। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল—"কে যায়?"

শিবজী—"গোস্বামী। হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।"

প্রহরী আবার শুধাইল—"কোথায় চলেছ?"

শিবজী—"মথুরাতীর্থে।"

প্রহরী রাস্তা ছাড়িয়া দিল। প্রাচীরের বাহিরে অনেক উচ্চ রাজকর্মচারীর বাস। শিবজী ও শম্ভুজী দ্রুত হাঁটিয়া সে পথও পার হইলেন। দূরে একটি বৃক্ষের সাথে একটি অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে। সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন

তন্নজী যে অশ্বের কথা বলিয়াছিলেন, এ সেই অশ্বই। অশ্ব-রক্ষকের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন তাহার নাম জানকীনাথ। শিবজী অশ্বে আরোহণ করিয়া শম্ভুজীকে পশ্চাতে তুলিয়া লইলেন; জানকীনাথ হাঁটিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ধূ ধূ প্রান্তর, অন্ধকারের আঁচল মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। বর্ষার আকাশ, তারায় মেঘে লুকচুরি চলিয়াছে। পথ ঘাট কর্দমাক্ত।

দূর হইতে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। শিবজী আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই সীমাহীন প্রান্তরে একটি গাছের আড়ালও নাই। কাজেই অগ্রসর হওয়া ভিন্ন পথ নাই।

তিনজন অশ্বারোহী সৈনিক দ্রুতবেগে দিল্লীর দিকে চলিয়াছে। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া তাহারা সেই দিকে ছুটিল। শিবজী ভবানীর নাম জপিতে লাগিলেন। কিন্তু বিপদ যাহার পথের সাথী তাহার পথ নিরঙ্কুশ হইবে কেমন করিয়া?

একজন অশ্বারোহী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে যায়?"

—"গোস্বামী।"

—"কোত্থেকে আসছ?"

—"দিল্লী থেকে।"

—"আমরা দিল্লী যাব। কিন্তু পথ হারিয়েছি! আগে আমাদের সঙ্গে এসে পথ দেখিয়ে দাও।"

শিবজীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকগণ বল-প্রকাশ করিতে পারে। বিবাদ হইলে ইহারা হয়ত শিবজীকে চিনিতে পারিবে, কেননা দিল্লীতে এমন সেনা নাই যে শিবজীকে দেখে নাই। আবার এদিকে দিল্লীতে ফিরিয়া যাওয়া অর্থ বিপদ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়া। কোনদিকে পথ নাই।

আরোহীদের মধ্যে দুইজন একটু দূরে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল।

প্রথম—"এ স্বর আমি চিনি। দক্ষিণদেশে সায়েস্তা খাঁর অধীনে অনেকদিন যুদ্ধ করেছি। আমি বলছি পথিক গোস্বামী নয়।"

দ্বিতীয়—"তবে কে?"

প্রথম—"আমার সন্দেহ এ স্বয়ং শিবজী। দুজন মানুষের স্বর ঠিক এক রকম হয়না।"

দ্বিতীয়—"দূর মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী যে।"

প্রথম—"আমরাও তো সেবার ভেবেছিলাম শিবজী সিংহগড়ে। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাতারাতি টপ্‌কে পড়ে পুনা ধ্বংশ করে দিয়ে গেল।"

হঠাৎ একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উষ্ণীষ ফেলিয়া দিল। শিবজী দেখিলেন সায়েস্তা খাঁর অধীনস্থ একজন প্রধান

সেনানী। হাতে অস্ত্র থাকিলে শিবজী অপরাজেয়। কিন্তু আজ তাঁহার শূন্যহাত। এখন শূন্য হাতের বলই ভরসা। চক্ষের নিমেষে তাঁহার এক মুষ্ট্যাঘাতে একজন সৈনিক অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। আর দুইজন অসিহস্তে ছুটিয়া আসিয়া শিবজীকে ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। এই হয়ত শেষ পৃথিবীর মুক্ত বায়ু নিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা—শিবজী প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাস লইলেন। ইহার পর অন্ধ কারাগারের রুদ্ধ বাতাস। কোথায় পড়িয়া থাকিবে উদার আকাশে প্রভাতে প্রথম রবির সোনার ছবি, সন্ধ্যায় তারার ঝিকিমিকি ; কোথায় থাকিবে ধরণীর এই শ্যামশ্রী—কোথায় থাকিবে সমস্ত আরাধনার ধন মহারাষ্ট্র। বাল্য হইতে অন্তরে যে দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার অনির্বাণ শিখা আজ দমকা বাতাসে এমন করিয়া নিবিয়া যাইবে! তারপর দেশের মাটি হইতে কতদূরে—স্বজনের স্নেহ হইতে কতদূরে আরংজেবের ঘাতকের হাতে দেহখানি হইতে প্রাণটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। শম্ভুজীর দিকে দৃষ্টি পড়িয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

হঠাৎ একটি শব্দ শুনিয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিবজী দেখিলেন একজন অশ্বারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তারপর পর পর কতগুলি তীরে তিনজন অশ্বারোহীই প্রাণ হারাইল।

বিস্মিত হইয়া শিবজী উঠিয়া দেখিলেন তীরনিক্ষেপকারী তাঁহারই অশ্বরক্ষক জানকীনাথ। ধন্যবাদ দিবার জন্য নিকটে আসিয়া আরো বিস্মিত হইলেন—তাঁহার সম্মুখে জানকীনাথের ছদ্মবেশে সীতাপতি গোস্বামী। শিবজী স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তারপর করজোড়ে বলিলেন, "বন্ধু! বিপদের দিনে বারে বারেই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। বল কি করে তোমার এ ঋণ শোধ করব। আর, না জেনে অশ্বরক্ষক ভেবে তুচ্ছ করেছি, সে অপরাধও নিজ গুণে ক্ষমা করো।"

সীতাপতি শিবজীর সম্মুখে নতজানু হইয়া করজোড়ে কহিলেন, "রাজন্, ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন, আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথ। জ্ঞান হয়ে অবধি আপনার সেবা করেছি, আজীবন আপনার সেবা করব, এ ছাড়া অন্য কামনা আমার নাই, অন্য পুরস্কার চাইনা। প্রভুর কাছে যদি না জেনে কখনও দোষ করে থাকি, আজ আমার সে দোষ ক্ষমা করুন।"

শিবজী চকিত হইয়া রঘুনাথের দিকে চাহিলেন। আপনাকে আর সংবরণ করিতে পারিলেন না; সজল নয়নে রঘুনাথকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার কাছে শিবজী শত অপরাধে অপরাধী। কিন্তু তোমার মহত্ত্ব দিয়ে তুমি আমার অপরাধের দণ্ড দিয়েছ। তোমাকে সন্দেহ করেছি, অপমান করেছি, সে কথা ভেবে আজ আমি স্থির থাকতে পারছিনা। যদি ভালোবাসা দিয়ে, মর্যাদা

দিয়ে তোমার এ মহৎ ঋণ শোধ করা যায়, শিবজী যতদিন বাঁচবে তারই চেষ্টা করবে।”

রঘুনাথের ব্রত আজ শেষ হইল, শিবজী যে বেদনা অন্তরে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন আজ তাহা দূর হইল। উভয়ের নয়ন প্লাবিত করিয়া নীরবে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

---

# কুড়ি

শিবজী ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহারাষ্ট্রে আনন্দের হিল্লোল বহিতেছে। সকলের বুকে আবার আশা দোলা দিয়া গেল—শিবজী মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিবেন।

এদিকে জয়সিংহ মৃত্যু-শয্যায়। সম্রাটের নিকট হইতে আর কোনো সাহায্য না পাইয়া বিজয়পুর জয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্রাটের কাজ প্রাণ দিয়া করিলেন। সম্রাটের নির্দয় ব্যবহারও মুহূর্তের জন্য তাঁহাকে কর্তব্য ভুলাইল না। যখন দেখিলেন মহারাষ্ট্র ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তখন দাক্ষিণাত্যে মোগল শক্তি যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তাহার চেষ্টা করিলেন। লোহগড়, সিংহ-গড়, পুরন্দর প্রভৃতি দুর্গে সম্রাটের সেনা রাখিলেন। যে সমস্ত দুর্গ অধিকারে রাখা সম্ভব নহে সেইগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শত্রুর অব্যবহার্য করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু আরংজেবের কাছে গুণের বিচার নাই। জয়সিংহের অকৃতকার্যতার সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহার সেনাপতিত্ব কাড়িয়া লইয়া দিল্লীতে তলব করিয়া পাঠাইলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি আজীবন দিল্লীর সেবা করিয়াছেন। শেষ অবস্থায় এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল না। তাঁহার দেহ মন

ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কঠিন পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

*　　*　　*

*　　*　　*　　*

অবমানিত, বৃদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যায়। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল একদিন এক মহারাষ্ট্রীয় সেনানী তাঁর চরণে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ আর একবার তিনি উপদেশ গ্রহণের জন্য আসিয়াছেন। রাজা বুঝিলেন কে এই মহারাষ্ট্রীয় সেনানী। তাঁহার আদেশে ভৃত্য সসম্মানে তাঁহাকে লইয়া আসিল। আগন্তুকের দিকে না তাকাইয়াই জয়সিংহ বলিলেন—"বন্ধুবর শিবজী, মৃত্যুর পূর্বে আর একবার আপনার দর্শন পেলাম। আমি আজ ধন্য হয়েছি। উঠে স্বাগত করার শক্তি নাই, অপরাধ মার্জনা করবেন।"

জয়সিংহের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া শিবজীর নয়ন ছলছল করিয়া উঠিল। বেদনাহত স্বরে তিনি কহিলেন, "পিতঃ! যেদিন বিদায় নিয়ে গেলাম সেদিন ভাবিনি এত শীঘ্র এ অবস্থা দেখব"।

জয়সিংহ—"মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর রাজা! এতে বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু যেদিন আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল সেদিন মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবিকে ভাস্বর দেখেছিলেন। আর আজ কি দেখছেন?"

শিবজী—"মহারাজ জয়সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান

স্তম্ভ। সেই স্তম্ভ আজ নড়ে উঠেছে। মোগল সাম্রাজ্য আর দাঁড়াবে কিসের ওপর ?"

জয়সিংহ—"বৎস তা নয়। রাজস্থান বীরপ্রসবিনী। আজ এক জয়সিংহ গেলে কাল অন্য জয়সিংহ হবে। জয়সিংহের শত যোদ্ধা এখনও বর্তমান। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের ভিৎএ পাপ প্রবেশ করে তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি একদিন বলেছিলাম, যেখানে পাপ, ছলনা, সেখানে মৃত্যু। আজ তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করুন। যেদিন আপনাকে দিল্লী পাঠিয়েছিলাম সেদিন দিল্লীশ্বরের দিকে আপনার মনও আকৃষ্ট হয়েছিল। যতদিন তিনি আপনাকে বিশ্বাস করবেন ততদিন আপনিও সে বিশ্বাস ভাঙ্গবেন না এই ছিল আপনার পণ। কিন্তু সম্রাট সে বিশ্বাস আপনি ভেঙ্গে দক্ষিণদেশে যে হতে পারত তাঁর পরাক্রান্ত মিত্র তাঁকেই করলেন দুর্দমনীয় শত্রু। তারপর আমার কথা—আরংজেবের পিতার সময় থেকে দিল্লীর সেবা করেছি। স্বজাতি বিজাতি বিবেচনা করি নাই। যাঁর কার্যে ব্রতী হয়েছি, জীবন পণ করে তাঁর কার্য সাধন করেছি। তবুও বৃদ্ধ বয়সে এই অপমান। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে অপমান তুচ্ছ করে কর্তব্য করার শক্তি পেয়েছিলাম। একদিনের জন্য শৈথিল্য করিনি। যে সমস্ত সৈন্য দুর্গরক্ষায় রেখে যাচ্ছি, বিনা যুদ্ধে তারা দুর্গ আপনাকে দেবেনা। কিন্তু জয়সিংহের প্রতি সম্রাটের আচরণ অম্বর বিস্মৃত হবে না।"

শিবজী কহিলেন—"সত্যকথা বলেছেন, মহারাজ !"

জয়সিংহ—"দুটি উদাহরণ দিলাম। এমনি করে সারা ভারতেই আরংজেব অবিশ্বাসের বীজ বপন করেছে। কাশীর মন্দির ধ্বংশ করে তার বুকের ওপর গড়েছে মস্‌জিদ্। 'জিজিয়া' করের গুরুভারে হিন্দুগণ ক্লিষ্ট, পীড়িত। অপমানিতের রুদ্ধ-শ্বাস, অত্যাচার-পীড়িতের হাহাকার মোগল সাম্রাজ্যের আকাশ ঘোলাটে করে তুলেছে… ..."

জয়সিংহের নয়ন মুদিত হইয়া আসিল। অতি ধীরে গম্ভীরস্বরে আবার বলিতে লাগিলেন……যেন মৃত্যুশয্যায় মহাপ্রাণের দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেছে—সেই দৃষ্টি ভবিষ্যতের কুহেলির আবরণ ছিন্ন করিয়া যেন দেখিতে লাগিল—"……শিবজী, আমি দেখতে পাচ্ছি……চারিদিকে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল ..রাজস্থানে জ্বলল…রহারাষ্ট্রে জ্বলল……পূর্বদিকেও সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল…আরংজেব সুদীর্ঘ বিশবছর ধরে সে আগুন নেবাতে চেষ্টা করলেন…। কিন্তু…না…সব ব্যর্থ হ'ল...তাঁর কৌশল তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি... সব ব্যর্থ হ'ল। বৃদ্ধবয়সে আপন অনুতাপের আগুনে পুড়ে মরল সে……। ……আরও জ্বলে উঠল আগুন...... চারিদিকে......আগুনের লেলিহান শিখা……গেল… মোগল সাম্রাজ্য পুড়ে ছাই হয়ে গেল…। তারপর? ...ঐ উঠছে…মহারাষ্ট্রের গৌরব রবি আকাশ আলো করে অন্ধকারের আবরণ ছিন্ন করে...ঐ……"

**মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত**

রাজার বাক্ রোধ হইল। চিকিৎসকেরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে অতি মৃদুস্বরে জয়সিংহ বলিলেন, 'সত্যমেব জয়তি' ; তারপর মহাবীরের প্রাণ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল।

শিবজী যখন রাজপুত শিবির হইতে বাহির হইলেন—রাত্রি তখন এক প্রহর মাত্র বাকি। প্রভাতে প্রধান সেনানী, অমাত্যদিগের সাথে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া বাহিরে আসিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ, প্রায় এক বৎসর পূর্বে আমরা আরংজেবের সাথে সন্ধি করেছিলাম। সে সেই সন্ধি লঙ্ঘন করেছে। যিনি আরংজেবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ঈশানী দেবী যাঁর সাথে যুদ্ধ নিষেধ করে-ছিলেন, শিবজী যাঁর কাছে পরাজয় মেনেছিল—সেই মহাপ্রাণ জয়সিংহ আরংজেব-কৃত অপমানে কাল প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ভ্রাতৃগণ! দিল্লীতে আমার কারারোধ, জয়সিংহের মৃত্যু—এর প্রতিশোধ গ্রহণের সময় এসেছে। মৃত্যুশয্যায় জয়সিংহ দিব্যচক্ষুতে দেখে গেছেন—মহারাষ্ট্রের ভাগ্যরবি উদয় পথে। দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হ'তে দেরী নাই। পৃথ্বীরাজের সিংহাসন আবার ফিরিয়ে আনব। মহারাষ্ট্র-বীরগণ! দেখো তাকিয়ে, পূবের দিগন্ত রেখায় নূতন আলোর বাণী। এ প্রভাত শুধুই রাত্রি অবসানের প্রভাত নয়। এ আমাদের·········

**জীবন প্রভাত!!!**

সমস্ত সৈন্যগণ গর্জিয়া উঠিল—"আজ আমাদের জীবন-প্রভাত।" মেঘে মেঘে—আকাশে বাতাসে রণিত হইল—জীবন-প্রভাত; গিরিশিখরে প্রতিধ্বনিত হইল.........

**জীবন প্রভাত।**

---

## একুশ

রাজা জয়সিংহের মৃত্যুর পরদিন সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একা নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছে। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল—চন্দ্ররাও জুমলাদার। রঘুনাথের শিরায় শিরায় রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ঈশানী মন্দিরের প্রতিজ্ঞা সে ভোলে নাই। চন্দ্ররাও কহিল—"রঘুনাথ! জগতে তোমার ও আমার দুজনের স্থান নাই, একজনকে মরতে হবে।"

রঘুনাথ রোষ সংবরণ করিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল, "চন্দ্ররাও, কপটচারী তুমি, মিত্রহন্তা। তোমার শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু রঘুনাথ তোমায় ক্ষমা করেছে। এখন ভগবানের কাছে ক্ষমা চাও।"

চন্দ্ররাও—"বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা চন্দ্ররাওএর অভ্যাস নয়। তোমার ভাগ্য মন্দ, তাই আবার উচ্চপদ লাভ করেছ। চন্দ্ররাওএর প্রতিজ্ঞা জীবনে নিষ্ফল হয়নি, আজও হবেনা। আজ তোমার নিষ্কৃতি নাই। প্রস্তুত হও।"

রঘুনাথ—"সম্মুখ হতে দূর হও, নইলে আমার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হব।"

চন্দ্ররাও—"ভীরু! এখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ? তবে আরো শোন্—উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয়

বিদীর্ণ হয়েছিল সে তীর চন্দ্ররাওএর। চন্দ্ররাও তোর পিতৃহন্তা।”

রঘুনাথের আর সহ্য হইল না। পিতৃহন্তাকে ক্ষমা? কখনই না। নিমেষে সে চন্দ্ররাওএর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। চন্দ্ররাও ও দুর্বল হস্তে অসি ধরে না। কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর চন্দ্ররাও পরাজিত হইল। তার বুকের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া রঘুনাথ কহিল—“আজ তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ।”

চন্দ্ররাও বিকট হাসিয়া উত্তর করিল—“আর তোর ভগ্নি বিধবা হ’ল, সে কথা ভেবেই সুখে মরব।”

মুহূর্তে সব রহস্যের সমাধান হইয়া গেল রঘুনাথের কাছে। এইজন্যই লক্ষ্মী স্বামীর নাম করে নাই। কেবল তাহার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়াছিল। পিতৃহন্তা চন্দ্ররাও বলপূর্বক লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছে। রঘুনাথের দুই চক্ষু দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার উদ্যত অসি ফিরিয়া আসিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় বৃক্ষের আড়াল হইতে এক যোদ্ধা বাহির হইয়া আসিল। উভয়ে সভয়ে দেখিল—শিবজী। শিবজীর ইঙ্গিতে চারজন সৈনিক নীরবে আসিয়া চন্দ্ররাওএর অসি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। শিবজীও যেমন চকিতে আসিয়াছিলেন তেমনি চকিতে অদৃশ্য হইলেন। রঘুনাথ স্তম্ভিত হইয়া প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন প্রাতে চন্দ্ররাওএর বিচার। রঘুনাথের পিতৃহত্যার বিচার নহে, রঘুনাথকে হত্যার চেষ্টার বিচার নহে। বিচার বিদ্রোহের—যে বিদ্রোহের মিথ্যা অপবাদ নির্দোষ রঘুনাথকে বহন করিতে হইয়াছিল এতদিন—আজ তারই বিচার।

রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণের সংবাদ শিবজীর সৈন্যদের মধ্যে কেহ শত্রুকে পূর্বেই দিয়াছিল। দুর্গজয়ের পরদিন সভায় রহমৎ খাঁ সে ইঙ্গিত করিয়াছিল, কিন্তু সেদিন সে কাহারও নাম করে নাই। পরে বিজয়পুরের যুদ্ধে রহমৎ খাঁ আহত ও বন্দী হইলে রাজা আপন শিবিরে আনিয়া তাহার যত্নও শুশ্রূষা করেন। তখন জয়সিংহ পুনরায় তাহাকে ঐ বিদ্রোহীর নাম জিজ্ঞাসা করেন। জয়সিংহের সৌজন্য ও দয়ায় মুগ্ধ রহমৎ এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। কিন্তু সে সংবাদদাতার নিকট—তাহার নাম কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না এই সত্যে আবদ্ধ ছিল। সেইজন্য সে রাজার হাতে কতগুলি কাগজ পত্র দিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করে তাহার মৃত্যুর পূর্বে যেন সেইগুলি খোলা না হয়।

রহমতের মৃত্যুর পর রাজা জয়সিংহ ঐ কাগজ পাঠ করিয়া জানিলেন বিদ্রোহী চন্দ্ররাও। কাগজের মধ্যে রহমতের নিকট চন্দ্ররাওএর স্বহস্ত লিখিত পত্র ও তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত পারিতোষিকের প্রাপ্তি স্বীকার ও ছিল। জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী এই সব কাগজ পত্র শিবজীকে দিয়া যান।

সভায় একে একে সব কাগজ পাঠ করা হইলে ক্রুদ্ধ সেনানীগণ গর্জিয়া উঠিল। কিন্তু চন্দ্ররাও নির্ভীক—তাহার অভিমান এখনও চূর্ণ হয় নাই। সে বলিল—"মহারাজ! ক্ষমতা আপনার হাতে। এই অপরাধে একদিন একজনকে স্বহস্তে শাস্তিবিধান করতে বসেছিলেন। আমার মৃত্যুর পর জানবেন আমি নির্দোষ, এই সব কাগজপত্র জাল।"

শিবজী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন—"জল্লাদ! যে হাতে চন্দ্ররাও ঘুস নিয়েছে সে হাত ছেদন কর, তারপর তপ্ত লৌহ-শলাকা দিয়ে কপালে 'বিশ্বাস-ঘাতক' লিখে দাও।"

রঘুনাথ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "মহারাজ! আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

শিবজী—"রঘুনাথ! এ পামর তোমায় হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তাকে শাস্তি দান বিষয়ে তোমার প্রার্থনা অবশ্যই শুনব। বল, কি প্রতিহিংসা চাও।"

রঘুনাথ—"চাই চন্দ্ররাওএর মুক্তি।"

সভাস্থ সকলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। শিবজী ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু আপনাকে দমন করিয়া কহিলেন—"বেশ তাই হবে তোমার প্রতি অত্যাচারের দণ্ড থেকে সে পাবে মুক্তি। কিন্তু রাজবিদ্রোহের শাস্তি বাকী আছে। সে শাস্তির বিধান করেছি।

রঘুনাথ করজোরে কহিল "প্রভু, দাস ভিক্ষা চায়—চন্দ্ররাও এর মুক্তি ভিক্ষা চায়।"

শিবজী—"এ ভিক্ষাদানে শিবজী অসমর্থ, রঘুনাথ।"

রঘুনাথ—"এ দাস কখনও কখনও প্রভুর কার্য করতে সমর্থ হ'য়েছিল। প্রভু পুরষ্কার দিতে চেয়েছিলেন। সেই পুরষ্কার স্বরূপ আজ এই অপরাধীর প্রাণ ভিক্ষা চাই।"

শিবজী গর্জন করিয়া উঠিলেন, "রঘুনাথ একদিন উপকার করেছিলে—আজ তাই রাজ বিচারে বাধা দেবার স্পর্ধা রাখ?"

এ তিরস্কারে রঘুনাথের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে উত্তর করিল—"পুরস্কার প্রার্থনা করা দাসের অভ্যাস নয়। জীবনে এই প্রথমবার চেয়েছি। প্রত্যাখ্যান করেন—এ দাস দ্বিতীয়বার চাইবে না। কিন্তু মিনতি করি, সদয় হয়ে আজ রঘুনাথকে বিদায় দিন। সে সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করে আবার গোস্বামী হ'য়ে বাইরের পথকে বরণ করে নেবে।"

শিবজী নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। এক জন অমাত্য আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া গেল চন্দ্ররাও রঘুনাথের ভগ্নিপতি। বিস্মিত হইয়া শিবজী চন্দ্ররাও এর মুক্তির আদেশ দিলেন এবং বলিলেন "যাও চন্দ্ররাও শিবজীর রাজ্য হ'তে দূর হয়ে যাও।"

চন্দ্ররাও ভীরু নহে। ক্রোধ-কম্পিত-দেহে রঘুনাথের নিকট যাইয়া কহিল, "বালক! তোর দয়ার মূল্যে কেনা জীবন আমি চাইনা"—পরক্ষণেই তাহার আপন হাতের ছুরিকা

তাহার বক্ষঃস্থলে আমূল বিদ্ধ হইল। তাহার প্রাণহীন দেহ সভাস্থলে লুটাইয়া পড়িল।

লক্ষ্মীর নয়নের আলো নিবিয়া গেল, তাহার জগৎ অন্ধকার হইয়া গেল। বৃথাই রঘুনাথ সান্ত্বনা দিল। লক্ষ্মী স্থির করিল জীবনে যাহার সঙ্গিনী ছিল মরণেও সে তাহার সঙ্গিনী হইবে। রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। সে তাহাকে বলিল, "লক্ষ্মী, যেদিন আমার জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছিল, আমি মরবার সংকল্পই করেছিলাম, ফিরিয়েছিলি সেদিন তুই। আজ তুই ও তোর অভাগা ভাইএর কথা রাখ। ফিরে আয় তোর দাদার বুকে ; সান্ত্বনা দিতে সে না পারুক স্নেহ দিয়ে সে তোকে ঘিরে রাখতে পারবে।"

লক্ষ্মী শান্তভাবে কহিল "দাদা, জানি সব। কিন্তু আমায় যদি ভালোবাস আমার ধর্মে বাধা দিও না। আমার স্বামীর অনুসরণ করতে দাও।"

লক্ষ্মীর সংকল্প অটল। নিরুপায় হইয়া রঘুনাথ বালকের ন্যায় ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল। চন্দ্ররাওএর শব তাহার উপর স্থাপিত হইল। লক্ষ্মী পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইল। দাসীদিগকে অলঙ্কার রত্ন ধন বিতরণ করিল, স্বহস্তে তাহাদের অশ্রু মুছাইয়া দিল। শেষে লক্ষ্মী রঘুনাথের নিকট বিদায় লইতে আসিল। আর্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত

হইল। লক্ষ্মীরও চোখে জল আসিল। সে ধীরে ধীরে তাহাকে উঠাইয়া সান্ত্বনা দিয়া তাহার পদধূলি লইল। তার-পর ধীরে ধীরে চিতা আরোহণ করিয়া স্বামীর পদযুগল ভক্তিভরে অঙ্কে উঠাইয়া লইল।

অগ্নি জ্বলিল। অগ্নিশিখা লক্ষ্মীর দেহ বেষ্টন করিয়া ধূ ধূ করিয়া নৈশ গগনের অন্ধকার ভেদ করিয়া উর্ধ্বে উঠিল। লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল না, একটি কেশ কম্পিত হইল না।

---

**সমাপ্ত**